উপস্থিত হইলেও স্বচ্ছ হৃদয় কুলীন পুরুষ একভাব প্রদর্শন করেন। বিজিগীষু ব্যক্তি পিতৃ পৈতামহ বিশ্বস্ত মিত্রকে অভিলাষ করিবেন। দূর হইতে আগমন, স্পষ্টার্থ মনোহর বাক্য, ও সৎকার পূর্ব্বক দান এই তিন প্রকারে মিত্র সংগ্রহ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভ মিত্রতার এই ত্রিবিধ ফল; যাহা হইতে এই তিনটি প্রাপ্ত হওয়া না যায়, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার সেবা করিবেন না। সাধুগণের মিত্রতা নদীর ন্যায় সূক্ষ্ম, মধ্যে বর্দ্ধিত ও পদে পদে বিস্তারিত হয়; এবং নিয়তই উন্নতির পথে গমন করে, কদাপি প্রতি নিবৃত্ত হয় না। মিত্র চারি প্রকার; ঔরস, কৃত সম্বন্ধ, বংশ ক্রমাগত ও বিপদ্ হইতে রক্ষিত। শুচিতা, দানশীলতা, শূরতা, সমদুঃখসুখতা, অনুরাগিতা, দক্ষতা ও স[illegible]বাদিতা সুহৃদ্গণের গুণ। মিত্রের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই যে রাজার হিতকারী হইবেন। যাঁহার হিতকারিত্ব গুণ নাই; তিনি কদাপি মিত্র নহেন, তাদৃশ ব্যক্তিতে আত্মাকে নিক্ষেপ করিবেন না।

সমুদয় রাজ্য এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইল; সৈন্য ও ধনই রাজ্যের আশ্রয়, যদি সুনিপুণ মন্ত্রী রাজ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রাজা অবিনশ্বর ধর্ম্মার্থ কাম লাভ করেন। যেমন পুরুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই সমুদায় চরাচর ভোগ করিতেছেন; সেই রাজা প্রজাগণকে আশ্রয় করিয়া চরাচর বিশ্ব ভোগ করেন। রাজা প্রজাগণের পূজিত হইয়া আদর পূর্ব্বক জনপদ সকল প্রতিপালন করিবেন; জনপদ পালনেই রাজা পরম লক্ষ্মীর পদ স্পর্শ করিতে পারেন। স্বাভাবিক গুণ সম্পন্ন বুদ্ধিমান রাজা লোকের যৎপরোনাস্তি স্পৃহনীয় হন এবং বায়ু যেমন মেঘের পক্ষে, তিনি সংগ্রামে সেই রূপ অরাতিগণের পক্ষে প্রবল হইয়া উঠেন।

পঞ্চম সর্গ।

অনুজীবিগণ অনুষ্ঠান পরায়ণ, কোষ সম্পন্ন, কল্প বৃক্ষ সদৃশ, গুণবান্ ভূপতিকে সেবা করিবে, সদ্গুণ সম্পন্ন রাজা কোষ শূন্য হইলেও তাঁহার সেবা করিবে; কেন না তাদৃশ নৃপতি হইতে কালান্তরেও স্পৃহনীয় জীবিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া স্থাণুর ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবেন, তথাপি আত্ম সম্পদ পরিশূন্য ভূপতি হইতে জীবিকা চেষ্টা করিবেন না। আত্মা-শূন্য, নীতি-দ্বেষী ব্যক্তি কেবল অরাতিগণের সম্পত্তি বর্দ্ধিত করে; এবং যদি মহৎ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই ঐশ্বর্য্যের সহিতই বিনাশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু নিপুণ, আত্মবান, অবিকারী সেবক বুদ্ধি সাধ্য কার্য্যে কৃত নিশ্চয় হইয়া উপযুক্ত স্থৈর্য্য অবলম্বন করে। ভবিষ্যতে ও বর্ত্তমানে যাহা রাজার তৃপ্তিকর হয়, তাহাই আচরণ করিবে; লোকে যে কার্য্যে দ্বেষ করে, তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। তিল ফল চম্পক পুষ্পের সংস্রবে সুগন্ধি হয়; দেখ! তাহার গন্ধকেই গ্রহণ করে কিন্তু রসকে গ্রহণ করে না; (সৎ সংসর্গে সৎ গুণই সংক্রামিত হয়, যদি সাধুগণের কোন দোষ থাকে তাহা সংক্রামিত হয় না) সমুদায় সদ্গুণই এই রূপ সাংক্রামিক। কিন্তু গঙ্গার বা অন্য জলের প্রবাহ সমুদ্রে গমন করিলে তাহা তাহার রস প্রাপ্ত হইয়া অপেয় হয়; (অসৎ সংসর্গে দোষই সংক্রামিত হয়, যদি অসাধুব্যক্তির কোন গুণ থাকে তাহা সংক্রামিত হয় না) অতএব সংসর্গ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাপাত্মাকে আশ্রয় করিবেন না। জ্ঞানী ব্যক্তি ক্লেশিত হইয়াও শুদ্ধ রূপে জীবন ধারণ করিবেন; তদ্দ্বারা তিনি প্রশংসা প্রাপ্ত হন এবং পরলোক হইতেও পরিভ্রষ্ট হয়েন না। সিদ্ধি প্রার্থী ব্যক্তি বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় স্পৃহনীয় অচঞ্চল, পবিত্র, বিখ্যাত, শ্লাঘনীয় ও সিদ্ধগণ পরিষেবিত রাজাকে সেবা করিবেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি যে যে বস্তু ইচ্ছা করেন, ইহ লোকে দুর্ল্লভ হইলেও তিনি তাহা লাভ করিতে পারেন অতএব উদ্যোগই নিতান্ত আবশ্যক। যে অনুজীবী রাজাকে সম্যক্ রূপে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আপনাকে বিদ্যা, বিনয়, ও শিল্প প্রভৃতিতে সুশিক্ষিত করিবেন। যিনি কুল, বিদ্যা, শাস্ত্র, ঔদার্য্য, শীল, বিক্রম, ধৈর্য্য, শরীর, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, স্থৈর্য্য, শৌর্য্য, ও দয়া সম্পন্ন এবং খলতা, দ্রোহ, ভেদ, শঠতা, লোভ, মিথ্যা, স্তম্ভ ও চপলতা পরিশূন্য, তিনিই রাজাকে সেবা করিতে পারেন। দক্ষতা, ভদ্রতা, দৃঢ়তা, ক্ষমা ক্লেশ সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, শীল ও উৎসাহ অনুজীবীর অলঙ্কার। অর্থ পরায়ণ, শুদ্ধাচার পরায়ণ, পূর্ব্বোক্তগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন রাজার সম্যক্ বিশ্বাস উৎপন্ন করিবেন। সমুচিত স্থানে প্রবিষ্ট ও সমুচিত বেশে সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিবেন; এবং বিনীত হইয়া যথাকালে রাজাকে উপাসনা করিবেন। অন্যের আসনে উপবেশন, ক্রূরতা, ঔদ্ধত্য ও মৎসর পরিত্যাগ করিবে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া কথা কহিবে না। প্রতারণা, কপটতা, দম্ভ ও চৌর্য্য পরিত্যাগ করিবে। ভূপতির পুত্র ও প্রীতি ভাজনগণকে নমস্কার করিবে। বিদূষক প্রভৃতি রাজার নর্ম্ম সচিবগণকে কিঞ্চিন্মাত্র অপ্রিয় কথা কহিবে না। তাহারা সভা মধ্যে পরিহাস দ্বারা নর্ম্ম ভেদ করিয়া থাকে। রাজা কখন কি বলেন,

এই মনে করিয়া নিকটে তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি পাত পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। "কে এখানে?" রাজা এই কহিলেই অনুজীবী "আমি; কি আজ্ঞা হয়?" এই কথা কহিবে; এবং যথা শক্তি অবিলম্বে সেই আজ্ঞা সফল করিবে। উচ্চ হাস্য, কাস, ষ্ঠীবন, কুৎসন, জৃম্ভন, গাত্রভঙ্গ ও পর্ব্বা-স্ফোট পরিত্যাগ করিবে। স্বামী যদি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলে পর কথা কহিবে। অথবা তাঁহার আদে-শানুসারে, নিঃসন্দিগ্ধ বিষয় সকলই কহিবে। এবং সুখ প্রবৃদ্ধ গোষ্ঠীতে বিবাদ হইলে বাদীগণের মত কহিবে। যে কথা কহিলে রাজা নিরুত্তর হইবেন, তাহা জানিয়াও কহিবেন; জ্ঞানী ব্যক্তি আলাপে নিপুণ হইলেও অভিমান পরিত্যাগ করিবেন। যাহা উত্তম রূপ জানেন, তাহাও "অল্প জানি" বলিয়া প্রকাশ করিবেন। এবং বিনীত হইয়া কার্য্য দ্বারা স্বীয় উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিবেন। হিতৈষী ব্যক্তি আপদকালে, অন্যায় পথে গমন কালে, ও কার্য্য কাল অতীত হয়, এমন সময়ে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও কল্যাণ বাক্য কহিবে। প্রীতিকর সত্য, হিতকর ও ধর্ম্মার্থ যুক্ত বাক্য কহিবে; অশ্রদ্ধেয়, অসত্য, পরোক্ষ ও কটু কথা পরিত্যাগ করিবে। দেশ কালজ্ঞ স্বার্থ কুশল ব্যক্তি উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত কালে অন্যের কার্য্য সম্পন্ন করিবে, এবং কার্য্য তৎপর কুশল ব্যক্তি দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইবে। স্বামীর সেবনীয় কার্য্য ও মন্ত্রণা প্রকাশ এবং তাঁহার বিনাশ মনে ও চিন্তা করিবে না। স্ত্রীলোক, বা যাহারা স্ত্রী লোকদিগকে দর্শন করে, পাপাত্মা ও শত্রুগণের যে সকল দূত নিরাকৃত হইয়াছে; এক উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের সহিত বিচরণ, তাহা-দিগের সহিত অবস্থান ও তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। ভূপতির বেশ ও ভাষার অনুকরণ ক-রিবে না। জ্ঞানবান ব্যক্তি সম্পন্ন হইলেও রাজার গুণ দ্বারা স্পর্দ্ধা করিবে না।

কর্ম্ম কুশল ব্যক্তি ইঙ্গিত ও আকারের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া ইঙ্গিত ও আকার রূপ চিহ্ন দ্বারা স্বামীর অনুরাগ ও বিরাগ অবগত হইবেন। অনু-রাগের লক্ষণ এই প্রকার—দেখিলে প্রসন্ন হন, এবং আদর পূর্ব্বক তাহার বাক্য গ্রহণ করেন, সমীপে আসন দান করেন, কুশল জিজ্ঞাসা করেন, নির্জ্জন স্থানে দর্শন করিলেও শঙ্কা করেন না, গুপ্ত বিষয়েও অবিশ্বাস করেন না, তাঁহার প্রয়োজনীয় আলাপ সকল শ্রবণ করেন, প্রশংসনীয় বিষয়ে প্রশংসা করেন, এবং কেহ সেই অনুজীবীকে প্রশংসা করিলে তিনি অভিনন্দন করেন, অন্য-সকল কথাতে তাহাকে স্মরণ করেন, হৃষ্ট হইয়া তাহার গুণ কীর্ত্তন ক-রেন, হিতকর বাক্য শ্রবণ করেন, তাহাতে নি-ন্দার কথা থাকিলেও অনুমোদন করেন, তাহার বাক্যানুসারে কার্য্য করেন, এবং সেই বাক্যের বহুমান করেন। বিরাগের লক্ষণ এই যে,—অসামান্য উপকার করিলেও অনুরাগ প্রদ-র্শন করেন না; তৎকৃত কর্ম্ম অন্য কৃত বলিয়া প্রকাশ করেন, অনুজীবির বিপক্ষকে উদ্দীপিত করিয়া দেন, এবং তাহার বিপদকে উপেক্ষা করেন, কার্য্যেতে আশা বর্দ্ধন করেন, ফলেতে তাহার অন্যথা করেন, যাহা কিছু মধুর বাক্য বলেন, তাহার অর্থ নিতান্ত নিষ্ঠুর হয়, তৎকৃত আত্ম-প্রশংসাতে নিন্দা করিয়া থাকেন, ক্রুদ্ধ না হইলেও ক্রুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, প্রসন্ন হই-লেও প্রসাদ দান করেন না, কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ গমন করেন, পুনঃ পুনঃ রুক্ষ ভাবে নিরীক্ষণ করেন, মন্ত্রণা সকল বিঘটিত করিয়া-দেন, বলিতে বলিতে হাস্য করিয়া উঠেন, দোষ দিয়া বৃত্তি চ্ছেদ করেন, তাহার যথার্থ বাক্যও অন্য প্রকারে উপপন্ন করেন, তাহাকে উত্তেজিত করিয়া অযথা স্থানে কথা ভঙ্গ করেন, নির্জনে উপাসনা করিলে প্রায়ই বিফল হয়, অতি যত্নের সহিত আরাধনা করিলেও নিদ্রিতবৎ আচরণ করেন। অনুরক্ত ও বিরক্ত প্রভুর লক্ষণ সকল এই প্রকার। অনুরক্ত প্রভুর নিকট জীবিকা চেষ্টা করিবে; বিরক্ত প্রভুর নিকট জীবিকা পরি-ত্যাগ করিবে।

স্বামী নির্গুণ হইলেও আপৎ কালে পরি-ত্যাগ করিবে না, যে ব্যক্তি আপৎ কালেও উ-পস্থিত থাকেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। বিপদ না পড়িলে শত্রু প্রভৃতির গুণ সকল কাহারও লক্ষিত হয় না, কিন্তু বিপৎ কালে সেই সকল ধার্ম্মিকগণের নাম বিখ্যাত হইয়া থাকে। প্রশংসনীয় ও আনন্দনীয়, মহাজনগণের উপকা-রিতা গুণ স্বল্প হইলেও সমুচিত সময়ে প্রচুর কল্যাণ উৎপন্ন করে। অকার্য্য নিষেধ ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুবর্ত্তন, বন্ধু মিত্র ও অনুজীবিগণের সদা-চারের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।

রাজা পান, স্ত্রী ও দ্যূত গোষ্ঠীতে প্রমত্ত হইলে অনুজীবিগণ উপাখ্যান-প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিবেন। রাজা অকার্য্যে আসক্ত হইলে যাহারা তাঁহাকে উপেক্ষা করে সেই অকৃতাত্মগণ রাজার সহিত পরাভব পায়। জয়-যুক্ত হউন, আজ্ঞা করুন, জীবিত থাকুন, নাথ! দেব! ইত্যাদি প্রকারে আদর পূর্ব্বক রাজার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করত ভৃত্যগণ তাঁহার উপাসনা

করিবে। স্বামীর চিত্তানুবর্ত্তনই অনুজীবিগণের সদাচার, যাহারা ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহারা রাক্ষসগণকেও বশীভূত করিতে পারে। যে সকল মহাত্মা বুদ্ধি, সত্ত্ব ও উদ্‌যোগ সম্পন্ন, ছন্দানুবর্ত্তী ও প্রিয়বাদী, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ নাই, কেহই শত্রু নাই। যাহারা অলস, অল্প তুষ্ট, বিদ্যা হীন ও অকৃতাত্মা, তাহাদিগকে দান করিতে মাতাও পরাঙ্মুখী হন। যাহারা শৌর্য্যশালী, বিদ্বান্, বা সেবা কর্ম্ম বিশারদ, রাজ সম্পত্তি তাহাদিগের নিকটেই প্রকাশিত ও তাহাদিগেরই ভোগ্য হয়। বৃদ্ধগণের অনুশাসন এই যে অপ্রিয় ব্যক্তিও হিতকারী হইয়া থাকে, অতএব বৃদ্ধগণের অনুশাসনে অবস্থান পূর্ব্বক প্রীতিভাজন হইবে।

পৃথিবীতে রাজাই মেঘের ন্যায় সকল প্রাণীর উপজীব্য হন; যেমন পক্ষিগণ শুষ্ক বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, সেই রূপ লোকে অনুপজীব্য রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লোকে কুল, শীল, বা শৌর্য্য ইহার কিছুই গণনা করে না, প্রত্যুত দাতা দুঃশীল বা অসদ্‌বংশীয় হইলেও তাহারা তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। পৃথিবীতে ধনই কুল; কুল কদাপি ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়; যাঁহার ধন ও বল আছে, লোকে তাঁহারই অনুগত হয়। কার্য্যার্থী মনুষ্যগণ উন্নত পুরুষেরই পূজা করিয়া থাকে, কোন্ ব্যক্তি পতিত মনুষ্যের বন্দনা করিতে যায়? প্রত্যুত তাহাকে শত্রুবৎ পরিত্যাগ করে। এই নরলোক অর্থেরই প্রার্থী, সুতরাং জ্বলন্ত ব্যক্তির নিকটেই গমন করে, ধেনু যখন দুগ্ধ হীন হইয়া বৎসগণের অনুপজীব্য হয়, তখন বৎসগণ সেই মাতাকেও পরিত্যাগ করে। অতএব রাজা কাল ব্যয় না করিয়া অনুরূপ কর্ম্ম দ্বারা ভরণ যোগ্য অনুজীবিগণের জীবিকা বিধান করিবেন। উপযুক্ত কালে উপযুক্ত দেশে বা উপযুক্ত পাত্রে বৃত্তি লোপ করিবেন না; করিলে অত্যন্ত নিন্দনীয় হন। অপাত্রে ধন দান সাধুগণের বিগর্হিত, রাজা তাহা করিবেন না; করিলে কেবল কোষ ক্ষয় ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মহাত্মা ব্যক্তি কুল, বিদ্যা, শাস্ত্র জ্ঞান, শৌর্য্য, সুশীলতা, ভূত পূর্ব্বতা বয়স, ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আদর প্রদর্শন করিবেন। যাঁহারা কুলীন, সচ্চরিত্র ও মনস্বী, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না; ঈদৃশ ব্যক্তিরা মানের নিমিত্ত অবমান কারীকে পরিত্যাগ অথবা তাহার প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন। যদি মধ্যম ও অধম ব্যক্তিরা উদার গুণে অলংকৃত হইতে পারে, তবে তাহাদিগকে উন্নতি প্রদান করিবেন; তাহারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে নরপতিকেও উন্নত করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নীচের সহিত সমান করিয়া উন্নতি প্রদান করিবেন না; ঈদৃশ বিবেকজ্ঞ রাজা দুর্ব্বল হইয়াও সকলের আশ্রয়ণীয় হন। যে খানে কাচের সহিত উৎকৃষ্ট মণির তুলনা করা হয়, পণ্ডিতগণ সেই নিরালোক স্থানে অবস্থান করেন না। মহাত্মাগণ কল্পতরুর নিকটে বিশ্রামের ন্যায় যে রাজার নিকটে বিশ্রাম করিতে পারেন, তাঁহার জীবনই শ্লাঘনীয় এবং তাঁহার রাজলক্ষ্মী সম্ভোগই যথার্থ। বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণ বিশ্বাস সহকারে যে লক্ষ্মীকে ভোগ করিতে না পারে, তাহা ইহ লোকে দীপ্তিমতী হইলেও নিতান্ত নিষ্ফল।

সর্ব্ব প্রকার আপদের সময় আপ্ত ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিবেন, এবং সূর্য্য যেমন কিরণ দ্বারা জল গ্রহণ করেন, সেই রূপ তাহাদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। অভ্যস্তকর্ম্মা কর্ম্মজ্ঞ শুদ্ধ স্বভাব জ্ঞানানুগত উদ্‌যোগ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সকল কর্ম্মে অধ্যক্ষ করিবেন। যেমন নানা প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপস্থিত হইলেও চক্ষুকে চক্ষুর বিষয়ে, কর্ণকে কর্ণের বিষয়ে ইত্যাদি ক্রমে নিয়োগ করিতে হয়, সেই রূপ যে ব্যক্তি যে বিষয় অবগত আছে, তাহাকে সেই বিষয়েই নিয়োজিত করিবে, কোষ বর্দ্ধন ও কোষ রক্ষণ কার্য্যে তৎপর হইবেন; কেন না, জীবন তাহারই অধীন; যাহাতে অতিমাত্র ব্যয় না হয়, তন্নিমিত্ত প্রতি দিন তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। সচ্চরিত্র ব্যক্তি এই আটটি বিষয়ের উন্নতি সাধন করিবেন যথা কৃষি, বণিকদিগের পথ, দুর্গ, সেতু, হস্তি গ্রহণ, খনি ও আকর, বন গ্রহণ কার্য্য, এবং পতিত স্থানে প্রজা পত্তন, কেন না এই সকল কার্য্য জীবিকার নিমিত্ত উপজীবী অধ্যক্ষগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। রাজা ক্ষীণ হইলেও যে বৃত্তি দ্বারা অবস্থান করিতে পারেন, তাহার রোধ, বিশেষত পণ্যোপজীবিগণের কার্য্য রোধ করিবে না। যেমন কণ্টকি শাখা দ্বারা নিপুণ রূপে শস্য এবং লগুড় দ্বারা ফল রক্ষা করে, সেই রূপ করিয়া পৃথিবীকে ভোগ করিতে হয়। অধ্যক্ষ, চৌর, শত্রু, রাজার প্রিয় পাত্র ও রাজার লোভ এই পাঁচ হইতে প্রজাগণের ভয়। এই পাঁচ প্রকার ভয় দূরীকৃত করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ বৃদ্ধির নিমিত্ত যথাকালে ধন গ্রহণ করিবে। যেমন গো সকলকে প্রতিপালন করিতে ও যথাকালে দোহন করিতে হয় এবং পুষ্প ফল প্রত্যাশায় লতাগণকে জলসেক ও যথা কালে পুষ্প ফল চয়ন করিতে হয়, প্রজাগণকে সেই রূপ করিবে। যাহারা দুষ্ট ব্রণের ন্যায় উ-

নত হইয়াছে, তাহাদিগের ধন হরণ করিবে। যে সকল পাপাত্মা রাজার প্রতি অত্যল্পও পাপাচরণ করে, তাহারা বহ্নি দগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকে। কোষতত্ত্বজ্ঞ আপ্ত জনের হস্তে কোষ সমর্পণ করিবে, তাহার বর্দ্ধন করিবে, এবং ত্রিবর্গ সম্পত্তি নিমিত্ত যথাকালে ব্যয় করিবে। যে রাজা ধর্ম্মার্থে কোষ ক্ষয় করিয়া দীন হইয়াছেন, তাঁহার সে দীনতা শরৎকালে সুরগণ কর্ত্তৃক পীতাবশিষ্ট সুধাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয়। বৃহস্পতি শাস্ত্রে এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু যাহাতে ব্যবহারের অভাব না হয়, সেই রূপ অবিশ্বাসী হইবে। যাহারা বিশ্বাস না করে, তাহাদিগের বিশ্বাস উৎপন্ন করিবে; স্বয়ং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি মাত্র বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু যে ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস হয়, সে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের ভাজন। যাহাতে কার্য্যের সহিত মিত্রতা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য যোগীর ন্যায় একাগ্রমনা হইয়া তৎসমুদায় অবলোকন করিবে।

যাঁহার অনুজীবিগণ অনুগত ও সন্তোষিত হয়, লোকে মধুর বচনে ও মধুর আচরণে যাহার প্রতি অনুরক্ত হয়, যিনি সুনিপুণ আপ্ত লোকের উপর রাজ্য তন্ত্র সমর্পিত করেন, তিনি চিরকাল সমুজ্জ্বলিত থাকেন।

—০—

নূতন গ্রন্থ!

রত্নত্রয়ার দ্বিতীয় বার মুদ্রিত শ্রীযুক্ত কামিক্ষাচরণ ঘোষ প্রণীত। এই খানি বালকদিগের পাঠার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে নানা প্রকার সদ্‌ বিষয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে সুনীতি গর্ভ রমণীয় পদ্য সকল লিখিত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি যে বাঙ্গলা বিদ্যালয় সকলের অধ্যক্ষগণ এই পুস্তক খানি বালকদিগের পাঠার্থ নিয়োগ করিবেন।

———

ভ্রাতৃ-ভাব। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক যে প্রবন্ধ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃ সভায় পঠিত হয় তাহা এই পুস্তকে প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাহাতে পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাব উন্নত হয় সেই ভ্রাতৃ-ভাবের ফল অতি সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে।

———

সংস্কৃত ব্যুৎপাদিকা। শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রণালী যে রূপে লিখিত হইয়াছে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে বালকদিগকে এই পুস্তক শিক্ষা করাইলে সংস্কৃত শিখিবার অনেক উপকার হইতে পারে।

———

পাতিব্রত্য ধর্ম্ম। ইহাও শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত, ইহা স্ত্রী লোকদিগের পাঠ করিবার অত্যন্ত উপযোগী বোধ হয়।

———

বস্তু বিদ্যা। ইহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই পুস্তকে নানা প্রকার বস্তুর গুণ ও ব্যবহারের প্রকরণ বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা সাধারণের পাঠ করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধহয়।

বিজ্ঞাপন

স্তোত্র মালা।

শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উক্ত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। প্রতি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এক আনা ডাকের টিকিট বা লোক প্রেরণ করিলে প্রতি সমাজে দান স্বরূপ এক এক খানি পুস্তক প্রদত্ত হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় হিমগিরি হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে যে কয়েকটী বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব সকল ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহার মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র, তাহা প্রেসিডেন্সি প্রেসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

JUST PUBLISHED.

A LECTURE ON THE BRAHMO SOMAJ.

Delivered at the Calcutta Brahmo Somaj Hall, on Saturday, the 18th April 1865.

To be had at the Calcutta Brahmo Somaj and also at the Indian Mirror Office.

Price 4 annas, by Post 5 annas.

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১২ আষাঢ় বৃহস্পতিবার সম্বৎ ১৯২০ কলিগতাব্দ ৪৯৬৪।
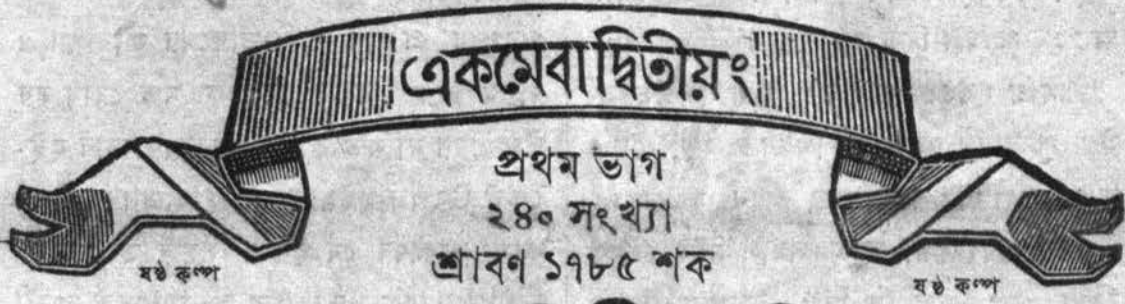
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মার স্বরূপ ও পরকাল।

আত্মার অমৃতত্ব এবং পরকালের প্রতি আস্থা, এদুই ধর্ম্ম সংক্রান্ত অতি নিগূঢ় বিশ্বাস। যে দেশে কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সেই দেশেই এই দুই বিষয়ের প্রতি লোকের অবশ্যই বিশ্বাস থাকিবেক। বাস্তবিক আত্মা যে অবিনাশী এবং মৃত্যুর পরেও যে তাহা জীবিত থাকিয়া ইহকালের কৃত কর্ম্ম ফল ভোগ করিবেক, এই বিশ্বাসটি সকল ধর্ম্মের মূলীভূত। যেখানে এই প্রকার বিশ্বাস নাই, সে খানে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদও অপ্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যদি এ প্রকার বিশ্বাস করেন যে শরীরের বিনাশের সহিত আত্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হইবেক, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় যত্নই ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও ইহকালের মঙ্গলোদ্দেশেই প্রদত্ত হইবেক। কিন্তু ধর্ম্ম কেবল ইহকালের বস্তু নহে, ধর্ম্মের ফল দূরস্থ এবং ইহজীবনে প্রায় দৃষ্ট হয় না। পরকালের প্রতি বিশ্বাস আমাদের স্বভাব সিদ্ধ, তাহা সকল কালে সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, অতি জঘন্য জ্ঞানহীন বর্ব্বরও এই বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত নহে।

এই হেতু এই গুরুতর বিষয়ে মনুষ্যের চিন্তা অতি প্রাচীন কালাবধি প্রদত্ত হইয়াছিল, সকল দেশের জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ আত্মা ও পরকাল সম্বন্ধে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে সেই সকল প্রাচীন মত সঙ্কলন পূর্ব্বক পশ্চাতে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে। প্রাচীন হিন্দুগণ এই দুরূহ বিষয়ের চিন্তায় সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। বেদের উপনিষদ সকলে আত্মার প্রকৃতি বিষয়ক ভূরি ভূরি প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক জীবাত্মার স্বরূপ এবং পরমাত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করাই উপনিষদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। আত্মা যে জ্ঞান পদার্থ এবং শরীর হইতে ভিন্নও সমস্ত জড় পদার্থ হইতে ভিন্ন ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রায় সকল উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে; অপর বৈদিক ঋষিগণ আত্মাকে অবিনশ্বর এবং পরমাত্মার অংশ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন; এবং এই ভাব বেদান্ত দর্শনে সম্পূর্ণ রূপে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক

সমুদায় হিন্দু শাস্ত্রেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ যেমন নির্গত হইয়া পুনরায় অগ্নিতে মিশ্রিত হয়, সেই রূপ জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইবেক। সুতরাং জীবাত্মা সৃষ্ট পদার্থ নহে, তাহা নিত্য এবং জন্ম বিহীন। ভগবদ্গীতায় আত্মার স্বরূপ পশ্চাল্লিখিত কএকটি শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপোন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽযমদাহ্যোঽযমক্লেদ্যোঽশোষ্যএব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যো ঽযমবিকার্য্যোঽযমুচ্যতে।

আত্মা অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় না, জল দ্বারা আর্দ্র অথবা বায়ুতে শুষ্ক হয় না, অতএব আত্মা নিত্য অবিনাশী সর্ব্বত্র বিদ্যমান স্থির স্বভাব অচল এবং অনাদি, তাহা অব্যক্ত অচিন্ত্য এবং বিকার হীন। এ প্রকার মত যে কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, পশ্চাতে দৃষ্ট হইবেক যে সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিতগণও আত্মাকে নিত্য অবিনাশী এবং পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্লেটো এবং অরিস্ততলের মতে আত্মা জ্ঞানময়, দেহ হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এবং নিত্য, আত্মার জন্ম নাই মৃত্যুও নাই, তাহা অক্ষয় এবং চির কালই সমান, আত্মা পরমেশ্বরেরই প্রকৃতি এবং তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্লেটোর মতে আত্মার সমুদায় জ্ঞান কেবল স্মরণ মাত্র, আত্মার পূর্ব্ব জন্মে যে জ্ঞান ছিল তাহাই কেবল ইহ-জন্মে উদয় হয়, সুতরাং আত্মাতে সমস্ত জ্ঞানই প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত আছে, ইহ-জন্মে তাহা কেবল পুনরায় উদিত হইয়া থাকে।

বৈদান্তিকগণের অদ্বৈত বাদ এবং অপরাপর প্রাচীন পণ্ডিতদিগের জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বিষয়ক মত বোধ হয় তাঁহাদের মানিত কার্য্য কারণের ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বতন সুধীগণ কার্য্য কারণের যে প্রকার সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অনায়াসেই স্রষ্টা এবং সৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি বিষয়ে অভিন্নতা সংস্থাপন করা যাইতে পারে। প্রাচীন মতানুসারে কার্য্য প্রথমে কারণীভুত থাকে, অর্থাৎ যাহা কার্য্য রূপে স্বতন্ত্র পরিণত হয় তাহা অগ্রে তৎকারণেতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে এবং পরে সেই কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং কার্য্যেতে এমত কিছুই থাকিতে পারে না যাহা পূর্ব্বে তৎ কারণে অপ্রকাশিত ভাবে নিহিত ছিল না। যেহেতু অসৎ হইতে কোন বস্তুর সত্তা অথবা কোন বস্তুর সত্তা থাকিতে অসম্ভাব হওয়া, এদুই ভাবই মনুষ্যের চিন্তা ও বুদ্ধির গম্য নহে, সুতরাং কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবো বিদ্যতে সতঃ (১)। একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে যে সুবিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা বস্তুত বীজেতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল সুতরাং কার্য্য রূপ বৃক্ষ এবং কারণ রূপ বীজ উভয়ই প্রকৃতি ঘটিত একই পদার্থ। এই প্রকার ন্যায়ে পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা স্রষ্টা এবং সৃষ্ট পদার্থের অভিন্নতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে সৃষ্টির অগ্রে সমস্ত জগৎ অব্যক্ত ভাবে ঈশ্বরেতেই বিলীন ছিল, ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতি হইতেই সমুদায় সৃজন করিয়াছেন। সুতরাং জগৎ রূপ কার্য্য তৎকারণেরই অংশ মাত্র।

(১) গ্রীক পণ্ডিত প্লেটোও এই প্রকার মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যথা। From nothing nothing can proceed. বাস্তবিক এ মত অমূলক নহে কিন্তু ইহাকে প্রয়োগ করিতে গিয়াই প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

এই হেতু বেদান্তসারে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে ঈশ্বর সমুদায় সৃষ্টির আদি প্রকৃতি এবং আদি কারণ; তিনিই মৃৎপিণ্ড এবং তিনিই কুম্ভকার হইয়া এই জগৎ রূপ পাত্র আপনা হইতেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্র মতে আত্মা যখন অমর নিত্য ও অনাদি হইল, তখন অবশ্যই ইহ জন্মের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল এবং মৃত্যুর পরেও তাহা থাকিবেক, অতএব আত্মার পূর্ব্বেই বা কি অবস্থা ছিল এবং পরেই বা তাহার কি অবস্থা হইবেক এই প্রশ্ন স্বভাবতই উপস্থিত হয়। এবং এই বিষয়ে হিন্দু, মিশর এবং গ্রীক এই তিন জাতির মধ্যে একই প্রকার মত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখা যায়। বেদান্ত মতে আত্মা সংসারের মায়াতে আচ্ছন্ন থাকিয়া স্বীয় প্রকৃতি জানিতে পারে না, সুতরাং সংসারে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং এই রূপে যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে জ্ঞানোদয় হইলে পরমাত্মায় লীন হয় এবং তাহাতেই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

জীবগণ যেরূপ এই দেহে কৌমার যৌবন এবং বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ তাহারা দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, অতএব এবিষয়ে ধীরগণ শোক করেন না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

ভগবদ্গীতা।

যেমন লোকে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র সকল পরিধান করে, তদ্রূপ আত্মা জীর্ণ শরীর সকল ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য অভিনব শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে।

মিশর জাতিও উক্ত রূপ যোনি ভ্রমণে বিশ্বাস করিত। তাহারদের মতে জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর পর মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদির দেহ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। এবং এই রূপে আত্মা দেহ হইতে দেহান্তর ধারণ করিয়া ত্রি সহস্র বৎসর পরে পুনরায় স্বীয় পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হয়। এই হেতু মিশর জাতিরা যত্ন পূর্ব্বক মৃত দেহ সকল সংরক্ষণ করিত এবং তাহাদের সমাধি আগার মধ্যে অদ্যাপি সহস্রাধিক বৎসরের সংরক্ষিত শব প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীকেরা বোধ হয় মিশর দেশ হইতেই এই মতটি শিক্ষা করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পিথাগোরস নামক পণ্ডিত আত্মার যোনি ভ্রমণের কথা সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করেন। পরে প্লেটো এবং অরিস্ততল কর্ত্তৃক এই মত সাধারণ রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। প্লেটোর মতে যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু এবং যাহার মৃত্যু তাহারই জন্ম এবং এই মত আমারদেরও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ সংসারে সর্ব্বত্রই জন্ম এবং মৃত্যু, উদ্ভব এবং বিনাশ, এই রূপ ভৌতিক ঘটনার পর্য্যায় দৃষ্টি করিয়াই আত্মার পুনর্জ্জন্ম এবং যোনি ভ্রমণের মত উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আত্মার প্রকৃতি ও মানসিক ব্যাপারের নিয়ম যদি বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে আত্মার পূর্ব্ব জন্মের কথা যে নিতান্ত অমূলক তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। আত্মা যে জ্ঞান উপার্জন করে তাহা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে, তাহা কখন সম্পূর্ণ রূপে মন হইতে অপনীত হইবার নহে। সুতরাং আত্মার যদি পূর্ব্ব জন্ম থাকিত তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ হইত, পূর্ব্ব জন্মের উপার্জিত জ্ঞান পুনরায় উদয় হইত, কিন্তু বস্তুত এপ্রকার দৃষ্টান্ত কোন কালে কোথাও দেখা যায় না।

প্লেটো যেমন আত্মাকে অনাদি বলিতেন সেই রূপ আত্মার সমুদায় জ্ঞান পূর্ব্ব জন্মার্জিত জ্ঞানের স্মরণ ও পুনরুদয় মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বাস্তবিক আত্মার পূর্ব্ব জন্ম মানিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব জ্ঞানের অস্তিত্ব মানিতে হয়, সুতরাং যখন সেই পূর্ব্বার্জিত জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায় না তখন পূর্ব্ব জন্মে কি রূপে বিশ্বাস হইতে পারে।

যদিও উপনিষদের কোন কোন স্থানে যোনি ভ্রমণের কথা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার অনেক স্থলে ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে যে আত্মা পরলোকে গমন করিয়া স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করে,ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় গিয়া সুখী হন,অপর পাপীগণ অন্ধ তমসাবৃত লোকে পতিত হইয়া ভয়ানক ক্লেশ ভোগ করে। এই রূপে যদিও স্বাভাবিক বুদ্ধির ভ্রমে আত্মার প্রকৃতি বিষয়ে পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ অনেক ভ্রমাত্মক মত উদ্ভাবিত করিয়াছেন,তথাপি তাঁহারদেরও মতে আত্মা সম্বন্ধীয় স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস গুলি স্পষ্ট রূপে নিরাকরণ করা যায়; যথা আত্মা জড় পদার্থ নহে, তাহার বিনাশ নাই, তাহা পরকালে স্বীয় কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখের ভাগী হইবেক, এই কএকটি সত্য সকল মতেই নিহিত আছে,তাহা কেহই পরিহার করিতে পারে না।

ভ্রাতৃভাব।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপ প্রীতির ধর্ম্ম, প্রীতি বিহীন আত্মায় ইহা স্থান পায় না, ইহার পবিত্র জ্যোতি বিশুদ্ধ উদার চিত্তেই উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন প্রকার বাহিক ক্রিয়া কলাপে বদ্ধ নাই, ইহার প্রথম শিক্ষা এই ঈশ্বরেতে প্রীতি কর, মনুষ্যের প্রতি প্রীতি স্থাপন কর, সমুদায় জগৎকে প্রীতি কর। এই প্রীতি ভাব যত মনোমধ্যে প্রস্ফুটিত হইবেক ততই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবেক। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাহাতে এই প্রীতি বিস্তার হয় তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমরা যেমন দিন দিন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার দেখিতেছি, সেই রূপ তাহার স্থায়িত্বের নিমিত্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে একটি অটল প্রীতি বিস্তার আবশ্যক। কিন্তু এই প্রীতি ভাব উপার্জ্জন করিতে হইলে প্রথমে স্বার্থপরতাকে খর্ব্ব করিতে হইবেক, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত স্থির নির্ভর স্থাপন করিতে হইবেক। মনুষ্য দিবা রাত্র সাংসারিক বিষয় ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া অভ্যাস বশত বিষয়ের প্রতিই বিশেষ আসক্ত হয়, এবং আত্মসেবাই পরিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এই রূপে আত্মা ক্রমশ কুণ্ঠিত হইলে তাহাতে উদার ভাব আর স্থান পায় না। অতএব যাহাতে সংসারের সর্ব্বগ্রাসকারী আকর্ষণকে হ্রাস করা যায় তদ্বিষয়ে যত্নশীল থাকা আবশ্যক। আত্মাদর যে পরিমাণে লোকের বৃদ্ধি হইবেক, সেই পরিমাণেই অপরের প্রতি প্রীতিও হ্রাস হইতে থাকিবেক। অতএব প্রতি ব্রাহ্মের সাবধান হওয়া আবশ্যক যেন কেবল আত্ম সেবাতেই তিনি নিযুক্ত না থাকেন। কিন্তু যাহাতে ব্রাহ্ম মণ্ডলীর মধ্যে দিন দিন প্রীতি ও সদ্ভাবের স্রোত প্রবল ও বর্দ্ধিত হয়,যাহাতে ব্রাহ্মগণ পরস্পর ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ ভাবে মিলিত হয় যাহাতে ব্রাহ্ম নাম প্রতি ব্রাহ্মের নিকট পরমাদরণীয় হয়, তাহার প্রতি যত্ন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মগণ সংখ্যা বিষয়ে নিতান্ত হীন বল বটে কিন্তু তাঁহারা যদি প্রীতি বন্ধনে

নিবদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহারা নূতন বল প্রাপ্ত হইবেন। হে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! তোমরা যদি স্বীয় ধর্ম্মের গৌরব দেখিতে চাও, তবে প্রীতিকে উত্তেজিত কর। প্রীতিই তোমারদের বল। তোমরা যদি সহস্র বিপদে পতিত হও, তথাপি তোমারদের পরস্পর প্রীতি থাকিলে সেই বিপদ লঘু হইবেক, সেই মঙ্গলময় প্রিয়তম পরমেশ্বরে যদি তোমারদের বিশ্বাস থাকে,তবে তাঁহার প্রীতির অনুকরণ কর, জগতে প্রীতি বিস্তার কর, সংসারকে প্রীতি দ্বারা বশীভুত কর। লোকে ধন বলে নির্ভর করে, বিদ্যাবলে নির্ভর করে, সৈন্য বলে নির্ভর করে, কিন্তু সরল অকৃত্রিম প্রীতির যে কি অমোঘ বল তাহা অনেকেই জানে না। যাহাতে জগতে কুশল স্থাপন হয়, যাহাতে বিবাদ বিসম্বাদ দূরীভূত হয় এবং লোকে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়,ইহাই সত্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্য,অতএব তোমরা যখন সেই সত্য ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছ,তখন তাহার উপদেশ গ্রহণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমারদিগকে প্রতিক্ষণে আহ্বান করিতেছেন, তোমরা সম্মিলিত হও, পরস্পরকে ভ্রাতৃ বাৎসল্যে দর্শন কর, পরস্পরের মঙ্গলোদ্দেশে যত্ন শীল হও. প্রত্যেক ব্রাহ্মকে সহোদরের ন্যায় সম্বোধন কর। এক্ষণে দেখিতেছ যে ধর্ম্মের জন্য কত ব্রাহ্ম যখন পিতা মাতা ভ্রাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতেছেন, বন্ধুবর্গ কর্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন, লোকের নিকট অপদস্থ হইতেছেন, তখন যে ধর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহারা এতাধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট যদি তাঁহারা প্রীতি,সদ্‌ভাব ও সাহায্য না পাইলেন, তবে আর তাহা কোথায় পাইবেন। যখন দেখিতেছ যে কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতা আপনার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারার্থ প্রদান করিতেছেন,তখন যদি তাঁহাকে তোমরা অকৃত্রিম প্রীতি ও উৎসাহ না দিলে, তবে তোমারদের ধর্ম্মের প্রতি আর শ্রদ্ধা কোথায় রহিল। তোমারদের মধ্যে মৌখিক ধর্ম্ম আর যেন না দেখা যায়। ইহার ন্যায় ঘৃণাজনক বিষয় আর কিছুই নাই। লোকের প্রশংসার নিমিত্ত আপনার স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যাহারা ধর্ম্ম রূপ ছদ্ম বেশ ধারণ করে, তাহারা যে ধর্ম্মের কত দুর শত্রু তাহা বলা যায় না, তাহারা গুপ্ত ভাবে ধর্ম্মকে আঘাত করে। আমরা যেন এপ্রকার ব্যক্তিকে আমারদের ব্রাহ্ম মণ্ডলী মধ্যে না দেখিতে পাই। আমারদের দল বৃদ্ধি না হয় সেও ভাল, তথাপি কোন কপটাচারী যেন ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আমারদের পবিত্র ধর্ম্মকে কলঙ্কিত না করে। যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন তাহার প্রকৃত বল সরল সাধু ব্যক্তিরই সংখ্যা দ্বারা গণনা হয়। অতএব ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যেন কুটিল ভাব আর না থাকে,একজন সাধু ব্রাহ্ম সহস্র কুটিল স্বভাব কপটাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব আমরা যেন সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না করি, কিন্তু যাহাতে প্রকৃত ব্রাহ্মের দৃষ্টান্ত ব্রাহ্ম মণ্ডলী হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা করা কর্ত্তব্য, যাহাতে সংসারে প্রীতি ও মঙ্গলভাব বিস্তার হয়, তাহার প্রতি যেন আমরা বিশেষ দৃষ্টি রাখি। স্বার্থ সাধনই কেবল জীবনের উদ্দেশ্য নহে, ঐহিক সুখ অথবা ইন্দ্রিয় সেবা কেবল জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যিনি আপনার প্রকৃত মনুষ্যত্বকে বিস্মৃত হইয়া কেবল নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার ন্যায় কৃপাপাত্র আর কে আছে, যিনি সংসারের মঙ্গলোন্নতি কল্পে জন-সমাজের সদ্ভাব সম্বর্দ্ধন কল্পে কোন যত্ন না করেন, তিনি স্বীয় অধিকার জানেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—তৃতীয় আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২৭আষাঢ়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

শান্তং শিবমদ্বৈতং।

এই মাত্র আমরা পবিত্র পরমেশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইলাম। পুনর্ব্বার উৎসাহ পূর্ব্বক সেই নাম উচ্চারণ করি—'শান্তং শিবমদ্বৈতং'—তিনি শান্ত-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া অনুধাবন কর, এই মহাবাক্যে কি জীবিত ভাব-সকল প্রচ্ছন্ন আছে; তিনি শান্তির নিকেতন, তিনি মঙ্গলের আকর, তিনি অদ্বিতীয়। সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে—তিনি এক—তাঁহার "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া" তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া স্বাভাবিক, তাঁহার বল-ক্রিয়া স্বাভাবিক। এই অসীম সংসারের মধ্যে এমন একটি ক্ষুদ্র রেণু নাই, যাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন রহিয়াছে, সেই রেণুর এমন কিছু শক্তি নাই যাহা তাঁহার শক্তি হইতে বিযুক্ত রহিয়াছে। সকল সত্তা তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; তিনি মূল-শক্তি, সকলের আদি কারণ, আর সকলই তাঁহার আশ্রিত। তিনি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র, স্বপ্রকাশ। সেই মঙ্গল-স্বরূপের মঙ্গল-রাজ্যে আমরা বাস করিতেছি। আমরা সকলেই সেই অমৃত-স্বরূপের সন্তান। আমরা তাঁরই আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছি, আমরা সেই মঙ্গলময়ের অসীম রাজ্যের প্রজা। সম্পত্তি কি বিপত্তি, সুখ কি দুঃখ, দিবা কি রাত্রি—সকলই "একায়নং"—সকলেরই গতি সেই মঙ্গলের দিকে। সকলে মিলিয়া সেই মঙ্গলাবহের শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। যে কিছু ঘটনা, যাহাতে আমরা সুখী হই বা দুঃখী হই, আমরা বিপদে অভিভূত হই, বা সম্পদেই প্রফুল্লিত হই; সেই বিপদে সম্পদে তাঁহার করুণা মুদ্রিত রহিয়াছে। যখন আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-রাজ্যের মঙ্গল বিধান-সকল অতিক্রম করিয়া দণ্ড ভোগ করি, তখনও তাঁহার করুণা। যখন পুণ্যের পুরস্কার লাভ করিয়া প্রসন্ন হই, তখনও তাঁহার করুণা। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমারদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পুণ্যের সমান পুরস্কার দিতেছেন, পাপের সমান দণ্ড বিধান করিতেছেন। ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজ-দণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তাঁহার শাসন হইতে কেহই কোথাও পলায়ন করিতে পারে না। যখনি পাপাচারী বিদ্রোহীরা সেই সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের মঙ্গল-নিয়ম খণ্ডন করে, সেই অখিল বিধাতার মঙ্গল বিধান-সকল অতিক্রম করিয়া অহিতাচারে প্রবৃত্ত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বজ্র নিক্ষেপ করিয়া তাহারদিগকে ধরাশায়ী করেন। তাঁহার সেই ন্যায়-বিহিত প্রচণ্ড শাস্তি আমারদের ঔষধ। তিনি যখন দণ্ড বিধান করেন, তখন এই প্রকাশ পায় যে ঘোর পাপীকেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। অন্যায় দেখিলে যদি তিনি আমারদিগকে শাস্তি না দিবেন, তবে তিনি আমারদের কেমন পিতা। যখন তিনি বজ্র দ্বারা পাপীর হৃদয়কে বিদীর্ণ করেন, তখনও তাঁহার স্নেহ। যখন পুণ্যাত্মার বিমল হৃদয়ে বিশদ আত্ম-প্রসাদ প্রেরণ করেন, এবং স্বীয় নির্ম্মলতর মুখ-জ্যোতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন, তখনও তাঁহার স্নেহ। পাপী পুণ্যাত্মা সেই একই পিতার রাজ্যে বাস করিতেছে। তাঁহার করুণাতে সমান-

রূপে পরিপালিত হইতেছে। যখন বিকৃত হই, তখন আমারদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য; যখন নিস্তেজ হই, তখন সতেজ করিবার জন্য; যখন অপবিত্র হই, তখন পবিত্র করিবার জন্য তিনি কত যত্নই না করেন। পাপেতে মলিন হইয়া যখন আমরা কাতর হই, যখন লজ্জিত হইয়া তাঁহার পবিত্র মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না পারি; সেই ব্যাকুলতার সময়ে যদিও নিতান্ত অবসন্ন হই; কিন্তু যখন বিষাদাশ্রুতে সিক্ত হইয়া আমারদের কঠিন হৃদয় আবার কোমল হয়, যখন সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে পাপ হইতে বিরত হইবার চেষ্টা করি, যখন আপনাকে নিতান্ত অসহায় জানিয়া তাঁর চরণের শরণাপন্ন হই; তখন আবার আত্ম-প্রসাদ অবতীর্ণ হয়, তখন দ্বিগুণরূপে ঈশ্বরের করুণা প্রত্যক্ষ করি। তখন জানি যেমন সম্পত্তি কালেও তাঁর করুণা, তেমনি বিপত্তি কালেও তাঁহার করুণা। যে জন্য তাঁহার পুরস্কার, সেই জন্যই তাঁহার দণ্ড। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, দণ্ড-ভোগে বা পুরস্কার-লাভে, সকল সময়েই তাঁহার করুণার পরিচয় পাই। যাহাতে আমরা তাঁর পুণ্য-পদবীতে আরোহণ করিতে পারি, তিনি আমারদিগকে সেই প্রকারে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার সমুদয় কৌশলের প্রণালীই এই। তিনি সম্পদে আমারদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, বিপদের দ্বারা আমাদিগকে বলিষ্ঠ করিতেছেন, পাপ-তাপেও আমারদিগকে পরিশোধিত করিতেছেন। সকল কালেই তিনি আমারদের হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছেন। যদি এই পৃথিবীতেই আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই, তবে এখানেই পাপতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই। পাপে পড়িয়াছি, যেমন বুঝিতে পারি; পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি, এও তদ্রূপ বুঝিতে পারি। রোগে পড়িয়াও যদি সে সুস্থতার আনন্দ ভোগ করে, পাপে পড়িয়াও যদি সে প্রসন্ন থাকিতে পারে, তবে তাহা রোগও নয়, পাপও নয়। পাপে মলিন হইয়া কে না আপনার মলিন অবস্থা বুঝিতে পারে? তখন কে না দেখে যে আমি রাহু-গ্রস্ত হইয়াছি? তখন বৃথা কার্য্যে মনকে কতক্ষণ ভুলাইয়া রাখা যায়? যদিও সে লোক কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে চাহে, যদিও তীব্র মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া মনকে প্রমত্ত রাখিতে চাহে, তথাপি পাপের তাড়না—নরক-যন্ত্রণা—তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না। যত দিন তাহার ধর্ম্মের প্রাণ কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তত দিন তাহার হৃদয়ে যন্ত্রণা আসিবেই আসিবে। যত দিন সে যন্ত্রণা থাকে, তত দিন তাহার রক্ষা পাইবার উপায় থাকে। যখন তাহার আত্মা হইতে পাপের যন্ত্রণা এক কালে বিলুপ্ত হয়, যখন সহস্র পাপেও তাহার পাষাণ হৃদয়ে রেখা মাত্রও পরিতাপ অঙ্কিত হয় না, যখন আত্ম-গ্লানির লেশ মাত্রও উদয় হয় না; তখন তাহার কি দুরবস্থা! তখন তাহার ধর্ম্মের জীবন একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, বিষ-জর্জ্জরিত দেহের ন্যায় আর তাহার পাপ-জর্জ্জরিত হৃদয়ের চেতন নাই—যে কিছু ঔষধ, সকলি তাহার পক্ষে বৃথা হইল। কিন্তু এই প্রকার পাপীকেও কি ঈশ্বর পরিত্যাগ করেন? তিনি কি উপায়ে তাঁহার প্রতি সন্তানকে আপনার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবেন, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহা জানি যে কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা পাপ-জর্জ্জরিত মৃত-প্রায় অসাড় আত্মাকে যে কি প্রকারে জীবিত করিতে পারেন, তাঁহার অমৃত বারির

গুণে পাষাণেও যে কি প্রকারে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে, তাহা কে বলিবে? এক অবস্থায় না হয় অন্য অবস্থায়, এ লোকে না হয় পরলোকে, যত ক্ষণ না তিনি পাপীকে শোধন করিবেন তত ক্ষণ তিনি নিরস্ত হইবেন না। আমরা চতুর্দ্দিকে পাপতাপ দেখিয়া নিরাশ হই, আমরা পাষাণ-হৃদয় পাপীকে দেখিয়া নিরাশ হই; কিন্তু সেই পরম পিতাই জানেন, কি উপায়ে তিনি প্রতি আত্মাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। তাঁহার ধৈর্য্যের অবসান নাই। তাঁহার যত্নের বিরাম নাই। এ পৃথিবীতে যে তাঁহার শরণাপন্ন না হইল, মৃত্যুর পরে কি তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন? না, কখনই না। মৃত্যুর পরেও তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড বিধান দ্বারা আপনার সৎপথে লইয়া আসিবেন। তাঁহার দয়ার পার নাই। তাঁহার ক্ষমার সীমা নাই। আনন্দ-পূর্ণ দেব-লোকেও তাঁহার করুণা, আনন্দ-শূন্য তমসাবৃত লোকেও তাঁহার করুণা। তাঁহার রাজ্যে কেহই নিরাশ হইও না। সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও। ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপের যন্ত্রণা আর ভোগ করিও না। আমরা আর তাবৎ দুঃখ সহ্য করিতে পারি, আর সকল বিপত্তি গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু পাপের যন্ত্রণা সহ্য হয় না। সকলে সেই পতিত-পাবনের আশ্রয় গ্রহণ কর। মনের মালিন্য ধৌত করিয়া এখান হইতেই তাঁহার সহিত মিলিত হও। ঈশ্বরের রুদ্র মুখ যেন দেখিতে না হয় তাঁহার ভীষণ বজ্র-ধ্বনি যেন শ্রবণ না করিতে হয়। মৃত্যুর সময় যেন শান্তি অনুভব করিতে পার। সেই এক সময়, যখন পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তখন যাহাতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে না হয়, তখন যেন এমন মনে না হয় আমার গতি কি হইবে? সমুদয় জীবনের ক্লেশ ও যন্ত্রণার পর পরলোকে যেন আরো ভয়ানক ক্লেশ যন্ত্রণা উপস্থিত না হয়। যাহাতে মৃত্যু-শয্যায় দেবলোকে যাইবার জন্য উৎসাহ ও আনন্দ হয়—যাহাতে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া বলিতে পারি, মৃত্যু তোমাকে ভয় কি? যাহাতে দেবতাদের সঙ্গে সম স্বরে ঈশ্বরের আরাধনা করিবার উপযুক্ত হই, আমরা যেন এই প্রকারে জীবন যাপন করি। প্রতি দিন যেন আত্মাকে উন্নত করি। প্রতি দিন সেই শুদ্ধ বুদ্ধের নিকটবর্ত্তী হই। প্রতি দিন যেমন মুখ প্রক্ষালন করি, সেই রূপ পাপ মলাও যাহাতে অন্তরে স্থান না পায়, তাহার জন্য একান্ত যত্নবান্ হই। সাধু চেষ্টা দ্বারা, ঈশ্বরের গুণ গান দ্বারা, আত্মার আনন্দ ক্রমিকই বর্দ্ধন করি। আমরা কেন না ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইব? পাপকে সর্পের ন্যায় হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়া কেন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইব? আমরা হৃদয়-দ্বার সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দিয়া কেন না হৃদয়েশ্বরকে আহ্বান করিব? কেন আমরা বিষয়-গরল পানেই মত্ত থাকিব, ঈশ্বরের সহবাস-আনন্দ হইতে একেবারে বিচ্যুত হইব? আমরা কি এতই হীন-মতি হীন-বল—আমাদের কি এক টুকুও চেতন নাই? যেমন বিষয় আসিবে, যেমন প্রবৃত্তি উঠিবে, আমরা শুষ্ক তৃণের ন্যায় কি সেই দিকেই ধাবিত হইব? আমরা জানিয়া শুনিয়া কি কণ্টক-পথে পদার্পণ করিব? আমাদের আত্ম-সম্বরণের কি এক টুকুও বল নাই? ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া কিছু গৌরব নাই? ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্য পাইব, ইহা জানিয়াও কি আমারদের প্রার্থনা নাই। হা! আর কত দিন এই প্রকার অচেতন থাকিবে, কত দিন আর ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে? সত্যই কি মনে কর যে তাঁহা

হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কল্যাণ হইবে? পাপ-লালসাতে অশান্ত হইলে শান্তি হইবে? আর মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিও না। এখনি তাঁহার শরণাপন্ন হও। আমরা সকলেই সেই ঈশ্বরের জীব—তাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে ভক্তি ও পূজা কর। আমরা সকলেই তাঁহার আশ্রিত, সকলেই তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপের উপর নির্ভর কর। আমরা সকলেই পাপে কলঙ্কিত, সেই পতিত-পাবনের শরণাপন্ন হও। আমরা সকলেই মুমুক্ষু, হৃদয়ের দৃঢ়-বদ্ধ কুটিল গ্রন্থি খুলিবার নিমিত্তে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর। সেই সকলের স্রষ্টা পাতা, সেই পাপের পরিত্রাতা ও অক্ষয়-মুক্তি-দাতাকে আশ্রয় করিয়া নির্ভয় হও। হে পরমাত্মন্! তুমি তোমার অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া অভয় দান কর। "তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ভবানীপুরের একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৯ আষাঢ় সোমবার ১৭৮৫ শক।

অধ্যেতার নিবেদন।

সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরই আমারদের পূর্ণ আদর্শ। আমারদের হৃদয়ে সত্য সুন্দর মঙ্গলের যে একটী উচ্চতম মহদ্ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত স্থল এই বিস্তীর্ণ জড় জগতে অথবা প্রাণি রাজ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সত্যের জীবন্ত ভাব, মঙ্গলের অনুপম নিদর্শন-স্থল, ঈশ্বর ভিন্ন আর কোথাও নাই। সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবের একায়তন কেবল সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বর।

যতক্ষণ না তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য জ্ঞান-নেত্রে প্রতিভাত হয়, ততক্ষণ আর সুন্দর বস্তুর প্রকৃত স্থল দেখিতে পাই না। যতক্ষণ না তাঁহার উদার পবিত্র মঙ্গল-ভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি, ততক্ষণ পবিত্রতা কেবল বাক্যেতেই বদ্ধ থাকে, মঙ্গল-ভাব কেবল কল্পনা-প্রবাহে চিন্তা-স্রোতেই ভাসিতে থাকে। যে ভাগ্যবান্ ব্রহ্মপরায়ণ, সরল ও সাধু হইয়া ঈশ্বরকে আপনার নয়নের জ্যোতি ও আত্মার জীবন-রূপে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছেন, তিনিই সত্য সুন্দর মঙ্গলের প্রকৃত স্থলই লাভ করিয়াছেন। যাঁর অনুরাগ-রঞ্জিত প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্র ঈশ্বরের অনুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছে, তিনিই সুন্দর শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছেন, তাঁহারই সত্যের জীবন্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সংসারের পার্থিব পদার্থে আমরা যে কিছু সৌন্দর্য্য অবলোকন করি, তাহা সেই অনুপম সৌন্দর্য্যের কণা মাত্র। সূর্য্যালোকের নিকটে যেমন খদ্যোতের জ্যোতি, সেই রূপ সেই সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকরের সন্নিধানে এই জগতের সৌন্দর্য্য। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-দলের যে অনুপম জ্যোতি, সে সেই জ্যোতির অনন্ত সমুদ্র পরমেশ্বর হইতেই। সেই সত্য-রূপ স্পর্শমণির সংস্পর্শে এই অসার বিশ্ব সংসার সত্যের বেশ ধারণ করিয়াছে, সেই পূর্ণ-জ্যোতির এক মাত্র রশ্মি-ধারাতে সমুদয় জগতীতল সুন্দর ভাবে উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই অনন্ত-মঙ্গলের অশেষ উৎস হইতে এক বিন্দু মঙ্গল-নীরে সকল ভুবন মঙ্গল-ভাবে প্লাবিত রহিয়াছে।

সেই অমৃত অমৃত পরমেশ্বরই আমারদের আদর্শ। শান্ত সমাহিত ঈশ্বর-প্রাণ ভগবজ্জনের জীবন-পুস্তকে সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবের যে কিছু নিদর্শন দেখিতে পাই, তাহা ঈশ্বর হইতেই। সাধুদিগের

বিমল আত্মাতে ঈশ্বরেরই মঙ্গল-রশ্মি পতিত হইয়া সাধু-জীবনকে মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে। ঈশ্বর-প্রাণ ভগবদ্-ভক্তদিগের জীবন পুস্তকে—তাঁহারদের অপূর্ণ স্বভাবেই, সেই অনন্ত পূর্ণ-মঙ্গলের আভাস বুঝিতে পারি। সত্যের সঙ্গে, সাধু ভাবের সঙ্গে, আমারদের আত্মার এমনি একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ, যে সত্য কেন যেখানে থাকুক না, সাধু-ভাব কেন যে কোন হৃদয়ে বিরাজ করুক না, আমারদের আত্মা পিপাসিত হইয়া আপনা হইতেই সেই স্থলে উপস্থিত হইবে, আদরের সহিত তাহাই গ্রহণ করিতে ধাবিত হইবে। যেমন পুষ্পের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, চন্দ্রের রমণীয় কান্তি, আপনা হইতেই আমারদিগের নয়ন যুগলকে আকর্ষণ করে, সেই রূপ সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাব আপনা হইতেই আমারদের প্রীতি শ্রদ্ধাকে উত্তেজিত করে। চক্ষুর সঙ্গে শোভা ও সৌন্দর্য্যের যেমন সম্বন্ধ পবিত্রতা ও মঙ্গল ভাবের সঙ্গে আমারদের আত্মারও তেমনি একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই জন্যই কোন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মের নাম উচ্চারণ মাত্র, কোন লোকান্তরগত সাধুর জীবন-পুস্তক পাঠ করিবা মাত্র, তাঁহারদিগের প্রতি আপনা হইতেই প্রীতি ভক্তি উত্তেজিত হয়। এই জন্যই সংসার-কোলাহলের মধ্যে কোন এক ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ সাধুকে অটল ভাবে ধর্ম্মের সোপানে উত্থিত হইতে দেখিলে হৃদয় সচকিত হইয়া উঠে। এই জন্যই সংসারের ঘন মোহতিমিরের মধ্যে শুক্র-তারকের ন্যায় কোন সাধুকে দেখিতে পাইলে লোমাঞ্চিত শরীরে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার মধুময় মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিতে আমরা উদ্যত হই। এই পৃথিবীতে সাধুদিগের জীবনে যে কিছু মঙ্গল-ভাবের নিদর্শন দেখিতে পাই; সেই পরিমিত অপূর্ণ ভাব হইতেই আমরা অনন্তের ভাব, পূর্ণের ভাব, বুঝিতে পারি। সেই পরিমিত সত্য, সেই সংকীর্ণ মঙ্গল ভাবে, পরিতৃপ্ত না হইয়াই আমারদের আত্মা আপনা হইতেই ভূমা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে। পৃথিবীর পরিমিত মঙ্গল-নীরে আমারদের আত্মা আর স্বচ্ছন্দে থাকিতে না পারিয়া ইহা হইতেই ক্রমে ক্রমে সেই সত্যের সমুদ্র, মঙ্গলের আকর, সৌন্দর্য্যের উৎসের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। আমারদের আত্মা যখন পৃথিবীর পরিমিত সঙ্কীর্ণ অপূর্ণ ভাব হইতেই অপরিমিত অসীম পূর্ণের ভাব বুঝিতে পারিয়া উন্নতির দিকে স্বভাবতই উত্থিত হইবার চেষ্টা করে, আমারদের ব্রাহ্ম ধর্ম্মও সেই সময়েই আমারদিগকে অনন্ত উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতে থাকেন। তিনি অপরাপর কাল্পনিক ধর্ম্মের ন্যায় মনুষ্য-বিশেষকে আদর্শ-রূপে আমারদিগের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া আত্মার অনন্ত উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেন না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমারদের উন্নতিশীল আত্মার সম্মুখে সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শ পরমেশ্বরকে স্থাপিত করিয়া অশেষ উন্নতির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন। পৃথিবীর পরিমিত মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিয়া আত্মা যখন আর পরিতৃপ্ত না হয়, তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মই সেই তৃপ্তির অতলস্পর্শ সমুদ্রাভিমুখে যাইতে আদেশ করেন। স্বর্গীয় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে এই বলিতেছেন যে পৃথিবীর যে কোন গ্রন্থ হইতে যে কিছু সত্য পাও, তাহা গ্রহণ কর; এখানকার সাধু মনুষ্যকে যত দূর আদর্শ করিতে পার, তত দূর তাহার সাধু গুণের অনুকরণ করিয়া আত্মাকে পুষ্ট কর; কিন্তু তোমারদের এক মাত্র পবিত্র অভ্রান্ত আদর্শই কেবল সেই পূর্ণ-

মঙ্গল পরমেশ্বর। সেই সত্যের প্রস্রবণ, এক মাত্র বরেণ্য মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখ, তিনিই তোমারদের অনন্ত কালের আদর্শ—তিনিই তোমারদের অনন্ত জীবনের উপজীবিকা। এই মুক্ত উদার ভাব ভূমণ্ডলের আর কোন ধর্ম্মেই নাই, পৃথিবীতে আমারদিগের এই উচ্চ অধিকার কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্মই আনয়ন করিয়াছেন। সত্য-মূলক ব্রাহ্ম ধর্ম্মই কেবল ঈশ্বরকে আমার দিগের অভ্রান্ত আদর্শ-রূপে আত্মার উন্নতি-পথে সংস্থাপন করিতেছেন।

আমরা বনে বা নগরে, পর্ব্বতে বা সমুদ্রে, যে খানে থাকি ; বিমল-আদর্শ পরমেশ্বর আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁহার প্রীতির উপরে মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া আমরা এই ভয়াবহ সংসারে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারি। যাঁহারা ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়াছেন, তাঁহারদের পক্ষে সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা আর বড় কঠিন ব্যাপার নহে। সত্যের প্রস্রবণ তাঁহাদের হৃদয়েই প্রমুক্ত হয়, কর্ত্তব্যের ভাব আপনা হইতেই তাঁহাদের অন্তরে সমুত্থিত হইতে থাকে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা-স্রোতে আমাদের ইচ্ছাকে যুক্ত করিতে পারিলে অতি সহজেই ধর্ম্ম কার্য্য-সকল সম্পাদিত হয়। তাঁহার মঙ্গল-লক্ষ্যের প্রতি আমাদের জীবনের সমুদায় লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিলে অকুতোভয়ে আমরা ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে উত্থিত হইতে পারি।

আমাদের আত্মা যেমন উন্নতিশীল, সেই রূপ আমারদের আদর্শও অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট। আমরা কোন মনুষ্য-বিশেষকে আদর্শ করিয়া হয় তো এই পৃথিবীর কয়েক দিনই তাঁহার সাধু ভাবের অনুকরণ করিতে পারি, লোকান্তর গত হইলে আবার আমরা কাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিব? কাহাকে দেখিয়াই বা সেই অদৃশ্য অপরিচিত লোকে উন্নত ও পবিত্র হইব? যখন দেব লোকের পর দেব লোক, উন্নত লোকের পর উন্নত লোক-সকল আমাদের আত্মার উন্নতি-পথের এক একটী পান্থ-নিবাস বিদ্যমান রহিয়াছে ; তখন মনুষ্য-বিশেষকে আমারদের অনন্ত কালের নেতা, অথবা চির কালের আদর্শ-রূপে কখনই গ্রহণ করিতে পারিনা। কেবল পবিত্রতম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পৃথিবীতে এই জীবন্ত সত্য প্রচার করিতেছেন, সত্য-মূলক ব্রাহ্ম ধর্ম্মই আমারদের আশা-লতার অনন্ত উন্নতির আশ্রয়-তরু পরমেশ্বকে আমারদের হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন। এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে অনন্ত আকাশের ন্যায় আমাদের আশা ও অধিকার অনন্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মগণ! আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াই এই উচ্চতর মহত্তর পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছি। সংসারের দুর্দ্দিবসেও সেই প্রেম-শশীর মঙ্গল-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছি। অতএব প্রাণ-পণে যেন সেই জীবন-সর্ব্বস্ব ধনকে নয়নে নয়নে রক্ষা করি, যেন আমরা সেই বিমল-আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সংসারের কণ্টকময় পথে তাঁহারই সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিতে নিযুক্ত থাকি, তাঁহার ইচ্ছা-স্রোতে আমারদিগের বল বুদ্ধি শক্তি সকলি নিয়োগ করত এখানেই, এই পৃথিবীতেই, যেন তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য যোগ নিবদ্ধ করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করি!

হে পরমাত্মন্! আমরা আজ তোমার পূজা করিতে সকল ভ্রাতায় এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিব, এই আশাতে উত্তেজিত হইয়া তো-

মার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। পৃথিবীতে সকল সাধু-সন্নিধানে তোমার অনুপম যশ শ্রবণ করিয়া এই উপাসনা-মন্দিরে তোমার দর্শন-লোলুপ হইয়া আসিয়াছি। তোমার সন্নিধানে ধন মান যশ কিছুরই যাচঞা নাই। কেবল তোমাকে দর্শন করিব, তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখানল নিবারণ করিব, দারিদ্র-দুঃখ চির জীবনের জন্য বিদূরিত করিয়া প্রাণ মন শীতল করিব, এই জন্য, নাথ! আশা ও উদ্যমে উত্তেজিত হইয়া তোমারই সন্নিধানে উপনীত হইয়াছি। তুমি তোমার উৎসাহ জনন প্রফুল্লানন প্রদর্শন করত আমারদিগকে কৃতার্থ কর, আমারদের উৎসব আনন্দের সাফল্য সম্পাদন কর, কায়মনোবাক্যে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের চৈত্র ও ১৭৮৫ শকের বৈশাখ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	১৫৯৮৮৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৪৭১।/১৫
	২০৭০।/১০
ব্যয়	১৭৭৬৶১৫
সম্পাদকের হস্তে	২৯৪ /১৫

এতদ্ভিন্ন

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	৬৬৶৫
কোং কাগজ	১০০০

—০—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
“ জয়গোপাল সেন ব্রাদর্স	২০
“ নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬
“ যোগেন্দ্রনাথ সেন	১০
“ কাশীনাথ দত্ত	৭
“ শ্যামাচরণ সরকার	৬
“ কৈলাসচন্দ্র বসু	৫
“ কৃষ্ণচন্দ্র দেব	৫
“ নৃসিংহ দাস আঢ্য...	৪
“ ব্রহ্মবাদিনী	৪
“ রামকানাই সেন	৪
“ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
“ অমৃতলাল গুপ্ত	৩
“ মধুসূদন ঘোষ	২॥০
“ দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২
“ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ..	২
“ মণিলাল মল্লিক	২
“ মাধবচন্দ্র বশাক	২
“ গুরুচরণ মহলানবিষ	২
“ কেদারনাথ রায়	২
“ বনমালী চন্দ্র	১
“ রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল	১
“ প্রাণকৃষ্ণ ধর	১
“ বেনীমাধব সরকার	১
“ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
“ রাম প্রসাদ সেন	১
“ মোহন বিহারী মল্লিক	১
“ ভগবতীচরণ দে	১
“ ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	১
“ দীনবন্ধু গুপ্ত	১
“ ভুবনচন্দ্র রায়	১
“ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	১
“ তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১
“ শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১
“ রামদাস দাস	১
“ কৃষ্ণধন গুপ্ত	১
“ গিরিশচন্দ্র মিত্র	১
“ হরগোবিন্দ চৌধুরি	১
অল্প দানের সমষ্টি	২
	১৪৬॥০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঘোষ	২৪
“ যজ্ঞেশ্বর সিংহ	১২
“ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৮
“ দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	৮
“ রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব ..	৬
“ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ..	৬
“ নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
“ রমাপ্রসাদ রায়	৪
“ উপেন্দ্র মোহন ঠাকুর	৪
“ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	৪
“ রামচন্দ্র ঘোষাল	২
“ জয়গোপাল সেন	২
“ নীলকমল মিত্র	২
	৮৮

এক কালীন দান।

কোন নগরস্থ দের পরিবার হইতে প্রাপ্ত	৪
“ ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	১
	৫

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রামদাস দাস	৫
“ বল্লভীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	।০
	৫।০
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৫৶০
	২৪৮॥৶০
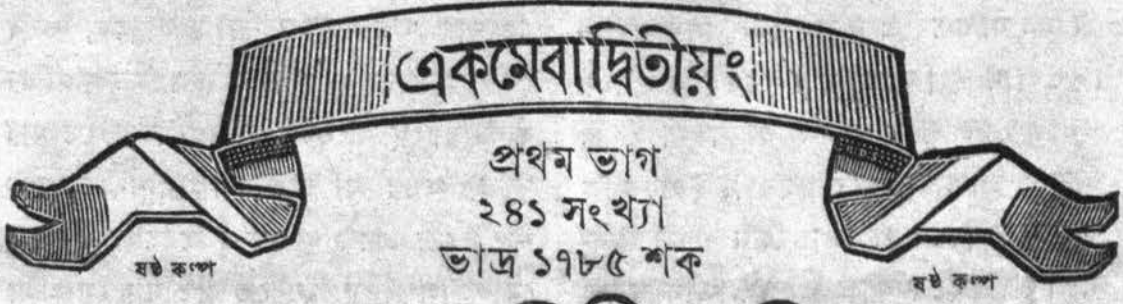
৮ শ্রাবণ বৃহস্পতি বার সম্বৎ ১৯২০ কলিগতাব্দ ৪৯৬৪।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে অপরিসীম অনন্তজ্ঞান! কে তোমার স্বরূপ ও মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ! তুমি ইন্দ্রিয়াতীত অদৃষ্ট মহান্। তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বে, পরে এবং এখনও বিদ্যমান আছ! তুমি আপন সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেকেতে যে অনির্ব্বচনীয় চমৎকার শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছ তাহা অতীব রমণীয়! হে অসীম-শক্তিমন্! ধন্য তোমার বুদ্ধিবল, ধন্য তোমার শিল্প-কৌশল, ধন্য তোমার কার্য্য! তুমি তোমার মহান্ ভাব প্রত্যে-কের হৃদয়ে সমুজ্জ্বল কণকরঞ্জিত অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছ; যে আত্মা পাপ বিকারে মলিন, সেই তোমাকে দেখিতে পায় না। আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হই ইহাই তোমার সতত ইচ্ছা। তুমি সংসা-রের সুখসেব্য বিষয় পরম্পরায় যে তৃপ্তি-সুখ বিধান কর নাই, ইহা কি তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? তুমি বিষয়-সুখশৃঙ্খলে আবদ্ধ না রাখিয়া বিষয়াতীত যে তুমি, তোমাকে অন্বেষণ করিবার যে ক্ষমতা আমারদিগকে প্রদান করিয়াছ, ইহা কি তোমার সামান্য করুণার কার্য্য? হা! তুমি বিষয়সুখে আমাদিগকে সন্তৃপ্ত কর নাই, তথাপি আমরা এ সংসারের অনিত্য বিষয় লইয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকি, তোমার সুপ্রসন্ন মুখ-জ্যোতিঃ আমরা দেখিয়াও দেখি না, এবং এক বারও মনে কল্পনা করি না যে তুমি আমারদের চিরকালের ঈশ্বর ও পরম উপজীব্য। হায়! তুমি আমাদিগকে সম্বৎসরকাল,—প্রত্যেক মাস, প্রত্যেক পক্ষ, এবং এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও বিস্মৃত হও নাই, কিন্তু আমরা কি বিমূঢ়! তোমার স্বরূপ ও মহিমা জানিয়াও বিমুগ্ধ রহিয়াছি, তুমি প্রতিক্ষণেই এই অভিপ্রায়ে আমার-দিগকে তোমার পথে আকর্ষণ করিতেছ এবং তোমার সুপ্রসন্ন মুখজ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছ, যে কখন্ আমরা তোমাকে গ্রহণ করিব; কিন্তু হায়! আমাদের মন সংসা-রের কুটিল পথে এমনি সঞ্চরণ করে, যে তোমার মুখজ্যোতিঃ আমরা দেখিয়াও দেখি না। হা! বিষয়কামনার কি মোহিনী শক্তি! যাহা আমাদের কিছুই নহে, তাহাই আমা-দের সর্ব্বস্ব, আর যাহা আমাদের সর্ব্বস্ব, তাহা আমাদের নিকট কিছুই বোধ হয় না, ইহা

অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যে জ্ঞানাভাবে এ মনুষ্য দেহ অসার জড়-পিণ্ডমাত্র, তাহাতে যদি সেই মঙ্গলময় জ্যোতিষ্মান্ পুরুষের আবির্ভাব না হইল, তবে এ জীবন বৃথা স্বপ্নস্বরূপ, ইহাতে কি ফল সিদ্ধ হইতে পারে? যিনি সেই অবিনাশী পরব্রহ্মকে লাভ করেন, তিনি অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপ্তকাম হয়েন, এবং তিনি আপনার সমুদয় কামনা পর-ব্রহ্মের সহিত উপভোগ করেন।

হে ভ্রান্ত জীব! তুমি যে সংসারের কুটিল পথে অহর্নিশি বিচরণ করিতেছ, কোন কালে কি তোমার সেই পথ অবরুদ্ধ হইবেক না? তোমাকে কি কোন না কোন সময়ে নিজ কর্ম্ম ফলের পরিচয় দিতে হইবেক না? হে অবোধ পথিক! যৎকালে তোমার অন্তিম কাল উপস্থিত হইবেক, তখন তোমাকে জীবনাশার সমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবেক; তখন কোথায় তোমার অতুল ধন সম্পত্তি,—কোথায় তোমার মদমত্ত হুঙ্কার ধ্বনি,—কোথায় তোমার প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,—কোথায় তোমার বিশ্বজনীন প্রখ্যাত মান সম্ভ্রম রহিবে? তখন একমাত্র ধর্ম্মই তোমার সহায় হইবে। ঐ কালে যখন তুমি মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইবে, তখন তোমার মনোমধ্যে কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে? তৎকালে যদি তোমার মন সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হয়, তবে মৃত্যুর জন্য তোমাকে অসহ্য মনস্তাপ সহ্য করিতে হইবেক, নিজ দুষ্কর্ম্মের জন্য নিরতিশয় অনুশোচনা করিতে হইবেক। বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার দুষ্কর্ম্মের ভাগী তুমি ভিন্ন আর অন্য কেহই হইবেক না। তুমি জীবদ্দশায় এ সকল একবারও ভ্রমে চিন্তা করিলে না? তুমি দুর্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া স্বজাতির গৌরব কি একেবারে কলঙ্কিত করিলে? তোমার প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি রহিয়াছে, তবে কেন তাহার মূল ছেদন করিয়া নিজ দুর্গতির ফাঁদ স্বয়ংই সংঘটন করিতেছ? তোমার বুদ্ধির প্রখর ধারে ভীষণাকার পর্ব্বতশ্রেণী শত সহস্র ভাগে খণ্ডিত হইতেছে, একমাত্র মোহজাল ছেদ করিতে তোমার সে অসি কি একেবারে অসমর্থ হইল? পক্ষদ্বয়ের পথ তুমি বুদ্ধিবল প্রভাবে এক দিনের মধ্যে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইতেছ; কিন্তু যিনি তোমার সর্ব্বসুখদাতা ও রক্ষা-কর্ত্তা, যিনি তোমার এত নিকটে, অর্থাৎ হৃদয়ে সর্ব্বদা স্থিতিমান রহিয়াছেন, তুমি এক মুহূর্ত্তও সেই পরমারাধ্য দেবতার প্রতি প্রীতি করিতে সক্ষম হইলে না? তোমার বুদ্ধিবল প্রভাবে পৃথিবীর সকল স্থানের সংবাদ নিমেষের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছ; কিন্তু যাঁহা হইতে তুমি এমন শরীর ও মন প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ প্রকারে অজস্র সুখভোগ করিতেছ, তাঁহাকে জানিতে কি তোমার এত ভার বোধ হইল? একবার তাঁহাকে জানিলে তোমার সকল জ্ঞান সার্থক হইবে এবং অনন্তকাল নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারিবে। অতএব হে অবোধ পথিক! তুমি জ্ঞান দৃষ্টিতে জ্ঞানময়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বীয় আত্মাতে তাঁহার প্রতি প্রীতি বীজ রোপণ করিয়া জীবনের সাফল্য কর। " হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্য জ্ঞান ফলোদয়, নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে "।

হে পরমাত্মন্! আমাদের মনে এমন শক্তি বিধান কর, যাহাতে আমরা এ সংসারের কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রতি প্রীতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতারসে অনুরঞ্জিত হইয়া নিত্যকাল তোমার সহবাসের যোগ্য হইতে পারি। তোমার প্রসাদ-বারি

ব্যতীত আমরা কখনই কোন বিষয়ে প্রোৎসাহী হইতে পারি না—তোমা বিনা আমাদের যে কার্য্যারম্ভ, তাহাতে নিশ্চয়ই বিফল প্রযত্ন। অতএব হে প্রধান উত্তর সাধক! তোমার অনুকম্পা ব্যতীত আমরা কখনই আমাদের মনোগত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব না। এক্ষণে ভক্তি পুষ্প উপচারে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়া আমারদিগের চিরাভিলাষ পরিপূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং
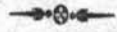
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২৩৯ সংখ্যক পত্রিকার ৫০ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে বেদ সম্বন্ধীয় সূত্র গ্রন্থ সকলের মধ্যে অনুক্রমণী নামক গ্রন্থ সমূহের উল্লেখ করা গিয়াছে। অনুক্রমণী সকল যে বৈদিক সময়ের শেষ রচনা তাহা ইহাদের রচনা প্রণালী এবং তাৎপর্য্য দ্বারাই সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন হয়। অপর বৈদিক ক্রিয়া কলাপ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানাদি বিষয়ক আরও কতিপয় গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের নাম পরিশিষ্ট। এই সকল গ্রন্থ অনুক্রমণী ও অপরাপর সূত্র অপেক্ষাও আধুনিক এবং ইহাদিগের রচনা দেখিলে অনায়াসে বোধ হয় যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ক্রমে হিন্দুসমাজে অনেকাংশে লোপাপত্তি ও অপ্রচলিত হইয়াছিল। পরিশিষ্ট সকলে বৈদিক যজ্ঞাদির পদ্ধতি ও তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। অনেক গুলি পরিশিষ্ট শৌনকাদি সুবিখ্যাত সূত্র গ্রন্থকারদিগের রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা গৃহ্য সূত্রের ভাষ্যে শৌনক মুনি চরণব্যূহ নামক পরিশিষ্ট গ্রন্থের রচনা কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (১)। ছন্দোগ পরিশিষ্ট কাত্যায়নের নামে প্রচলিত (২) এবং অথর্ব্ব পরিশিষ্ট কুশিক নামক অথর্ব্ব সূত্রকার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। অপর অন্যান্য পরিশিষ্ট কাত্যায়ন মুনির মতানুযায়ী বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৩)। প্রায় সকল পরিশিষ্ট গ্রন্থের প্রারম্ভে অথবা শেষে শৌনক এবং কাত্যায়ন মুনির নাম পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট সকল সূত্র গ্রন্থাপেক্ষা সহজ এবং সুললিত ভাষায় ও অধিকাংশ অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত, ইহারা বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থের মধ্য স্থল। সামান্যত পরিশিষ্ট গ্রন্থ অষ্টাদশ সংখ্যক বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা বাস্তবিক অষ্টাদশ অপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক বেদের কতক গুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিশিষ্ট আছে। চরণ ব্যূহ গ্রন্থে যজুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় অষ্টাদশ খানি পরিশিষ্টের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা, ১ম যূপ লক্ষণ—এই গ্রন্থে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় যূপাদি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে; ২য় ছাগ লক্ষণ—ইহাতে যজ্ঞে কোন্ কোন্ পশু বলি রূপে প্রদান করা যাইতে পারে তাহার নিরূপণআছে; ৩য় প্রতিজ্ঞা—ইহাতে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে; ৪র্থ অনুবাক সংখ্যা; ৫ম চরণ ব্যূহ—ইহাতে বৈদিক শাখা ও চরণ সমুদায়ের বিবরণ আছে; ৬ষ্ঠ শ্রাদ্ধকল্প; ৭ম শুল্বিকানি—অর্থাৎ ব্রতাদির বিবরণ; ৮ম পার্ষদ; ৯ম ঋগ্ যজূংসি; ১০ম ইষ্টকা পূরণ; ১১শ প্রবরাধ্যায়—ইহাতে প্রবর ও

(১) তন্নির্ণয়শ্চরণব্যূহে শৌনকেন দর্শিতঃ।

(২) ছন্দোগপরিশিষ্টং কাত্যায়নমুনিকৃতং সামবেদিককর্ম্মবোধকং গোভিলসূত্রানাং পরিশেষশাস্ত্রমিতি স্মৃতিঃ।

(৩) অষ্টাদশ পরিশিষ্টানি তদাদৌ যূপলক্ষণং। চাতুর্ব্বর্ণ্যাং প্রবখ্যানি বৃক্ষাণাং পশুভিঃ সহ। নিন্দাপ্রশংসে বক্ষ্যামঃ কাত্যায়নমতাত্তথা॥

গোত্রের বিবরণ আছে (৪); ১২শ উক্থ শাস্ত্র; ১৩শ ক্রতু সংখ্যা—ইহাতে যজ্ঞ সকলের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ১৪শ নিগম পরিশিষ্ট—ইহাতে বেদের কতিপয় দুরূহ শব্দ সকলের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে; ১৫শ যজ্ঞ পার্শ্ব; ১৬শ হৌত্রক; ১৭শ প্র-সবোত্থান; ১৮শ কূর্ম্ম লক্ষণ। পরিশিষ্ট সকল যদিও অপরাপর বৈদিক গ্রন্থের ন্যায় আদরণীয় নহে, তথাপি তাহাতে হিন্দু সমাজের পরিবর্ত্তনের বিশেষ লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। বৈদিক সময়ের প্রারম্ভে বৈদিক ঋষিগণ এক এক বৃহৎ পরিবার মণ্ডলীর স্বামী ও শাসন কর্ত্তা হইয়া স্বীয় আন্তরিক অক্লেশোৎপন্ন স্বাভাবিক ধর্ম্মের ভাব সকল বৈদিক ছন্দে ব্যক্ত করিতেন; এবং তাঁহাদের অনুচর ও শিষ্যগণ সেই সকল ছন্দ ও সূক্ত শিক্ষা করিয়া যত্ন ও উৎসা-হের সহিত সুস্বরে আবৃত্তি করিতেন। তখন তর্ক বিতর্কের নাম মাত্র ছিল না, সংশয়ের নাম মাত্র ছিল না। বৈদিক সূক্ত সকলে পূর্ব্বতন ঋষিদিগের স্বভাবজ প্রবল ও সরল ভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ খণ্ডে বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অর্থ ও পরিচয় এবং বেদের তাৎপর্য্য ঘটিত তর্ক বিতর্ক অতি বাহুল্য রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সূত্র কল্পে বেদের অর্থ অনেকাংশে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্ম্মের জীবন্ত ভাব লোপাপত্তি হইয়াছিল। যাহাতে বেদার্থ সহজে বোধ গম্য হয় যা-হাতে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ স্বল্পায়াসে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং সংক্ষেপে সুসিদ্ধ হয় তা-হারই নিমিত্ত বিভিন্ন সূত্র গ্রন্থ রচিত হই-য়াছিল। সূত্র কল্পে বিস্তীর্ণ বেদ শাস্ত্রের আলোচনা ও অধ্যয়ন ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল এবং ধর্ম্ম বিষয়ক স্বাধীন তর্কেরও আরম্ভ হইয়াছিল সুতরাং পরিশি-ষ্টাদি গ্রন্থে বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের ও বৈদিক মতের যৌক্তিকতা বিষয়ে স্থানে স্থানে লি-খিত হইয়াছে। বাস্তবিক বৈদিক সময়ের পরেই মত-বিষয়ক স্বাধীনতার অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা বিশেষ রূপে প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বেদই হিন্দুদিগের সকল জ্ঞানের ও সকল সত্যের আকর ছিল। কেহই বেদার্থের বিপ-রীত কোন তর্ক কোন মত ধারণ বা প্রচার করিতে সাহস করিত না; সকল তর্ক সকল মত পরিশেষে বেদের সহিত ঐক্য ও সাম-ঞ্জস্য হইবেক সকল বিচার বেদের অনুমো-দিত হইবেক, ইহাই সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বেদকে লঙ্ঘন করিয়া কোন কথা কহা একেবারে নাস্তিকতার শেষ বলিয়া পরিগণিত হইত, এই রূপে শ্রুতির সর্ব্ব প্রাধান্য ও অভ্রান্ত ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রতি-ষ্ঠিত হওয়াতে জন-সমাজে ধর্ম্ম বিষয়ক তর্কের স্রোত এক কালীন মন্দীভূত হইয়া-ছিল। এ দিকে বেদ পাঠও ক্রমে অপ্র-চলিত হইয়া আসিয়াছিল, বেদের অর্থ সকল সংগ্রহ করা সাতিশয় আয়াস সাধ্য কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল, বৈদিক যজ্ঞাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং সমস্ত কর্ম্ম কাণ্ড বাহিক আড়ম্বর মাত্রাবশিষ্ট হইয়া-ছিল। সকল জনপদেই ধর্ম্মের এ প্রকার নির্জীব ভাব হইলে প্রায় এক একটি ধর্ম্ম বিষয়ক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়; হিন্দু সমা-জেও তাহা হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্র-কাশক অলোক-সামান্য বুদ্ধি বল বিশিষ্ট

---

(৪) প্রবরাধ্যায়ের সহিত গোত্র নির্ণয় নামক আর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংযুক্ত দেখা যায়। সপ্ত প্রধান প্র-বরের নাম যথা ভৃগু, অঙ্গির, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি এবং অগস্তি। এবং গোত্রকারীদিগের নাম যথা।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজোবিশ্বামিত্রোঽত্রিগৌতমৌ।
বশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্যাস্মুনয়োগোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।

শাক্য মুনি উদিত হইয়া সর্ব্ব-প্রথমে বেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং পশু হিংসাদি বৈদিক মতের নিন্দা করিয়া তাহার অযৌক্তিকতা ও অমূলকত্ব প্রদর্শন করিলেন, এবং বেদকে মানব-রচিত গ্রন্থ বলিয়া পরিচয় দিলেন, লোকে শাক্য মুনির নূতন মত ও নূতন যুক্তি সকল শুনিয়া বিস্ময় রসে অভিভূত হইল, তাহারা পূর্ব্বে শাস্ত্রের অনুসাশনে বুদ্ধির পরিচালন ও তর্ককে একেবারে পরিহার করিয়াছিল,. এক্ষণে তাহারা শাক্য প্রদর্শিত ধর্ম্ম বিষয়ক তত্ত্ব সকল অনুসন্ধানে নূতন স্ফূর্ত্তির সহিত প্রবৃত্ত হইল। বৌদ্ধ মত অনিল প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় প্রচার হইতে লাগিল এবং প্রশান্ত ভারত ভূমি ধর্ম্ম যুদ্ধের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। বৌদ্ধগণ অল্প কাল মধ্যে প্রবল হইয়া ভারত বর্ষময় আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিল এবং মগধাধিপতি অশোক রাজার রাজত্ব কালে হিন্দুস্থানের অধিকাংশই বৌদ্ধ মতাক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধদিগের এই রূপ প্রাচুর্ভাব অধিক কাল রহিল না। ব্রাহ্মণগণ পুনরায় উত্থিত হইল, আপনাদিগের বল বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনরায় সনাতন বেদ শাস্ত্রের অবমানন কারীদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। তাহারা দেশ বিদেশ গমন করিয়া হিন্দু রাজগণকে উত্তেজিত করিল এবং বৌদ্ধদিগের সহিত ধর্ম্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইল। এই গুরুতর ব্যাপারে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের বহুতর সৎকীর্ত্তি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইনি একাকী উদাসীন হইয়া দেশ দেশান্তর গমন পূর্ব্বক স্বীয় ক্ষুরধারবৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শক্তি অসামান্য জ্ঞান ও বেদ পারগতা সহকারে বৌদ্ধদিগকে বিচারে সর্ব্বত্র পরাস্ত করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন, এই রূপে ব্রাহ্মণদিগের নিকট তর্কে পরাস্ত এবং রাজন্যগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল এবং তাহারা অপরাপর দেশে গমন করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তথাপি বৌদ্ধ মত তাহাদের সহিত একেবারে তাড়িত হয় নাই, প্রত্যুত তাহা অনেকাংশে দৃঢ় রূপে এতদ্দেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল। শাক্য মুনি নির্ব্বাণ মুক্তি বিষয়ক যে সকল মত প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই দর্শন শাস্ত্রকারেরা অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক উপরোক্ত বিবরণে বৈদিক সময়ের পরবর্ত্তি যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ আভাষ মাত্র প্রদত্ত হইল, বৌদ্ধদিগের ইতিহাস লেখা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে আমরা বৈদিক সময়ের আচার ব্যবহার বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্ব্বে বৈদিক গ্রন্থ ও ইতিহাস সংক্রান্ত যাহা কিছু উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা হইতে বৈদিক সময়ের আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারিবেক।

আর্য্যগণ প্রথমে হিন্দুকুষ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া সপ্ত সিন্ধু প্রবাহিত ভারতবর্ষের প্রশস্ত উর্ব্বরা ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া ভারত বর্ষের আদিম বাসী বর্ব্বর জাতিদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। বেদে এই সকল বর্ব্বর জাতি দস্যু অসুর ও রক্ষ নামে উক্ত হইয়াছে। আর্য্যগণ প্রতি পদে ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ক্রমে আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল (৫) এই হেতু বেদের প্রাচীন

(৫) সম্পূষন্নধ্বনস্তিরব্যংহোবিমুচোনপাৎ। সক্ষা দেব প্রণস্পুরঃ।

হে জগৎ পালক! পৃথিব্যভিমানী পুষা দেবতা। মার্গ

সূক্ত সকলের অধিকাংশই এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহের কথায় পরিপূর্ণ দেখা যায়। ঋষিগণ দস্যুদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাগণকে আহ্বান করিতেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া উল্লাস চিত্তে সোম রস পান করিয়া ইন্দ্রের স্তুতিবাদ করিতেন। সংগ্রাম কালীন আর্য্যগণ বীর্য্যবন্ত অশ্ব যোজিত যুদ্ধযানে আরোহণ করিয়া লৌহ নির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইত। বেদে নানা স্থানে লৌহ কবচ সুতীক্ষ্ণ অসি এবং উরস্ত্রাণ, ভল্ল ও তীর ইত্যাদি শস্ত্রের এবং নানাবিধ যুদ্ধ যানের উল্লেখ দেখা যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—চতুর্থ আদেশ।

১৭৮৩ শকের ৩শ্রাবণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা-ভবন্তি।

এই ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া আমরা আমারদের আত্মার অন্তরাত্মাকে দর্শন করিবার অভ্যাস করিয়াছি। বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-সকলকে নিবৃত্ত করিয়া এখানে আমরা বারংবার সেই অন্তরতম প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি; আন্তরিক প্রীতি দিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছি। আমারদের নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে আমাদের প্রিয়তমের পূজার সঙ্গে বাহ্য আড়ম্বরের কোন যোগ নাই। আমরা অন্তরেই সেই অন্তরতর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। যখন অদ্য এখান হইতে তোমার দিগকে পুনর্ব্বার বলি যে শান্ত দান্ত উপরত সমাহিত হইয়া প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অন্তরে দেখ, তখন তাহা আর তোমাদের তত কষ্ট-সাধ্য বোধ হয় না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন সহজে চলিতেছে, ঈশ্বরও সেই প্রকার আমাদের অন্তরে আসিয়া মুহুর্মুহুঃ সাক্ষাৎ দিতেছেন, আবার সেখান হইতে তাঁহার শুভ্র জ্যোতি পৃথিবীতে বিকীর্ণ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। এক বার নিমীলিত নয়নে আত্মার নিভৃত নিলয়ে, সুরম্য নিকেতনে, প্রিয়তমের দর্শন পাইতেছি—আবার পরক্ষণে নেত্র উন্মীলন করিয়া এই জগতীতলে তাঁহার মঙ্গল কিরণ বিকীর্ণ দেখিতেছি। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম—আমাদের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ পূজা আমরা শিক্ষা করিয়াছি। যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি; সেই রূপ অন্তরে পরমেশ্বরকে দেখিয়া, আবার জগৎ সংসারে তাঁহার প্রভা বিকীর্ণ দেখিয়া আত্মার জীবন পরিপালন করিতেছি। যখন এই ব্রাহ্ম সমাজের পবিত্র বেদীতে আসীন হইয়া সদ্ভাবে সাধুভাবে ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মদিগকে বলি যে হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখ তখন তাহা সহজ কথার ন্যায় বোধ হয়। এইক্ষণে শরীর-পিঞ্জরে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তোমাদের আত্মাকে দেখ। শরীরের যে উত্তাপ ও সেই উত্তাপের সাধন যে অনল, জল, বায়ু, তাহার সঙ্গে আত্মার অতি অস্থায়ী পার্থিব সম্বন্ধ। আকাশ—যাহা শরীরের অবলম্বন, যাহা সমুদায় জগতের অবলম্বন, তার সঙ্গে আত্মার তো কিছুই যোগ নাই। আত্মার

হইতে আমাদিগকে অভীষ্ট স্থানে গমন করাও। বিঘ্ন কারণ পাপের বিনাশ কর, আমাদিগের অগ্রে গমন কর।

যোনঃ পূষন্নঘোবৃকোদুঃশেব আদিদেশতি। অপস্মতং পথোজহি।

হিংসক ধনাপহর্ত্তা দুরারাধ্য যে শত্রু আমাদিগকে এই পথ দ্বারা গমন করিতে নিষেধ করে, হে পূষা দেবতা! তুমি সেই শত্রুকে মার্গ হইতে অবশ্য অপাকরণ কর।

যোগ পরমাত্মারই সঙ্গে; আত্মার পরমাকাশ সেই পরমেশ্বর। তিনিই তাহার আশ্রয় ভুমি। তিনিই তাহার নির্ভরের স্থান। আত্মাকে দেখ—সেই আশ্রিত পরিমিত ক্ষুদ্র আত্মা, যাকে আমি বলিয়া জানিতেছ—যাহা চক্ষু নয়, কর্ণ নয়, জিহ্বা নয় কিন্তু চক্ষু কর্ণ জিহ্বাদি সকল অঙ্গের যে নিয়ন্তা—সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ কর। এই শরীর তাহার গৃহের ন্যায়, এই সকল ইন্দ্রিয় দাসের ন্যায় তাহার পরিচারণায় নিযুক্ত আছে। জড় জগতের অতীত যে সেই স্বাধীন—স্বাধীন অথচ পরিমিত আত্মা, তাহার আশ্রয় ভুমি কোথায়? আত্মার আশ্রয় সেই পরমাত্মা। ফল যেমন বৃক্ষের বৃন্তকে অবলম্বন করিয়া আছে—জড় যেমন আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে, আত্মা সেই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আলম্বিত রহিয়াছে। এই শরীর ধারণ করিয়া আমরা পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সমান হইয়াছি; কিন্তু স্বাধীন আত্মার সেই অনন্তের সঙ্গে, অমৃতের সঙ্গে, যোগ, রহিয়াছে। যেমন বাস-বৃক্ষে পক্ষী-সকল বাস করে, জীবাত্মা সেই রূপ পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। শরীর আমারদের কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে। শরীর পড়িয়া থাকিবে, আত্মা আপন আলয়ে গমন করিবে। ধূলিময় নশ্বর শরীর—তাহার সঙ্গে অবিনশ্বর আত্মার যোগ। শরীর যে ধূলি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ধূলির সহিত পুনর্ব্বার মিশ্রিত হইবে; আত্মা সেই পরম স্থান পরমেশ্বরেতেই থাকিবে। 'যথা অহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতে এবং ইদং শরীরং শেতে' বল্মীকের উপরে যেমন সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, এই মর্ত্ত্য পৃথিবীতে সেই রূপ মৃত শরীর পড়িয়া থাকিবে; আত্মা নব জীবন পাইয়া অন্য আকাশে উদয় হইবে। ঈশ্বরই তাঁহার পরম গতি, পরম কারণ। সেই করুণাময় পিতা, করুণাময় পাতা, এই পৃথিবীতে শরীরের মধ্যে আত্মাকে পোষণ করিতেছেন। যেমন এখানে ভুমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে শিশুকে তিনি গর্ভ-কোষের মধ্যে রাখিয়া পোষণ করেন, স্বর্গস্থ হইবার পূর্ব্বে সেই রূপ তিনি আত্মাকে এই পৃথিবীতে পালন করিতেছেন। এখানে যাহাতে আত্মাকে বলিষ্ঠ করিয়া, ধর্ম্ম-জীবিকার পথে বিচরণ করিয়া, পবিত্র হই—ধর্ম্মের দ্বারা হৃদয়কে মধুময় করি—অমৃতময়ের সঙ্গে থাকিয়া অমৃতময় হই; এই উদ্দেশে পৃথিবীতে আমারদিগকে স্থাপন করিলেন। তিনি সংসারকে সুখ দুঃখের আলয় করিলেন, ধর্ম্মকে সহায় করিয়া দিলেন, স্বয়ং আমারদের নেতা হইলেন, যে আমরা সমুদায় সংসারকে জয় করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিব, তিনি আলিঙ্গন দিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ করিবেন। তিনি আত্মাকে যে অবস্থায় আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও উন্নত করিয়া পুনর্ব্বার তাহা তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিতে হইবে। পক্ষি-শাবকদিগের যখন পক্ষ হয় নাই, তখন মাতা তাহারদিগকে কি রূপ যত্নে লালন পালন করে। আত্মা এখন তাহার নীড়ে রহিয়াছে, সেই জগন্মাতার ক্রোড়-নীড়ে বাস করিতেছে—তাঁহার পক্ষের ছায়াতে থাকিয়া পরিপালিত হইতেছে, এখনো তার তেমন মুক্ত ভাব হয় নাই—তাঁর যত্নে রক্ষিত পালিত পোষিত হইয়া যখনি সঞ্চরণ করিতে শিখিবে, তখনি মুক্ত হইয়া তাঁরই আনন্দ-আকাশে বিচরণ করিবে—উচ্চ হইতে উচ্চতর দেশে, দেব-লোক হইতে দেব-লোকে, আরোহণ করিয়া সেই দীপ্যমান সূর্য্যের সূর্য্য মহানন্দ আত্মার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। দেখ, ঈশ্বরের কি

করুণা! তিনি আমারদিগকে ধূলি হইতে উৎপন্ন করিয়া ধূলির সঙ্গে একত্রে রাখিয়া, অনন্ত জীবনের অনন্ত উন্নতি প্রদান করিলেন। হা! আমরা কি প্রকারে কৃতজ্ঞ হইব। আমরা ধূলিময় পিঞ্জর-নিবাসী ক্ষুদ্র জীব হইয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছি। আর আর সকলে আপন আপন কৃত্য সমাপন করিয়া চলিয়া যায়। যে সুরম্য শতদল পদ্ম স্বীয় সৌরভ ও লাবণ্য বিস্তার করিয়া জলেতে জ্যোৎস্না-রূপে পূর্ণ যৌবনে বিরাজ করিতেছিল, হা! পর ক্ষণে তাহা জল-বিম্বের ন্যায় জলসাৎ হইয়া গেল, কুত্রাপি তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না! শরীরও এই প্রকার ধূলিসাৎ হইবে—জল জলেতে, বায়ু বায়ুতে, মৃত্তিকা মৃত্তিকাতে মিশাইয়া যাইবে। অবিনশ্বর আত্মা নব জীবন পাইয়া নব লোকে গিয়া উদয় হইবে।

যে আত্মা ব্রত-পরায়ণ হইয়া, পুণ্যেতে পবিত্র হইয়া, সেই পরম স্থান অন্বেষণ করে, যেখানে মোহ শোক, পাপ তাপ, জর্জ্জরিত হয়; সে আত্মার যত্ন কখন বিফল হয় না। কেন না ঈশ্বরেরও এই অভিপ্রায়। যে ব্যক্তি জীবন-সহায়কে আপন ইচ্ছাতে জীবন সমর্পণ করিতে চাহে, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না তো আর কাহার হইবে? তাহার যাহা ইচ্ছা, প্রিয়তম ঈশ্বরেরও তাহাই ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা এই যে আমরা পবিত্র হইয়া তাঁহার নিকটে যাই। আমরা যদি আপনারাই তাঁর নিকটে যাইতে চাহি, তবে তো তিনি আনন্দে আমারদিগকে আলিঙ্গন করিবেনই। আমরা তাঁর শুভাভিপ্রায়ে যোগ দিয়া চলিলে শত সহস্র বিপত্তি কি আমারদিগকে বাধা দিতে পারে? বরং সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইলে তাহাকে বাধা দিয়া নিবারণ করা যায়, আমরা তাঁহার পথে দাঁড়াইলে কেহই আমারদিগকে বাধা দিতে পারে না। যখন আমরা মনে কুটিল কামনাকে স্থান দিই, যখন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে যাই, তখনই বিঘ্ন আইসে, ব্যাঘাত আইসে—তখন বিষাদ-জরায় জীর্ণ হই; শরীর তখন রোগ-গ্রস্ত হয়, মন পাপগ্রস্ত হয়, আত্মার স্ফূর্ত্তি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যখন সত্যকে সহায় করিয়া, ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া দণ্ডায়মান হই; তখন শরীর হৃষ্ট হয়, চক্ষু প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হয়, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে—দেব-ভাব-সকল প্রফুল্লিত হয়—তাহার সুগন্ধ-সমীরণে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতে থাকে; দেবতারাও তাহা গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। আমরা যেমন সাধু লোককে দেখিলে আনন্দিত হই, ঈশ্বর আমাদের সাধু ভাব দেখিলে সেই রূপ প্রীত হন। আমরা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়া, প্রীতিতে পবিত্র হইয়া, হৃদয়-থাল-ভার ভক্তি-পুষ্প-হার হস্তে লইয়া, কখন্ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই, কখন্ তিনি আমারদিগকে আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করেন; তাহার জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। আত্মার প্রাণ সেই জীবন-দাতার হস্তে সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে। মাতৃ ক্রোড়ে দুর্ব্বল শিশুরা যেমন পরিপালিত হয়, আমরা তেমনি সেই মাতার ক্রোড়ে পরিপালিত হইতেছি; আমরা তাঁরই পক্ষের ছায়াতে বাস করিতেছি, তাঁর আনন্দ-সমীরণে সঞ্চরণ করিতেছি। আমরা চির কালই তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিব। সেই অমৃতের সঙ্গে অমৃত-ভোজী হইয়া চির দিন তাঁহার আনন্দ-নেত্রের সম্মুখে থাকিব। আমাদের আশার অন্ত নাই, আমাদের মৃত্যুতে ভয় নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা আমারদের মঙ্গলেরই জন্য এবং পরে যাহা করিবেন, তাহা গ্রহণ করিতে আমরা এখনি প্রস্তুত।

আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, আমরা তাঁহারই থাকিব। আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের নিকটে এই উন্নত আশা ধারণ করিতেছেন, এই আশাতে সকলে বলীয়ান্ হও। অমৃত স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যু-ভয় হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হও। শ্রবণ কর—ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—"এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমআনন্দঃ।" হে পরমাত্মন্! তুমিই আমারদের গতি, তুমিই পরম সম্পদ্ তুমিই পরম লোক, তুমিই পরমানন্দ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

হে জগদীশ্বর! তোমার প্রসাদে গত রজনী আমার নির্ব্বিঘ্নে গত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রজনী গাঢ় নিদ্রার পর নব দিবসের নবীন মনোহর ভাব দেখিয়া মনে অপরিসীম অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব হইতেছে! যে দিকে নেত্রপাত করিতেছি, সেই দিকে কেবল তোমারই অনন্ত মহিমার চিহ্ন সকল দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বদিক্ হইতে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সূর্য্য ক্রমে ক্রমে উদয় হইয়া বসুমতীকে কি চমৎকার রূপে আলোকময় করিতেছে, মন্দ মন্দ সুশীতল সমীরণ সুগন্ধ সহকারে চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া জীব জন্তুদিগের কি অপর্য্যাপ্ত সুখ বিধান করিতেছে, শ্যামবর্ণ নবদূর্ব্বাদলোপরি মুক্তা-বলির ন্যায় শিশিরবিন্দু সকল বিরাজমান হইয়া কি অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে, নানাজাতীয় পক্ষিগণ শ্রবণমধুরস্বরে গান করিয়া মনুষ্যদিগের মন কেমন আশ্চর্য্য রূপে হরণ করিতেছে, মধু-পানাভিলাষী পুঞ্জ পুঞ্জ মধুকরগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পোপরি উপবিষ্ট হইয়া কেমন চমৎকার গুনগুনস্বরে গান করিতেছে, সমস্ত জীব জন্তুগণ চকিতভাবে গাত্রোত্থান করিয়া কেমন আনন্দ জনক কলকল ধ্বনিতে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ করিতেছে। হে করুণানিধান! গত রজনীতে যদি তোমার কৃপায় আমার জীবন সুরক্ষিত না হইত, তাহা হইলে এই প্রভাত সময়ে আমি এই নব দিবসের মুখাবলোকন করিয়া যে বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছি, তাহাতে বঞ্চিত থাকিতাম। তুমি আমার সৃজনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা এবং সর্ব্বসুখপ্রদাতা। যদি তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সৃজন এবং রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমি এই পরমাদ্ভুত বিশ্বসংসার অবলোকন করিতে পারিতাম না, এবং ক্ষণকাল জীবিত থাকিয়া কোন প্রকার সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতাম না। হে দয়াময় পরম পিতা! তোমার এই সকল অজস্র দয়ার নিমিত্ত শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি রূপ নানাবর্ণের বিকসিত কৃতজ্ঞতা-পুষ্প তোমার পরমপূজ্য চরণে অর্পণ করিতেছি। কৃপা করিয়া আমার এই কৃতজ্ঞতা পুষ্প গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।

হে পরমেশ্বর! সূর্য্যোদয়ে যেমন পৃথিবীর অন্ধকার দূর হইতেছে, তোমার মঙ্গল জ্যোতিঃ-প্রভাবে আমার মানসান্ধকার তেমনি দূর হউক। সূর্য্যের প্রভাব যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে, আমার হৃদয়ে তোমার মঙ্গল জ্যোতিঃ তেমনি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকুক। সমস্ত দিবসের মধ্যে যে সকল সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, তোমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করি। কোন কার্য্যে এবং কোন চিন্তায় যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই। সংসারের মোহিনী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া যেন কোন

প্রকার পাপপঙ্কে নিমগ্ন না হই। ধনার্জ্জনে বা বিষয় বাসনায় আসক্ত হইয়া সত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া যেন প্রবঞ্চনা প্রতারণা প্রভৃতি কুকর্ম্ম না করি। পর সুখে কাতর হইয়া যেন আমি কাহারো হিংসা দ্বেষ এবং নিন্দা না করি। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী পুত্র কন্যা, এবং বন্ধু বান্ধব ভৃত্য প্রভৃতি কাহারো সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে প্রবৃত্ত না হই। সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া যেন সকলকেই যথোপযুক্ত সুখী করিতে পারি। কি আত্মীয় পরিজনের প্রতি, কি প্রতিবাসীদিগের প্রতি, কি তোমার প্রতি আমার প্রত্যহ যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করা উচিত, তাহাতে যেন আমি পরাঙ্মুখ না হই। অপ্রতিহতচিত্তে যেন আমি আমার সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারি। ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায় সহকারে যেন আমি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারগ হই ; এবং ভবসিন্ধুর নৈরাশ তরঙ্গে আলোড়িত হইলে উদ্ধারের নিমিত্ত তোমাকে যেন ভেলা স্বরূপ অবলম্বন করিতে পারি। হে পরমাত্মন্! এক্ষণে সমস্ত দিবসের নিমিত্ত তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। প্রতি দিন যাহাতে আমি তোমার প্রতি এই রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার সহবাস জনিত বিমলানন্দ লাভ করিতে পারি, এমন ক্ষমতা এবং শুভ বুদ্ধি আমাকে প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কামন্দকীয় নীতিসার।

ষষ্ঠ সর্গ।

লৌকিক বিষয়ে ও বেদে সুনিপুণ, সুনিপুণ পরিবারে পরিবৃত ও লোকের সমাদর ভাজন হইয়া বাহ্য ও আভ্যন্তর রাজ্য চিন্তা করিবেন। শরীরের অভ্যন্তর ও রাষ্ট্রকে বাহ্য রাজ্য বলে; কিন্তু পরস্পর আধার সম্বন্ধ নিবন্ধন উভয়কেই এক বলা যায়, রাষ্ট্র হইতেই সমুদয় রাজ্যাঙ্গের উৎপত্তি হয় ; অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করিবেন। প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত রাজা আত্ম শরীরকে রক্ষা করিবেন ; রাজার শরীরই শরণ, ধাম ও ধর্ম্ম সাধনের হেতু। ঋষি তুল্য রাজাগণ ধর্ম্মানুগত হিংসা করিতেন ; অতএব অসাধু পাপিষ্ঠ গণকে হনন করিলে পাপ ভাগী হইবেন না। রাজা ধর্ম্ম রক্ষায় তৎপর হইবেন, ধর্ম্মত অর্থ বর্দ্ধন করিবেন, এবং যে যে প্রজা বিঘ্ন উৎপন্ন করে, তাহাদিগকে শাসন করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ আর্য্য লোকে যে কার্য্যের প্রশংসা করেন, তাহাই ধর্ম্ম, এবং যে কার্য্যের নিন্দা করেন, তাহাই অধর্ম্ম। রাজা ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত সাধুগণের শাসনে অনুরক্ত হইবেন এবং প্রজাগণকে রক্ষা ও শত্রুগণকে সংহার করিবেন। যে সকল পাপাত্মা রাজবল্লভ রাজ্যের বিঘ্ন উৎপত্তি করে, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ থাকুক বা সংহতই থাকুক, তাহারা দূষ্য বলিয়া উক্ত হয় ; লোকে প্রকাশ্য রূপেই হউক, অপ্রকাশ্য রূপেই হউক, যে দূষ্যের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকে, রাজা তাহাকে উপাংশু দণ্ডে সংহার (গুপ্ত বধ) করিবেন। রাজা দূষ্য ব্যক্তিকে দর্শনের নিমিত্ত নির্জ্জনে আহ্বান করিবেন ; কতকগুলি মনুষ্য গোপনে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে, তাহারা বিশ্বস্ত হইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলে দ্বারবান্ তাহাদিগের নিকট অনুসন্ধান করিবে ; তখন তাহারা স্পষ্টাক্ষরে কহিবে, আমরা ঐ ব্যক্তির (দূষ্য ব্যক্তির) নিয়োজিত। প্রজাগণের উন্নতির নিমিত্ত দূষ্য গণকে এই রূপে দূষিত করিয়া শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক রাজা শল্য উদ্ধৃত করিবেন। যেমন সূক্ষ্ম অংকুর পরিপুষ্ট ও রক্ষিত হইলে যথাকালে ফল প্রদান করে, প্রজাগণও তদ্রূপ। তীক্ষ্ণ দণ্ডে উদ্বেগ জন্মে ও মৃদু দণ্ডে অকিঞ্চিৎকর হয় ; এই নিমিত্ত পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড প্রণয়ন করিবেন।

সপ্তম সর্গ।

রাজা প্রজার ও আপনার কল্যাণের নিমিত্ত পুত্রকে রক্ষা করিবেন ; অরক্ষিত পুত্রগণ অর্থলোলুপ হইয়া রাজাকে সংহার করিতে পারে। নিরঙ্কুশ মাতঙ্গ সদৃশ মদোন্মত্ত অভিমানী রাজপুত্রগণ ভ্রাতা বা পিতাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। মদমত্ত রাজপুত্রগণ ইতস্তত যে রাজ্যের প্রার্থনা করেন, আর ব্যাঘ্রগণ যে আমিষের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে সে উভয়কে রক্ষা করা কঠিন। রক্ষা

করিবার সময় রাজপুত্রগণ যদি রক্ষিতার কোন ছিদ্র পায় তাহা হইলে সিংহ শাবকের ন্যায় নিঃসংশয় তাঁহাকে সংহার করে। রাজা ভৃত্য দ্বারা পুত্রগণকে বিনীত করিবেন, অবিনীত কুমার অতি শীঘ্র কুলনাশ করে। বিনয় সম্পন্ন ঔরস পুত্রকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, অবশিষ্ট পুত্রগণকে দুষ্ট গজের ন্যায় সুখ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিবেন। দুর্ব্বৃত্ত রাজ পুত্রকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়; পরিত্যক্ত রাজপুত্র ক্লেশিত হইয়া শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া পিতাকে বিনষ্ট করে।

রাজপুত্র দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইলে দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষ দ্বারা তাহাকে এই রূপ ক্লেশিত করিবেন যাহাতে তাহার তদবস্থা তাহার পিতার গোচর হইতে পারে।

যান, শয্যা, আসন, পান, ভোজ্য, বস্ত্র ও ভূষণে রাজা সর্ব্বত্রই অপ্রমত্ত হইবেন এবং বিষ দূষিত ঐ সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন। বিষঘ্ন জলে স্নান, বিষঘ্ন মণি পরিধান ও বিষজ্ঞ ভিষকগণে পরিবৃত হইয়া সমুদয় পরীক্ষা করিয়া আহার করিবেন।

ভৃঙ্গরাজ, শুক ও শারিকা বিষ সর্প দর্শন করিলেই অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া চীৎকার করে। বিষ দর্শনে চকোরের নয়ন দ্বয় বিবর্ণ হইয়া যায়; বক অত্যন্ত মত্ত হইয়া উঠে, কোকিল মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ও জীব মাত্রেরই গ্লানি জন্মে। এই সকলের অন্যতম দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ভোজন করিবেন। ময়ূর ও এক শৃঙ্গ মৃগের নিকটে সর্পগণ থাকিতে পারে না; অতএব ঐ উভয়কে স্বভবনে প্রতি নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া রাখিবেন। ভোজ্য অন্ন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্রে অগ্নিতে ও পক্ষিগণকে প্রদান করিয়া তাহাদিগের লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিবেন, যদি অন্নে বিষ থাকে, তাহা হইলে অগ্নি হইতে ধূমশিখা নীলবর্ণ হয় ও তাহা হইতে এক প্রকার শব্দ উন্নত হইবে; এবং পক্ষিগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। বিষদিগ্ধ অন্ন গলিত হয় না, তাহাতে মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয়; তাহা আশু শীতল ও বিবর্ণ হইয়া যায়; এবং তাহা হইতে নীলোজ্জ্বল বাষ্প উত্থিত হয়। বিষদিগ্ধ ব্যঞ্জন আশু শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার ক্কাথে শ্যামবর্ণ ফেণ উৎপন্ন হয়, এবং তাহার গন্ধ, স্পর্শ ও রস বিকৃত হইয়া যায়। বিষ দূষিত দ্রব পদার্থে ছায়া মাত্র তাহা অপেক্ষা অল্প বা অধিক একটি ঊর্দ্ধ রেখা ও ফেণ মণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিষ দূষিত হইলে ইক্ষু প্রভৃতির রসে নীলবর্ণ, দুগ্ধে তাম্রবর্ণ মদ্যে কোকিল বর্ণ, ও জলে শ্যাম বর্ণ সরন্ধ্র ঊর্দ্ধগত রেখা উৎপন্ন হয়। বিষ দূষিত হইলে আর্দ্র বস্তু তৎক্ষণাৎ ম্লান ও শ্যাম বর্ণ হইয়া যায়; পাক ব্যতিরেকে নীলবর্ণ ক্কাথ বিনির্গত হয়। শুষ্ক বস্তু বিষদিগ্ধ হইলে বিশীর্ণ ও আশু বিবর্ণ হয়, খর বস্তু মৃদু হয় ও মৃদু বস্তু খর হয়, প্রাবার ও আস্তরণ মলিন মণ্ডলাকার রেখায় আকীর্ণ হয়, সূত্র, পক্ষ্ম, ও লোম বিনষ্ট হইয়া যায়। লৌহ ও মণি মলিন হয়, ও তাহার তেজ স্নিগ্ধতা, গুরুত্ব, বর্ণ ও স্পর্শ বিনষ্ট হয়।

যাহারা বিষ প্রদান করে, তাহাদিগের মুখ শুষ্ক ও শ্যাম বর্ণ হয়, বাক্য ভঙ্গ, মুহুর্মুহু জৃম্ভন পদস্খলন, কম্প, স্বেদ, উদ্বেগ ও ইতস্তত দৃষ্টি পাত হইয়া থাকে, তাহারা স্বীয় গৃহে ও স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে না। নিপুণ ব্যক্তি বিষদায়ী গণের এই সকল লক্ষণ নিরীক্ষণ করিবেন। সর্ব্ব প্রকার ঔষধ, পাকীয় দ্রব্য, ও ভোজন সামগ্রী যাহারা প্রস্তুত করিয়াছে তাহাদিগকে আস্বাদন করাইয়া পশ্চাৎ ভোজন করিবে। পরিচারিকাগণ অলংকার প্রভৃতি সমুদায় বস্তু সুন্দর রূপে পরীক্ষিত ও মুদ্রিত করাইয়া রাজাকে প্রদান করিবেন। অন্যের নিকট হইতে যাহা কিছু আসিবে, তাহাও পরীক্ষা করাইবে, রক্ষিগণ সর্ব্বদাই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ হইতে রক্ষা করিবে। পরীক্ষিত ব্যক্তির প্রদত্ত পরীক্ষিত যান ও বাহনে আরোহণ করিবেন, অজ্ঞাত ও সংকট পথে গমন করিবেন না, যে ব্যক্তি রাজার অদৃষ্ট কর্ম্ম দর্শন করে, বিশ্বস্ত ও বংশ ক্রমাগত হয়, এবং যাহাকে জীবিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী করিবেন। অধার্ম্মিক ক্রূর, দুষ্ট দোষী পরিত্যক্ত, ও শত্রুগণের নিকট হইতে সমাগত ব্যক্তিদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। যে নৌকা মহা বায়ুতে কম্পিত হয়; যাহার নাবিকগণের পরীক্ষা করা হয় নাই এবং অন্য নৌকায় যাহার বাধা জন্মে ও যাহা জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আরোহণ করিবেন না। গ্রীষ্ম কারণ আপ্ত সৈন্যগণকে তটে অবস্থাপিত ও কুম্ভীরাদিকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং নিরীক্ষণ করিতে করিতে সুহৃদ্‌গণ সমভিব্যাহারে বিশুদ্ধ জলে অবগাহন করিবেন। গহন বন পরিত্যাগ করিবেন, বহিরুদ্যানে গমন করিয়া বয়োনুরূপ সুমধুর পর্য্যটন করিবেন; বিষয় ভোগের অনুরাগে মত্ত হইবেন না। সুশিক্ষিত বেগ সম্পন্ন যান পৃষ্ঠ দেশে অবস্থাপিত ও বলের সীমা ভাগ সুরক্ষিত বীরগণে সুরক্ষিত করিয়া লক্ষ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সুখগম্য সমুচিত মৃগারণ্যে গমন করিবেন, মাতার নিকটে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেও অগ্রে ভবন শোধন করিবেন, তৎপরে শস্ত্র ধারীগণ সমভিব্যাহারে করিয়া প্রবেশ করিবেন, সংকটে বা নির্জনে অবস্থান করিবেন না। বায়ু যখন

ধূলি পটল আকর্ষণ পূর্ব্বক গমন করে, মেঘ যখন অবিচ্ছিন্ন জলধারা বর্ষণ করে, যখন অতি মাত্র আতপ প্রকাশিত হয়,ও যখন অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়, স্বাস্থ্য যত্নে তখন কোন স্থানে গমন করিবেন না। নির্গমন ও প্রবেশ সময়ে জন সম্বাধ অপসারিত ও নিজ ঐশ্বর্য্য সম্যক প্রকাশিত করিয়া রাজ পথে গমন করিবেন। যাত্রা উৎসব সমাজ ও জলময় প্রদেশে গমন করিবেন না; যদি যান, সময় অতিক্রম করিয়া যাইবেন।

কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী ক্লীব, কুব্জ, কিরাত ও বামনগণে পরিবৃত হইয়া অন্তঃপুরে বিচরণ করিবেন। বিশুদ্ধ ও চিত্রজ্ঞ অন্তঃপুরের অমাত্যগণ শত্রু, অগ্নি ও ভূপতির অনুচ্চ পরিহাস করিবেন, পুত্র পত্নী প্রভৃতির নিমিত্ত নিযুক্ত সকল গুণ সম্পন্ন রক্ষা বিধানে নিপুণ সৈন্যগণ বদ্ধ পরিকর হইয়া অন্তঃপুরগত রাজাকে রক্ষা করিবে। অশীতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষ ও পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীগণ গৃহে নিযুক্ত হইয়া অন্তঃপুরিকাগণের শুচিতা অবগত হইবে। বেশ্যাগণ স্নান, বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও বিশুদ্ধ মাল্য ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক রাজার উপাসনা করিবে। অন্তঃপুর সঞ্চারী ব্যক্তিরা কুহক, জটিল, মুণ্ডিত মস্তক ও বেশ্যাগণের সহিত কুত্রাপি গমন করিবে না। অন্তঃপুর সঞ্চারী ব্যক্তিরা বহির্গমন ও প্রবেশ কালে এমন সকল বস্তু সঙ্গে রাখিবেন যাহা দ্বারবান্‌গণের অজ্ঞাত না হয়, ও যে প্রয়োজনে গমনাগমন করিবেন, তাহা রাজার নিকট গোপনীয় না হয়।

রাজা সাংঘাতিক রোগ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার রোগে রুগ্ন অনুজীবিকে নয়ন গোচর করিবেন না। স্বয়ং স্নান, সুগন্ধ লেপন এবং মালা ও রুচির ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক, স্নাতা, বিশুদ্ধ বসনা, সুন্দর ভূষণা দেবীর নিকট গমন করিবেন, নিজ গৃহ হইতে রাজ্ঞীর গৃহে গমন করিবেন না; অতি মাত্র বল্লভ হইলেও ইহকালে স্ত্রীলোকের প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। রাজা ভদ্র সেন যখন মহিষীর গৃহে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা বীরসেন তাঁহাকে সংহার করিয়াছিল; কারুষ রাজার ঔরস পুত্র মাতার শয্যার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া কারুষকে বিনষ্ট করিয়াছিল। মধু কর্ত্তৃক প্রলোভিত কাশি-রাজ-মহিষী বিষ মিশ্রিত লাজ দ্বারা একান্ত গত কাশি রাজকে, সৌবীর রাজ মহিষী বিষদিগ্ধ মেখলা মণি দ্বারা সৌবীরকে, বৈরগু্য পত্নী নূপুর দ্বারা বৈরগু্যকে, জারুষ পত্নী দর্পণ দ্বারা জারুষকে এবং বিদূরথ পত্নী বেণী নিহিত অস্ত্রদ্বারা বিদূরথকে সংহার করিয়াছিল। আপ্তকারী পুরুষগণ কর্ত্তৃক যাহার পত্নী সুরক্ষিতা হইয়াছে, উভয় লোক সর্ব্বভোগ সম্পন্ন হইয়া তাহার হস্তগত আছে। ধর্ম্মার্থী নরপতি বাজী করণ প্রক্রিয়া দ্বারা বর্দ্ধিত তেজা হইয়া প্রতিরাত্র যথাক্রমে সকল পত্নীতে গমন করিবেন। বিচার পূর্ব্বক সমুদয় কার্য্যাঙ্গ সম্পন্ন করিয়া দিনশেষ হইলে অন্তঃপুরে প্রমদাগণ দ্বারা অন্য অন্য কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, পরিশেষে আপ্তগণে সুরক্ষিত হইয়া করতলে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অনাসক্ত চিত্তে নিদ্রিত হইবেন।

রাজা নীতি দ্বারা নিরন্তর জাগ্রত থাকিলে প্রজাগণ নিরাধিচিত্তে শয়ন করে,রাজা বিষয়াসক্ত হইলে প্রজাগণ অত্যন্ত ভয়ের সহিত নিদ্রিত হয়। রাজার জাগরণে প্রজাগণ প্রবোধিত থাকে। মুনিগণ পূর্ব্বে রাজার ও রাজ্যের এবম্প্রকার সাধু লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন,রাজা এতদনুসারে প্রজা পালন করিলে পালকপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

—০—

বারুইপুরস্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৩ আষাঢ় ১৭৮৫ শক।

এই সমাজ ১৭৮৪ শকের ৩ আষাঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক্ষণে দ্বিতীয় বৎসরে প্রবিষ্ট হইল। অদ্য আমারদিগের কি আনন্দের দিন! গত বৎসর সমাজ প্রতিষ্ঠা সময়ে আমরা কয়েটি ব্রাহ্ম একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছি, কিন্তু অদ্য এই সমাজ-গৃহে প্রায় শতাধিক ব্রাহ্ম ভ্রাতা সমবেত হইয়া পরম মঙ্গলালয় আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যে রূপ আনন্দ অনুভব করিতেছি বোধ হয় অচিরস্থায়ী সহস্র সহস্র রাজ্য লাভেও তাদৃশ আনন্দ অনুভূত হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ! কাহার মনে উদয় হইয়াছিল যে এই চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ বিভাগস্থ অজ্ঞানান্ধ পৌত্তলিক মানব দলের মধ্যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম সমাজ এক বৎসর স্থায়ী হইয়া দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিবে? কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদাৎ পৌত্তলিকদিগের অত্যাচার আশঙ্কা নিরাকৃত হইয়া আমারদিগের আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছে। এই এক বৎসর কাল ব্রহ্মোপাসনা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সংসাধনের চেষ্টা করিয়া যে পরিমাণে আমরা ধর্ম্ম বল প্রাপ্ত হইয়াছি,তাহাতে আগামীবর্ষ অতিবাহিত করিবার বিলক্ষণ উপযোগী বোধ হইতেছে। যখন আমরা গত বৎসর পৌত্তলিকদিগের নিন্দা ও ভূরি ভূরি কটু-বাক্য সহ্য করিয়া অবিচলিত চিত্তে সমাজের

কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি তখন আগামি বর্ষে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হওয়া আমাদিগের শঙ্কার বিষয় নহে।

যদিও ভারত বর্ষ বিদ্যাবুদ্ধি ও সভ্যতার প্রাচীন স্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যদিও ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন ঋষিগণ ঈশ্বর তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে সযত্ন হইয়া জগৎপিতা জগদীশ্বরের গুণ সংকীর্ত্তন করিয়া সসাগরা ধরার সকল প্রদেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষকে ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও বহুকালাবধি ভারত বর্ষের মধ্য হইতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শব্দটি প্রতিধ্বনিত হইতেছে বটে, কিন্তু পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র প্রচারিত হওয়া অবধি সাকার উপাসনার অনেকাংশে প্রাদুর্ভাব হওয়াতে উহা কিয়দংশে তিরোভূত হইয়াছিল, পরে যে সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ঐ সত্য ধর্ম্ম প্রচারে প্রথম প্রবৃত্ত হয়েন, তৎকালে এতদ্দেশীয় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য বহু সংখ্যক লোক তাঁহার সৎকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে আর কিছু মাত্র ত্রুটি করে নাই, কিন্তু তিনি আন্তরিক যত্ন ও কায়িক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অবিচলিত চিত্তে দুরাত্মাদিগের অত্যাচার প্রতিবিধানে কৃত কার্য্য হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন এবং কতক গুলি সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ! আর আমারদিগের সে দিন নাই, এখন রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় তত যন্ত্রণা ও লোক গঞ্জনা ভোগ করিতেও হইবে না, এখন বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অত্রত্য মানবগণ জ্ঞান তৃষ্ণা চরিতার্থ করিতেছে। শত শত মানবগণের হৃদয় ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এখন বোধ হয় মহান্ পরিবর্ত্তনের সময় সমুপস্থিত। অতএব হে ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ! আইস আমরা সকলে সমবেত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে কৃতসংকল্প হই।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগের নিমিত্ত যে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছ তাহার সমুদায়ই জীবের জীবন ধারণোপযোগী; তাহার একটির অন্যথা হইলে আমরা কোন ক্রমেই জীবিত থাকিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারি না। জগদ্বন্ধো! তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, অতএব তুমি সকলেরই অন্তরের ভাব জানিতেছ, তুমি যে সময়ে নভোমণ্ডলস্থ চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদির বিষয় অবগত হইতেছ, সেই সময়ে আবার সমুদ্রের গর্ভস্থিত কীটাদির আহার বিধান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ। স্বামিন্! যাহাতে এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের মানবগণ কুসংস্কার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া সত্য ধর্ম্মাবলম্বী হয় তাহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। কৃপাময়! তুমি জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ জগৎ পাতা সর্ব্বাশ্রয়, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

—০—

কুমিল্লা শতরত্নোপরি ব্রহ্মোপাসনা।

৫ আষাঢ় ১৭৮৫ শক।

ঈশ্বর স্বয়ংই ধর্ম্মের পুরস্কার। আমরা তাঁহার উপাসনা করিয়া—তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া পুরস্কার স্বরূপ কি পাই? আমরা কি পুত্র কামনায়—ধন কামনায় তাঁহার নিকট সাস্রনয়নে দণ্ডায়মান হই? অকিঞ্চিৎকর স্বার্থপরতা চরিতার্থ করাই কি আমাদের উদ্দেশ্য? কখনই না। যখনই আমরা পবিত্র মনে সেই পবিত্র স্বরূপের অচিন্ত্য শক্তি, অপরিসীম কৌশল, অপার করুণার বিষয় আলোচনা করিয়া মুগ্ধ-হৃদয় হইয়া পড়ি; তখনি তিনি আপনার প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করেন; তখনই তিনি আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য পৌত্তলিকদিগের ন্যায় কোন প্রকার দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই; তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পৌত্তলিকদের ন্যায় কোন প্রকার প্রলোভনীয় সামগ্রী উপহার দিবার আবশ্যক নাই; তাঁহার প্রসন্ন বদন দর্শন করিবার জন্য পৌত্তলিকদের ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ কাল অনুসন্ধান করিবারও আবশ্যক নাই; অকপট হৃদয়ে প্রীতি ভক্তি সহকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হই। ব্রাহ্মগণ! এই সময়েই ধর্ম্মের উজ্জ্বল ভাব আমাদের অন্তঃকরণে প্রগাঢ় রূপে প্রতিভাত হয়; এই সময়েই আমরা অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিয়া সিদ্ধ-মনোরথ হই।

বিষয়ীদের কি যন্ত্রণা! তাহারা ইন্দ্রিয়-প্রলোভনে এখনই প্রমুগ্ধ, নির্ম্মলানন্দ যে কাহাকে বলে, তাহারা তাহাও অবগত নহে। ইন্দ্রিয়ই তাহারদের এক মাত্র সেব্য; বিষয়ই তাহাদের পরম উপাস্য। পাপ কার্য্য তাহাদের এমনই অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে যে নরকাগ্নি সম আত্মগ্লানির দুঃসহ যন্ত্রণায় ও তাহাদিগকে কোন প্রকারে বিচলিত করিতে পারে না। হায়! তাহাদের এই রূপ মনের গতি ও কার্য্য প্রভৃতি চিন্তা করিয়া দেখিলে অন্তঃকরণ একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে; এমন অবস্থায় তাহারা কেমন করিয়া সেই নির্ম্মল পবিত্র স্বরূপের প্রীতি-ভাজন হইবে? অহরহঃ পাপে পরিলিপ্ত থাকিয়া কি প্রকারে সেই

শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং পরমেশ্বরের প্রসন্ন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবে? কিন্তু তাহাদের এই প্রকার হীন ভাব দেখিয়া ঈশ্বরও কি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? তাহাদের এই দুর্গতি কি অনন্ত কালের জন্য? তাহারা কি কখনও উন্নতির মুখাবলোকন করিতে সমর্থ হইবে না? ঈশ্বরের করুণার ভাব সে প্রকার নহে। তিনি কখনই আমাদের জন্য অনন্ত পাপ, অনন্ত দুর্গতির সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আমাদের যেমন করুণাময় পিতা, তিনি আমাদের সেই রূপ ন্যায়বান্ রাজা, তিনি কখনই নিষ্করুণ হইয়া আমাদিগকে অনন্ত শাস্তির ভীষণতম গ্রাসে নিক্ষেপ করিবেন না। আমরা আমাদের কৃত পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করিব, যথার্থ; কিন্তু সেই শাস্তি আবার পরিণামে শুভফল প্রসূতি হইবে। তখন আমাদের ধর্ম্মের ভাব বর্দ্ধমান হইতে থাকিবে, বিষয় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে এবং আমরাও ক্রমে ক্রমে বিগত-পাপ, বিগত-ক্লেশ হইয়া ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে থাকিব। ভ্রাতৃগণ! দেখ, সেই করুণাময়ের কেমন করুণা! তিনি আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া আবার কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে বিষয় যে রূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে; অধর্ম্মের রাজত্ব যে রূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমরা যে এখন পর্য্যন্ত অনাহত রহিয়াছি, ইহাতে কি তাঁহার করুণা জাজ্বল্যতর প্রকাশ পাইতেছে না? আমাদের এমন কি ধর্ম্ম বল আছে, যে আমরা বৃহদায়তন অচলা-বলির ন্যায় অবিচলিত চিত্তে সংসারের কুটিল পথে নির্ব্বিঘ্নে পদ চালনা করিতে পারি? একমাত্র সেই ঈশ্বরই আমাদের সহায়, এক মাত্র ঈশ্বরই আমাদের নেতা। তিনিই আমাদের অন্তঃকরণে সাহস প্রেরণ করেন এবং তিনিই তাহার পুরস্কার স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অভয় প্রদান করেন।

বন্ধুগণ! আমরা এখন তাঁহার সেই করুণা, অপরিসীম পিতৃ স্নেহের কি দিয়া প্রতিক্রিয়া করিব? আমরা কোন জড় পদার্থের উপাসক নই, কোন কল্পিত দেব দেবীর সম্মুখেও আমরা ক্রন্দন করিয়া বিড়ম্বিত হই না যে কোন প্রকার পার্থিব পদার্থ দ্বারা তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিব, আমরা সেই নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের উপাসক। আমাদের প্রীতি, ভক্তি, সকলই তাঁহার। আমরা তাঁহা হইতেই জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এইক্ষণ অকৃত্রিম প্রীতি সহকারে তাঁহার প্রতি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। ইহাতেই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা উপহার দিবার জন্যই আমরা এই স্থানে সকলে সমবেত হইয়াছি। "কোন সুরম্য স্থানে সুস্নিগ্ধ সময়ে মনের একাগ্রতা হইলেই সেই অখিলেশ্বরের প্রতি মন সমাধান করিবে," ব্রাহ্মধর্ম্ম গম্ভীর স্বরে আমাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ভ্রাতৃগণ! এখন ইহা অপেক্ষা মনোরম্য স্থান আর কোথায় পাইবে? দেখ, সুমন্দ মারুত হিল্লোলে শরীর মন সুশীতল করিতেছে; চতুর্দ্দিকে শস্য-পরিপূর্ণ ক্ষেত্র গুলি নয়নরঞ্জন হরিদ্বর্ণে সুশোভিত হইয়া মানব মনের আনন্দ বিধান করিতেছে; অদূরে পর্ব্বত-শ্রেণী শোভমান হইয়া রহিয়াছে। এমন অবস্থায়ও যদি আমাদের মনের একাগ্রতা না হয়, তবে আর কিসে হইবে! এই স্থানে আসিয়াও যদি শূন্য-হৃদয়ে ফিরিয়া যাই, তবে আর ক্লেশ স্বীকার করিয়া এত দূর আসিবারই কি প্রয়োজন ছিল? ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তিদের অন্তঃকরণেই এই সময়ে বিপরীত ভাবের উদ্রেক হয়। আমাদের অন্তঃকরণ এখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার প্রলোভনাকৃষ্ট হয় নাই। জগদীশ্বরের কৃপায় এত দিন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি, এখন ভরসা হইতেছে, ক্রমেই আমরা ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইতে থাকিব। অতএব এই সময়ে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া হৃদয়েশ্বরকে মন-সিংহাসন প্রদান কর। সাবধান, কেহই শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাইও না। আইস, সকলে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমাদের হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে রাখি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০:০—

বিজ্ঞান

জন্তু বিজ্ঞান।

প্রবাল কীট।

দ্বিতীয় জাতি সামুদ্রিক পুরুভুজের নাম "গুচ্ছকদেহী।" তাহাদিগের আকার পুষ্পগুচ্ছক অর্থাৎ ফুলের তোড়ার ন্যায়, তজ্জন্য তাহাদিগকে গুচ্ছকদেহী বলা গেল। ইহারা প্রবাল জাতীয়। এই গুচ্ছকদেহী প্রবালদিগের প্রকৃতি অতি চমৎকার। প্রবালগৃহ গুলি যেন বৃক্ষের ন্যায় এবং উহার পুষ্পাকার কোষ সকল প্রবালদিগের বাস কোষ (৯ চিত্র) প্রত্যেক কোষ মধ্যে এক একটী প্রবাল অবস্থিতি করে, কিন্তু

তাহারা কেহই ইচ্ছা মাত্র স্বতন্ত্র নিবাসীর ন্যায় স্ব স্ব বাস-কোষ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদিগের পরস্পরের সহিত একগাছি মজ্জাময় সূত্র দ্বারা সংযোগ আছে; সুতরাং প্রত্যেক প্রবাল কোষ, শাখা, কাণ্ড একত্রে একটী মিশ্র-জন্তু উৎপন্ন হয়, এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র প্রবাল ঐ মিশ্র-প্রবালের মুখ ও তৎ পার্শ্বস্থিত পক্ষ্মরাজি তাহার বাহু। উহার মধ্যে একটী প্রবাল আহার করিলে সকলেরই পুষ্টি সাধন হয়। প্রবাল কোষ সকল এক রূপ নহে কোন গুলি ছোট কোন গুলি বা বড়, তন্মধ্যে বড় কোষ গুলিতে ডিম্ব রক্ষিত হয় তন্নিমিত্ত তাহাদিগের আকারও স্বতন্ত্র প্রকার। ডিম্ব-কোষের মুখে যে সকল চঞ্চল পক্ষ্ম আছে তাহাদিগের গতি দ্বারা ডিম্ব গুলি সাগরময় বিক্ষিপ্ত হইয়া দুই এক দিন ভাসিয়া বেড়ায় পরিশেষে কোন উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইলেই কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়া তথায় বদ্ধমূল হয়; তদনন্তর কোষ গুলি প্রকাশ হয়, পরে প্রাণি পূর্ণ শাখা সকল বহির্গত হইয়া প্রাণিটী স্বজাতীয় আকার ধারণ করে। প্রত্যেক প্রবালগৃহে সাধারণতঃ অন্যূন দ্বাদশটি প্রবাল-কোষ থাকে এবং প্রতি কোষে প্রায় ৫০০ প্রবাল জন্ম গ্রহণ করে, সুতরাং একটী মাত্র প্রবালগৃহে ৬০০০ প্রবাল অবস্থিতি করে। ইহার মধ্যে নিম্ন স্থিত কোষ সমূহই অগ্রে প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু বৃক্ষ লতাদিতে পুষ্প হইয়া তাহা যেমন দুই তিন দিবস মধ্যেই পরিশুষ্ক ও স্খলিত হয় ঐ কোষ গুলিও সেই রূপ কিয়ৎকাল পরেই স্খলিত হইয়া থাকে এবং তাহার স্থানে আর একটী কোষ উৎপন্ন হয়, ঐ নবকোষটীও অনতি-পরেই স্খলিত হওয়ায়, অপর একটী তাহার স্থান গ্রহণ করে।

গুচ্ছকদেহী প্রবালদিগের তাড়িতাগ্নি বিনির্গত করিবার শক্তি আছে।

—০—

বিজ্ঞাপন

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা।

ঈশ্বরপ্রসাদে এতদ্দেশে স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বালিকাগণ বিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তম রূপে শিক্ষা লাভ করিতে পারে এই রূপ একটি প্রণালী কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধু সভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। বৎসরে দুইবার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পাত্রীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন তাঁহারা তাহাদিগের নাম, ধাম, বয়স, পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, ঐই সমুদায় বিবরণ সহ আমাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র কলুটোলার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।

নিম্নলিখিত পুস্তক গুলিন স্ত্রী শিক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১ ম বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

১ ম পাঠ, ২ য় পাঠ, বোধোদয়, পাটীগণিত, নামতা ইত্যাদি।

২ য় বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

রত্নসার, নীতিবোধ, ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ব্যাকরণ চন্দ্রিকা, পাটীগণিত, তেরিজ, জমাখরচ, পূরণ হরণ।

৩ য় বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

কবিতাবলি, মানসরঞ্জিকা, চারুপাঠ ১ ম ভাগ, ব্যাকরণ প্রবেশ, ভূগোল প্রবেশ, পাটীগণিত ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম চর্চ্চা।

৪ র্থ বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

দীপ্তশিরার অভিষেক, মহতের মৃত্যু, চরিতাবলি, সুশীলার উপাখ্যান ১ ম ও ২য় ভাগ, প্রাণীবৃত্তান্ত, বাঙ্গলা-বোধব্যাকরণ, ভূগোল বিবরণ আসিয়া ও ইউরোপ, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা; পাটীগণিত ত্রৈরাশিক—বহুরাশিক—ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

৫ম বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত!

সদ্ভাব শতক, টেলিমেকস, চারুপাঠ ৩য় ভাগ, প্রাকৃত-বিবেক, ব্যাকরণ উপক্রমণিকা, ভারতবর্ষের ইতিহাস দুই ভাগ, ভূগোল বিবরণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ, পাটীগণিত সমুদায়, সুশীলার উপাখ্যান ৩য় ভাগ।

কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধু সভা।

শ্রীহরলাল রায়।
অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষাসম্বন্ধে
সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ধর্ম্ম শিক্ষা নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। তাহাতে ধর্ম্ম, সংসার ও পরকাল প্রভৃতি যে কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছে সকল গুলিই ধর্ম্মোপদেশ লাভের অসাধারণ উ-

পায় স্বরূপ। পুস্তক খানির মূল্য ./০ এক আনা মাত্র। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে তিনি সমাজে উহার এক শত খণ্ড দান করিয়াছেন এবং ঐ পুস্তকের স্বত্বাধিকারও এই সমাজে প্রদান করিয়াছেন।

বেদান্ত দর্শনের অধিকরণ মালা পুস্তক সমুদায় মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র। যাঁহারা পূর্ব্বে কিয়ৎ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিলে তাহার শেষ কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

—০—

তত্ত্ববোধিনী কত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ প্রথমাবধি চারি বৎসরের পত্রিকা পুস্তক, যাহা প্রথমে ২০, পরে ৩০, শেষে ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহার এক খণ্ড সম্প্রতি বিক্রেয় উপস্থিত হইয়াছে, মূল্য ৫০ টাকা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয় সমাজের কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৫ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	১৭১২ ⁄১০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৯৪ ⁄১৫
	২০০৬ ।৫
ব্যয়	১৬৯২৸⁄০
সম্পাদকের হস্তে	৩১৩।⁄৫

এতদ্ভিন্ন

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	১৬./৫
কোং কাগজ	১০০০

—০—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন ব্রাদরস	৮০
" গিরিশচন্দ্র দেব	৫
" বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য	৫
" কাশীশ্বর মিত্র	৫
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
" দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২
" মহেন্দ্রনাথ রায়	২
" কনুলাল বর্ম্ম	২
" কালীনাথ দত্ত	২
" কৃষ্ণদয়াল রায়	২
শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লীক	২
" কাশীনাথ দে	১৸০
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	১
" নবীনকৃষ্ণ বসু	১
" ভুবনমোহন গুপ্ত	১
" মহেন্দ্রলাল দে	১
" হরচন্দ্র মজুমদার	১
" ঈশ্বরচন্দ্র দে	১
" বলাই চাঁদ সেন	১
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১
" যদুনাথ দে	১
" দ্বারিকানাথ দে	১
" নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" শ্যামলাল দত্ত	১
" চন্দ্রকুমার দত্ত	১
" অনন্তরাম মল্লীক	১
" কার্ত্তিকচরণ সেন	১
" চন্দ্রমোহন ঘোষ	১
" শম্ভুচন্দ্র মিত্র	১
অল্প দানের সমষ্টি	১॥০
	১৩১।০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ..	৫০
" ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
" গোপীমোহন ঘোষ	২০
" ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	১২
" অভয়াচরণ গুহ	৫
" যাদবকৃষ্ণ সিংহ	৫
" উপেন্দ্র মোহন ঠাকুর	৩
	১২০

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	২০০
" হারানচন্দ্র মজুমদার	২
" ব্রজনাথ ধর	১
	২০৩

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ	৫
দানাধারে প্রাপ্ত	৩⁄১০
	৪৬২।⁄১০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র। ৬ ভাদ্র শুক্রবার সম্বৎ ১৯১৯ কলিগতাব্দ ৯৬৯৩।
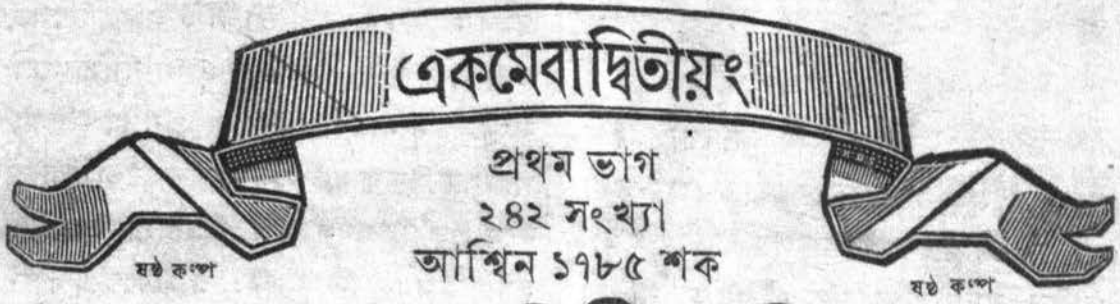
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সত্যং শিবং সুন্দরং।

যাহা সত্য, তাহাই সুন্দর, তাহাই মঙ্গল। যাহা অসত্য তাহাতে সৌন্দর্য্য নাই, সৌন্দর্য্যের মধুর ভাব কেবল সত্য পদার্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য বস্তুতঃ সত্যেরই বিমল প্রতিভা মাত্র। সৌন্দর্য্য সত্যেরই লক্ষণ। সত্য হইতেই সৌন্দর্য্য উত্থিত হয়। আমরা স্বভাবের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট মঙ্গল জনকত্ব দেখি তাহাই আবার সুন্দর। স্বভাবের সৌন্দর্য্য কেবল সত্য কাম পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্যের ছায়া মাত্র। আমরা যেমন স্বাভাবিক জড় পদার্থের শোভা দেখি সেই রূপ সত্যের প্রভাবে আবার আত্মারও পরম সৌন্দর্য্য ও শোভা বিকাশিত হয়। কিন্তু আত্মার প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শন ও উপলব্ধি করে এমত লোক অল্পই আছে। অনেকে বিকার গ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বিকৃত আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। অনেকে অভ্যাস হেতু প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ভাব অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা অসত্য ও অস্থায়ী বিষয়ে মোহাবিষ্ট চিত্তে অনুরক্ত আছেন, তাঁহারা যদি সত্যের প্রকৃত সুন্দর মঙ্গল ভাব একবার নিরীক্ষণ করেন; তাহা হইলে তাঁহারা অনৃতের অস্থায়িত্ব ও মলিনত্ব দেখিতে পাইবেন। সেই সত্য ও পবিত্রতার উৎস পরমেশ্বর হইতে যে সত্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই সুন্দর ভাবে উজ্জ্বল রহিয়াছে। সে সৌন্দর্য্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কদাপি তাহা ভুলিতে পারিবেন না। অসত্য কখন কখন সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সত্যের ন্যায় লোকের মনকে আকর্ষণ করে কিন্তু তাহার ভাক্ত উজ্জ্বলতা শীঘ্র মলিন হয়। পৃথিবীতে কত কাল্পনিক মত প্রচলিত হইয়াছে কালে তাহারা বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে কিন্তু সত্যের জ্যোতি দিন দিন কেবল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। যিনি সত্যের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি তাহার সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ভাবও জানিয়াছেন, তিনি কদাপি সামান্য ক্ষণিক পদার্থের জন্য সে সত্যকে পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু অকুতোভয়ে সেই সত্যের অনুসরণ করিয়া সত্য ধামে উত্তীর্ণ হয়েন; তিনিই সাধু তিনিই সত্য-স্বরূপের প্রিয়-পুত্র হয়েন।

আকবর বাদশাহের ধর্ম্মবিষয়ক মত।

ভারতবর্ষের মুসলমান অধিপতিগণের মধ্যে সুবিখ্যাত আকবর বাদশাহের তুল্য নৃপগুণ সমন্বিত একান্ত ন্যায় পরায়ণ প্রজা-পালক সম্রাট কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি অত্যল্প বয়সেই পিতৃত্যাজ্য সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া যে প্রকার বুদ্ধি ও বিবেক, শৌর্য্য ও প্রতাপ সহকারে সমস্ত সাম্রাজ্যকে আপনার করতলে ন্যস্ত করিয়া-ছিলেন, বিদ্রোহী রাজগণ ও সরদারগণকে অধীনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা সাতিশয় প্র-সংশনীয় বলিতে হইবেক। প্রজাগণের মঙ্গলোদ্দেশই তাঁহার জীবনের সার কর্ম্ম ছিল এবং তিনি সাম্রাজ্যে সুনিয়ম ও সু-শৃঙ্খলা সংস্থাপনার্থ যে সকল সুপ্রণালী বদ্ধ ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাবধি তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্ব-রূপ রহিয়াছে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতির প্রতিই আকবরের সমান যত্ন ছিল এবং হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষ্টা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান নরপতিগণ কর্ত্তৃক হিন্দু রাজা ও হিন্দু তীর্থ যাত্রীদিগের উপর যে পীড়াদায়ক অন্যায্য কর সংস্থাপিত ছিল, তাহা তিনি রহিত ক-রিয়াছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও প্রাচীন ইতিহাস অবগত হইবার নিমিত্ত স্বীয় অমাত্য ফয়জী ও অপরাপর পণ্ডিতগণকে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনা করিতে আদেশ দিয়াছি-লেন। হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি আকবর বাদ-শাহের প্রথমাবধি একটি আস্থা ও যত্ন উৎ-পন্ন হইয়াছিল এবং ইহা পশ্চাতে দৃষ্ট হইবেক যে পরিশেষে তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক মত অনেকাংশে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী হইয়াছিল।

আকবর যদিও মুসলমান বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তদ্ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি স্বীয় সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বাসি নানা জাতির নানা প্রকার ধর্ম্ম ও নানা প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ মত সন্দর্শন করাতে তাঁহার মনে একটি প্রবল ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা উদ্দীপন হইয়াছিল। তিনি বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মাব-লম্বীদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের পর-স্পর ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। প্রতি শুক্রবার রজনীতে মুসলমান মোল্লা ও শেক এবং হিন্দু অধ্যা-পকগণ তাঁহার নিকটে আগমন করিত, এবং তিনি তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ক বিচার শ্রবণ করিতেন, কখন কখন এই রূপ ঘোরতর তর্কবিতর্কে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইত, কিন্তু এই প্রকার বিচার অধিকাংশই কেবল বাকযুদ্ধ, কলহ ও কটূক্তিতেই অবসান হইত। তাহাতে ধর্ম্ম বিষয়ক তত্ত্ব নির্ণয় যত হউক বা না হউক বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দিগের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ ও শত্রুতার সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং এই রূপে শিয়া সুন্নি ইত্যাদি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিবাদ বিসম্বাদ অবলোকন করিয়া বাদশাহের মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক লাঘব হইয়াছিল, ইত্যবসরে মুসলমান ধর্ম্ম দ্বেষ্টাগণ সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্ম পরিহারার্থ অনেক প্রকার পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং পাঁচ ছয় বৎস-রের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আকবরের আস্থা সম্পূর্ণ রূপে বিচলিত হইল (১)।

(১) আকবর বাদশাহের ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক মতের কথা অত্যল্পই উল্লেখ করিয়াছেন। আইন আকবরি গ্রন্থে আকবরের ধর্ম্মসম্পর্কীয় দুই একটি নূতন মতের কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু তাহাতে শুদ্ধ আমাদের তদ্বিষয় জানিবার একটি ঔৎসুক্য উদয় হয়, তাহা পরিতৃপ্ত হয় না। দবিস্তান নামক গ্রন্থে উক্ত বাদ-শাহের সম্মুখে যে সকল ধর্ম্ম বিষয়ক তর্কবিতর্ক হইয়া-ছিল তাহার কিছু কিছু বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বাদসাহের নিজ মতের কথা কিছুই দৃষ্ট হয় না।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত পরীক্ষা করিয়া একটি নূতন ধর্ম্ম উদ্‌ভাবন করাই এক্ষণে বাদশাহের একান্ত অভিলাষ হইল। এবং তিনি অবশেষে এই কএকটি সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন। যথা প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই জ্ঞানী ও নির্ব্বোধ বিদ্বান ও অজ্ঞ উভয় প্রকারই ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; প্রত্যেক জাতির মধ্যেই দেবানুগৃহীত ঋষি, আপ্ত বাক্য, দৈববানী, অদ্‌ভুত ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সকল ধর্ম্মেতেই অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যাহা সত্য তাহা সকল ধর্ম্মেই সমান; সুতরাং একটি সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া আর একটি সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার বিশেষ হেতু ও আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না; অতএব প্রাচীন মত সকল পরিহার করিয়া কোন নব্য মত যাহা সহস্রাধিক বৎসরের হইবেক না তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করা কদাপি হইতে পারে না। এই শেষোক্ত মতে তিনি মুসলমান ধর্ম্মেরই অমূলকত্ব ও* আধুনিকতা আভাষে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণ অধ্যাপক তাঁহার নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহারা গোপনে বাদশাহের নিকট রাত্রি কালে আগমন করিতেন ও হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন। ইহাদের মধ্যে পুরুষোত্তম নামক এক ব্যক্তি আকবরকে প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী উপাসনা পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু কৃষ্ণ ও অপরাপর দেবতার বিবরণ কহিতেন। এবং দেবী নামক অপর এক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার পর বাদসাহের শয়ন মন্দিরে আনীত হইতেন এবং তথায় তিনি বাদসাহকে মহাভারতাখ্যান শ্রবণ করাইতেন। আকবর হিন্দুধর্ম্মের বিষয় ক্রমশ অবগত হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইতে লাগিলেন। বিশেষত হিন্দুদিগের মানিত যোনি ভ্রমণের মত তাঁহার মনকে অতিশয় আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তিনি তাহাতে তদবধি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পারিসদগণ তাঁহার সন্তোষার্থ এই মতের পোষকতায় অনেক তর্ক উত্থাপন ও নানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন, অপর আকবর মুসলমানদিগের মধ্যে সুফি নামক সম্প্রদায়ের মত তৎসাম্প্রদায়িক তাজউদ্দিন নামক ব্যক্তির নিকট জ্ঞাত হইয়া তাঁহার স্বজাতীয় ধর্ম্ম হইতে অধিকতর পরিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাজউদ্দিন প্রথমে ব্যক্ত করিলেন যে পার্থিব সম্রাটকে পবিত্র ও পূর্ন-স্বরূপ উপাধি প্রদান করা যাইতে পারে. এবং সম্রাট ঐশী শক্তি সম্পন্ন প্রযুক্ত লোকে তাঁহার সাক্ষাৎকারে আগমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিবেক ও তাঁহার দর্শন লাভে আপনাকে আপ্যায়িত জ্ঞান করিবেক, ও তাহাতে মক্কাধামের তীর্থফল ভাগী হইবেক। এই রূপে মুসলমান

* বাস্তবিক মুসলমান ইতিহাস প্রণেতাগণ এ বিষয় গোপন রাখিতেই চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান সম্রাট যে মুষলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এ কথা প্রকাশ করিতে তাঁহারদের স্বভাবতই অনিচ্ছা বোধ হইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে মন্তখব তৌয়ারি নামক একখানি গ্রন্থে এই বিষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে। এই গ্রন্থ আকবরের রাজত্বের শেষাশেষি লিখিত হইয়াছিল এবং ইহাতে বাদসাহের ক্রমে ক্রমে স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা ও তাঁহার নূতন মত সকল প্রচারের বিবরণ অতি সুন্দর রূপে উল্লিখিত হইয়াছে এই গ্রন্থের রচনা কর্ত্তার নাম আবদুল কাদের, ইনি আবুল ফজল এবং ফয়জীর সহাধ্যায়ী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। এবং বাদসাহেরও বহুকালাবধি অনুগ্রহ পাত্র ছিলেন। আবদুল কাদের সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তিনি মহাভারত ও রামায়ণের কিয়দংশ এবং রাজতরঙ্গিণীর সমস্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরে আকবর তাঁহাকে মহম্মদের জীবন চরিত ও আপনার রাজত্বের ইতিবৃত্ত লিখিতে আদেশ করেন। আবদুল আকবরেররাজত্বের ৩৬ বৎসরাবধি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ দেখিলেই অসম্পূর্ণ বোধ হয়। বাস্তবিক গ্রন্থকার আপনিই ব্যক্ত করিয়াছেন যে বাদসাহের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক তাঁহার মনান্তর হওয়াতে তিনি রাজসভা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আবদুল কাদের লিখিত ইতিহাস হইতে উপরোক্ত বিবরণ গৃহীত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং চাক্ষুষ অবগত হইয়া এই বিষয় লিখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে।

ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ মত ও গর্হিত আচার ব্যবহার সকল দিন দিন রাজ সভায় প্রচলিত হইতে লাগিল। আকবরও অনুজীবি চাটুকারগণের তোষামোদ বাক্যে প্রত্যয় করিয়া আপনাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। এই বিষয়টি মনুষ্যের ভ্রান্তি পরায়ণতার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। আকবর সর্ব্ব প্রকারেই জ্ঞানবান বিজ্ঞবর ও অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন নরপতি ছিলেন, তাঁহার রাজ সম্পর্কীয় সকল কার্য্যেই প্রগাঢ় বুদ্ধি কৌশল ও দূর দর্শিতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কিন্তু তিনি আত্মাদর বশীভুত হইয়া অনুজীবিগণের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনাকে দৈবশক্তিধর জ্ঞান করিয়াছিলেন। বাদসাহের এই রূপ অভিনব ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ মত সকল দেখিয়া প্রকৃত ভক্ত মুসলমানগণ রাজসভা পরিত্যাগ করিল এবং কেহ কেহ স্থানে স্থানে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেলাগিল, কিন্তু তাহাতে তাহারা আশু পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময়ে ফরাসিস দেশীয় কতিপয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক পাদ্রি দিল্লীনগরে আগমন করিয়াছিল; আকবর ইহাদের যথেষ্ট যত্ন ও সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন; পরে তিনি সাতিশয় ঔৎসুক্য সহকারে তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ক মত বিবরণ জ্ঞাত হইতে লাগিলেন, আর স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদকে পাদ্রিদিগের নিকটে বাইবল পুস্তক পাঠ করিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহার অমাত্য আবুল ফজল উক্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাদ্রিগণ বাদসাহের খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি যত্ন ও শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে তদ্ধর্ম্মে আনয়নার্থ সাতিশয় আশ্বাস যুক্ত হইয়াছিল, আকবর তাহাদের সন্তোষের জন্য মুসলমানদিগের বিস্মল্লা মন্ত্রের পরিবর্ত্তে পশ্চাল্লিখিত মন্ত্র প্রচলিত করিলেন "অয়্ নামি উরি যীশুকৃষ্টো, অয়্ আঁকে নামিতো মেহরবান ও বিসিয়ার বখ্‌শশ্ অস্ত্" অর্থাৎ আ নাম তাঁহার যীশুকৃষ্ট সেই নামই দয়া ও বদান্যতার আকর। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করা আকবরের মানস ছিল না; তিনি আপনি এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবেন ইহাই তাঁহার একান্ত মনোগত ইচ্ছা হইয়াছিল। এই হেতু তিনি বিবিধ প্রকার ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন। সুতরাং পাদরিগণ কিছু কাল দিল্লী ধামে বাস করিয়া অবশেষে নিরাশ চিত্তে প্রতিগমন করিল।

বীরবল নামক এক জন হিন্দু সেনাপতি আকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, আকবর তাঁহার সহিত প্রকৃত সৌহার্দ্দ ভাবে ব্যবহার করিতেন ও তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদাই সমভিব্যাহারে রাখিতেন। বীরবল কবি ও উপস্থিত বক্তা ছিলেন, শ্লেষোক্তিতে তাঁহার সহিত কেহই সমতুল্য হইতে পারিত না, এই হেতু তিনি সম্রাটের মনকে নানা প্রকার রহস্যে প্রফুল্লিত রাখিতেন। এই ব্যক্তি আকবরের মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মেতে আকৃষ্ট করিতে সচেষ্টিত হইলেন। তিনিই সম্রাটকে সূর্য্যের উপাসনা করিতে লওয়াইয়াছিলেন; তাঁহার মতে সূর্য্যই পবিত্র পরমেশ্বরের প্রতিরূপ এবং সমস্ত জীব লোকের জ্যোতি ও প্রাণদাতা। অপর বীরবলেরই উপদেশে আকবর হিন্দুদিগের ন্যায় পঞ্চভুত ও গো শিলা এবং বৃক্ষাদির ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার পারিসদ্‌গণ হিন্দুদিগের ন্যায় কপালে তিলক ও চন্দন রেখা ধারণ করিতে লাগিল। নব বর্ষের উৎসব উপলক্ষে বাদসাহ সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত প্রতি দিন প্রাতে

নববস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক হিন্দু শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রানুযায়ী মন্ত্র রচনা করিয়া প্রকাশ্যে সূর্য্য দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন, এই কএক দিন গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে শূকর মাংস প্রচলিত হইল, অপর যাহাতে গোমাংস ভক্ষণ ক্রমে রহিত হইয়া যায় তন্নিমিত্ত আকবর কতিপয় চিকিৎসকের লিখিত এক ব্যবস্থা পত্র প্রকাশ করিলেন যে গোমাংস নিতান্ত গুরুপাক ও তদাহারে নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হয়।

এই সময়ে কতিপয় জবর্দ্দস্ত মতাবলম্বী অগ্নি উপাসক রাজধানীতে আগমন করিয়া অনেককে তাহাদের মতাক্রান্ত করিয়াছিল, এবং বাদশাহও তাহাদের প্রতি বিস্তর সমাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অনুকরণে তিনি স্বীয় রাজ ভবনে পবিত্রীকৃত অগ্নি দিবা রাত্রি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে অবুলফজলের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছিলেন; এবং অন্তঃপুর বাসিনী ভোগ্যা স্ত্রীদিগের মধ্যে যাহারা হিন্দুজাতীয় ছিল, তাহাদের হিন্দু শাস্ত্র মত হোম ও অগ্নি পূজা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন ও কখন কখন সেই পূজাতে তাহাদের সহিত আপনিও প্রবৃত্ত হইতেন। পরে তিনি স্বীয় রাজ্যের পঞ্চবিংশ সম্বৎসরের প্রারম্ভে সভাসদগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্নির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। সেই বৎসরেই তিনি হিন্দুমতানুসারে রাজটীকা গ্রহণ করিলেন, ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্বীয় হস্তে এক ছড়া মুক্তা হার দ্বারা রাখীবন্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। এই সকল নূতন পদ্ধতি সংস্থাপন বিষয়ে মন্ত্রিবর অবুল ফজলও কোন আপত্তি করিতেন না। বাস্তবিক তিনিও বাদশাহের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্ম দ্বেষ্টা ও নূতন ধর্ম্ম প্রচারার্থে অনুরাগী ছিলেন। তিনি কাজি ও অপরাপর ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত ঘোরতর তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন এবং স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহকারে তাহাদিগকে অনায়াসে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইতেন। সুতরাং অনেকে তর্কে পরাজিত হইয়া এবং অনেকে রাজ-প্রসাদ প্রেপ্সু হইয়া বাদশাহের নূতন মতের অনুমোদন করিয়াছিল। এই সময়ের মুসলমান গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার আরম্ভে পূর্ব্বমত পরমেশ্বরের বন্দনান্তে মহম্মদের নামোল্লেখ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আকবরের স্তুতিবাদ করিয়াগিয়াছেন। অপর কাজী মুফ্‌তী ও ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞেরা স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত এক ব্যবস্থা প্রচার করিলেন-যে জ্ঞানাপন্ন ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ নরপতির বিচার ধর্ম্মপুস্তকের ব্যবস্থার সহিত তুল্যরূপ প্রমাণ সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ে কোন বিতর্ক বা মতভেদ উপস্থিত হইলে বাদশাহের মীমাংসা ও নিষ্পত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য রূপে গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। এই ব্যবস্থা দ্বারা আকবর ধর্ম্ম বিষয়ে নূতন মত প্রচার করিবার ক্ষমতাটি সাধারণকে প্রকাশ্য রূপে অবগত করিলেন। পরে তিনি এই বচন প্রচার করিলেন যে "ঈশ্বর ভিন্ন অপর ঈশ্বর নাই এবং আকবরই তাহার প্রতিনিধি।"

৯৮৮ হিজরি অব্দে আকবর তীর্থ পর্য্যটনে আজমীর প্রদেশে গমন করিলেন এবং শেখ মহিম উদ্দিনের সমাধি মন্দির দর্শনার্থ চারি পাঁচ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই রূপ আচরণে তিনি স্বীয় অনুচরগণের নিকটও হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। এপ্রকার প্রবাদ আছে যে আকবর কোরাণোক্ত মুসলমানদিগের মানিত পীর ও ভবিষ্যৎবক্তাগণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে উক্ত তীর্থে গমন করিয়াছিলেন।

কোরাণে ইহা উল্লিখিত আছে যে শিশুগণও ধর্ম্ম লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। আকবর এই বাক্যের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য বিংশতি সংখ্যক শিশু আনয়ন করিলেন এবং তাহাদিগকে একটি অতিশয় নিভৃত আলয়ে লালন পালন করিতে আদেশ দিলেন এবং তথায় অপর কাহারও প্রবেশ করিবার ক্ষমতা রহিল না। কয়েক বৎসর পরে উক্ত শিশুদিগের মধ্যে জীবিতাবশিষ্টগণকে বাহির করিলে দৃষ্ট হইল যে তাহাদের কাহারই বাক্স্ফুট হয় নাই। যে স্থানে এই সকল শিশু রক্ষিত হইয়াছিল তাহা তদবধি গুঙ্ মহল অর্থাৎ মুকালয় বলিয়া খ্যাত হইল।

আকবর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্য ও স্পষ্ট রূপে মুসলমান ধর্ম্মের বিপক্ষে হস্ত ক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে তিনি যে সকল নিয়ম করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার উক্ত ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মতস্থ হইবেক, তাহারদিগের স্বাক্ষরার্থ তিনি এক প্রতিজ্ঞা পত্র প্রচার করিলেন, তাহাতে এই প্রকার লিখিত ছিল "আমি অমুকের পুত্র অমুক আপন ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমে স্বচ্ছন্দ চিত্তে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি যে ইস্লাম ধর্ম্মের মিথ্যা ও কাল্পনিক মত ও ইতিহাস যাহা আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আমি এক্ষণে পরিহার করিতেছি এবং আমি আকবর নরপতির ঈশ্বরীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি ও এই ধর্ম্মের নিমিত্ত আমি ধন, প্রাণ, যশঃ এবং বিশ্বাসকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি।"

আকবরের এপ্রকার বিশ্বাস ছিল যে মহম্মদের ধর্ম্ম সহস্র বৎসরের অধিক কাল প্রচলিত থাকিবেক না এবং তাঁহার সময়ে সেই সহস্র বৎসর প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তিনি উক্ত ধর্ম্মের আশু উৎসেদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই হেতু তিনি হিজরি অব্দ রহিত করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে এক নূতন অব্দ প্রচলিত করিলেন, ইহার নাম "তারিখ ইলাহি" হইল। তিনি প্রচলিত মাসের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পারসিক দেশের পূর্ব্বতন প্রচলিত নাম সকল ব্যবহার করিতে আদেশ দিলেন, এবং পারসিক দেশের প্রাচীন পর্ব্বাহ সকল পুনরায় সংস্থাপন করিলেন। মুসলমান পর্ব্ব সকল অপ্রচলিত হইয়াছিল, কেবল শুক্রবারের উপাসনা রহিত হয় নাই, কিন্তু তাহাতে কতিপয় বৃদ্ধ ও দরিদ্রগণ ব্যতীত কেহই প্রায় প্রবৃত্ত হইত না। অনন্তর আরবীয় ভাষা ও তদ্ভাষায় ব্যবস্থা বিষয়ক গ্রন্থ সকল শিক্ষা ও পাঠ করা অপ্রচলিত হইল। কিন্তু তৎকালে এই ভাষাই সমস্ত বিদ্যারই একমাত্র আধার ছিল, সুতরাং আকবর পরে শেষোক্ত নিয়ম এই রূপে সংশোধন করিলেন যে কেবল পাটীগণিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা পদার্থ বিদ্যা এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র তদ্ভাষায় শিক্ষিত হইবেক।

৯৯১ হিজরি অব্দে আকবর আরও কতক গুলি নিয়ম প্রচার করিলেন। রবিবারে পশু হিংসা নিবারিত হইল। আকবর স্বভাবত প্রাণি হিংসার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত ছিলেন, তিনি স্বয়ং অত্যল্পই আমিষ ভক্ষণ করিতেন এবং বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস কাল নিরামিষাশি থাকিতেন। তিনি কহিতেন যে পরমেশ্বর যখন মনুষ্যের নিমিত্ত এতাধিক অশেষ বিধ আহার্য্য আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তখন যাহারা মাংস লোলুপ হইয়া প্রাণি হিংসা করে তাহারা

আপনাদের শরীরকে কেবল পশুদিগের সমাধি স্থান করিয়া রাখে। প্রত্যহ সূর্য্যের আরাধনা এক্ষণে নিয়মিত রূপে হইতে লাগিল। এই আরাধনা চারি বার করিয়া হইত, যথা সূর্য্যোদয় কালে, মধ্যন্দিনে, সূর্য্যের অস্ত কালে এবং নিশীথ সময়ে। মাধ্যন্দিন আরাধনায় সূর্য্যের একোত্তর সহস্র নাম হিন্দি ভাষায় উচ্চারিত হইত। প্রাতঃকালে আকবর গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমে সূর্য্য দর্শন ও সূর্য্যের নাম মালায় জপ করিয়া পরে প্রজাদিগকে দর্শন দিবার নিমিত্ত রাজ প্রাসাদের বাতায়নের নিকট উপবেশন করিতেন; প্রজাগণ সম্মিলিত হইয়া সোৎসুক নয়নে নিম্নে দণ্ডায়মান থাকিত এবং সম্রাটের আগমন মাত্র তাহারা যুগপৎ ভুমিষ্ঠ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিগমন করিত। ব্রাহ্মণেরা বাদশাহের নিমিত্ত সূর্য্যের একটি নূতন নামাবলি রচনা করিল। তাহারা তাঁহাকে অবতার রূপে জ্ঞান করিতে লাগিল। এবং আপনাদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে বুঝাইল যে হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে ভারত ভুমিতে বিদেশীয় এক রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়া গো ব্রাহ্মণ রক্ষা ও প্রতিপালন করিবেন, এবং ন্যায় ও ধর্ম্মানুগত হইয়া পৃথিবী শাসন করিবেন। কিন্তু আকবর কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগকে যত্ন ও সমাদর করিতেন এবং তিনি নগরের বহির্ভাগে হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলমান ফকীরদিগের বাসের নিমিত্ত ধর্ম্মপুর এবং খয়েরপুর নামক দুই অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইলেন।

আকবরের ধর্ম্ম অনেকে এক্ষণে প্রকাশ্য রূপে গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তাহারা নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আকবরের এক এক খানি চিত্রার্পিত প্রতিরূপ আপনাদের পরিচ্ছদের উপর অথবা উষ্ণীশে ধারণ করিতে লাগিল। ইহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পূর্ব্ব মত অভিবাদন বাক্য না কহিয়া আল্লা হু আকবর (ঈশ্বরই মহান) এই বাক্য বলিয়া অভ্যর্থনা করিতেলাগিল। এই সময়ে বাদশাহ স্বীয় পুত্র কুমার সলিমকে রাজা ভগবান দাসের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে আকবর কাজী ও ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সমভিব্যাহারে উক্ত রাজার পুরীতে গমন করিলেন এবং তথায় সর্ব্ব সমক্ষে হিন্দুধর্ম্মের বিধিমতে কুমারের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল এবং আকবর পুত্রবধূকে দুই কোটি মুদ্রা যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়া রাজধানী প্রতিগমন করিলেন।

৯৯৫ হিজরিতে সম্রাট পশ্চাল্লিখিত কতিপয় নিয়ম প্রকাশ করিলেন; যথা কোন ব্যক্তি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে এবং সেই স্ত্রী বন্ধ্যা না হইলে অপর দার পরিগ্রহ করিতে পারিবে না, বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেক, অপর সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু আকবর পরে সহমরণ নিষেধক ব্যবস্থা রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কেবল তিনি এই রূপ নিয়ম করিলেন যে নারী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক মৃত স্বামীর সহগমন করিতে চাহিবে তাহাকেই সহমরণের অনুমতি প্রদত্ত হইবেক। বলাৎকারে দুর্ভগা অবলাগণ যে তাহাদের মৃত স্বামীর চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইত তাহা এককালে রহিত হইল। হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইত তাহা ব্রাহ্মণ বিচারক কর্ত্তৃক এবং মুসলমানদিগের বিবাদ কাজী দ্বারা নিষ্পত্তি হইতেলাগিল। ইতর ব্যক্তিদিগের কাব্য গ্রন্থ পাঠ করা নিষিদ্ধ হইল। কারণ তাহাতে কেবল রিপুগণ প্রবল হইয়া তাহাদিগকে

কুক্রিয়ান্বিত করিবার সম্ভাবনা। মুসলমানদিগের দ্বাদশ বৎসর বয়স সম্পূর্ণ না হইলে ত্বক ছেদ সংস্কার হওয়া নিষিদ্ধ হইল, এবং গো মহিষ অশ্ব উষ্ট্র ও ভেড়ার মাংস অখাদ্য বলিয়া নিষিদ্ধ হইল। এবং সকলে স্ব স্ব ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। আকবরের ধর্ম্ম সংক্রান্ত উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া ইহা স্পষ্ট অনুভুত হইবেক যে মুসলমান ধর্ম্মকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করিয়াছিলেন এবং যে রূপে তাহাতে শীঘ্র লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে তাহার নিমিত্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহম্মদের প্রতি তিনি নিতান্ত বিরক্ত ছিলেন কিন্তু মহম্মদের ন্যায় প্রচারক হইতে তাঁহার ও ইচ্ছা ছিল। তাঁহার অনুচরগণ মহম্মদের নাম মাত্র মুখে উচ্চারণ করিত না এবং এক জন আপনার মহম্মদ খাঁ নাম পরিত্যাগ করিয়া রহমান খাঁ নাম ধারণ করিয়াছিল। আকবর যদিও হিন্দু ধর্ম্মের অনুকরণে সূর্য্য ও গ্রহাদির উপাসনা করিতেন তথাপি তিনি একেশ্বর বাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে জন সাধারণের নিমিত্ত বাহ্যিক উপাসনা ও ক্রিয়া কলাপ আবশ্যক এই হেতু স্বীয় প্রকাশিত ধর্ম্ম প্রচারার্থ আপনি তাহার অনুষ্ঠানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক আকবর কৃত নূতন মতে কাহারই মনঃপূত হয় নাই, তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অগ্নি সূর্য্যাদির উপাসনার প্রচার করিয়া ঈশ্বর উপাসক মুসলমানদিগকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং তিনি হিন্দু ধর্ম্ম ও সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন নাই যে হিন্দুগণ তাঁহার মতাক্রান্ত হইবেক সুতরাং তাঁহার নূতন ধর্ম্ম তাঁহারই সহিত বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—পঞ্চম আদেশ।

১৭৮৩ শকের ১০ শ্রাবণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত হয়।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা-
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত-জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। আমাদের সেই পরমেশ্বর, তিনি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহা পুরুষ। আমরা তাঁর শরণাপন্ন হইয়া তাঁরই কৃপাতে তাঁহাকে জানিয়াছি—জানিয়া দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকলকে আহ্বান করিতেছি। যখন তাঁর শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন আর আমাদের মৃত্যু-ভয় নাই—সংশয় অন্ধকার আমাদের চিত্তকে আর কলুষিত করিতে পারে না। আমারদের নিকটে সকলই আলোক, সকলই পরিষ্কার। আমরা সেই অমৃত-স্বরূপ প্রাণ-স্বরূপকে পাইয়া অমৃত লাভ করিয়াছি—আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। হে দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমাদের সহিত সহৃদয় হইয়া, একাত্ম হইয়া, তোমারদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য পৃথিবীতে আমাদের বাস; কিন্তু তোমাদের ন্যায় আমরা জ্যোতি-স্বরূপকে জানিয়াছি, মৃত্যু ভয়কে আমরা অতিক্রম করিয়াছি! এ আনন্দ কার নিকটে ব্যক্ত করিব? এ আনন্দ হৃদয়ে ধারণ হয় না। এ আনন্দ এই ক্ষুদ্র শরীরে ধারণ হয় না, মনুষ্যের নিকটে বলিয়াও ইহার কিছুই বলা হয় না। যাঁহারা

দিব্য-ধাম-বাসী, যাঁহারা জ্ঞানেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া দিবানিশি ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন; তাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া সেই মহেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে মন উৎসুক হইতেছে। ধন্য! ধন্য! ধন্য! জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! দেবতারা তোমার মহিমা গান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, আমরাও এই মর্ত্ত্য লোক হইতে তাঁহাদের সহিত সমস্বরে তোমার স্তুতি-বাদ করিতেছি। আমাদের আত্মা এই ক্ষুদ্র শরীর অতিক্রম করিয়া—সমুদয় পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতম দেব লোকে ব্যাপ্ত হইতেছে—সেই দিব্য-ধাম-বাসীদের সহিত মিলিত হইতেছে। এই শরীরে যদিও এ আত্মার অবস্থান, তথাপি ইহার জন্ম-স্থান কোথায়—আত্মার আকর ভূমি সেই, যেখানে দেবতাদের জন্ম ভূমি। আত্মা এই পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিতে চাহে না—এই সঙ্কীর্ণ স্থানে থাকিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারেনা। তাহার জ্ঞান প্রীতি অনন্তের দিকে—তাহার আশা ভরশা অনন্তের দিকে। এই পুষ্পকে দেখ—কল্য ইহা আর থাকিবেনা। আজ ইহার যত দূর উন্নতি হইবার হইয়া গিয়াছে; ইহার সৌন্দর্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আত্মার উন্নতির শেষ নাই, সেই অনন্ত অমৃতের সঙ্গে ইহার প্রীতি। দেবতাদিগের আকর-ভূমি যেখানে, ইহারও আকর-ভূমি সেইখান। দেব মনুষ্য আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। দেবতারা আমারদিগের ভ্রাতা। আমাদের উৎপত্তি স্থান, আমাদের গম্য স্থান সেই এক স্থানেই। দেব-লোকে আসীন হইয়া দেবতারা যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন, আমরা এই পৃথিবী লোককে অতিক্রম করিয়া দেব-লোকে গিয়া তাঁহারদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া দেব-দেবের উপাসনা করিতেছি। ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রীতিই এক মাত্র বন্ধন! প্রীতি, পর্ব্বত সাগর ব্যবহিত দেশকে একত্র করে। প্রীতি সহস্র সহস্র বৎসর ব্যবহিত কালকে একত্র করে। প্রীতিই দেব-লোক ও মর্ত্ত্য-লোককে এক করে। দেবতাদিগের হৃদয়ে আমাদের সম্মিলিত হইয়া দেখ এক তেজোময় জ্বলন্ত প্রেমানল সেই মহান্ অনন্ত অবিনাশী পরমেশ্বরের চরণে উর্দ্ধ মুখে উত্থিত হইতেছে। সমুদয় মনুষ্য, সমুদয় দেব-লোক, একত্র হইয়া একতানে সেই মহেশের মহৎ যশ ঘোষণা করিতেছে। আমাদের যোগ কেবল পৃথিবীর লোকদিগের সঙ্গে নয়—আমরা উন্নত বেশ ধারণ করিয়া, আমারদের অধিকারকে প্রশস্ত করিয়া, দেবতাদের নিকটে আনন্দ-হৃদয়ে বলি "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাআ য়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

আমরা আপনারা যে আনন্দ ভোগ করি, তাহা নির্জ্জনে উপভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ হয় না। আমাদের সম্মুখে জীর্ণ-দেহ শুষ্ক-কণ্ঠ ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন না দিয়া অন্নের কোন স্বাদ পাই না। কোন উদ্ধৃত পবিত্র সত্য দিবালোকের ন্যায় ভ্রাতাদিগের সম্মুখে না ধরিলে সে সত্য তেমন মিষ্ট লাগে না। ঈশ্বরের আনন্দও আমরা একাকী ভোগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। সেই বিমলানন্দ-পূর্ণ হৃদয় অন্য হৃদয়ের সহিত আপনা হইতেই মিলিত হইতে চাহে। আমরা নির্জ্জনে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছি—আবার এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে তাঁর উপাসনা করিতেছি। এমন স্থানে, যেখানে আর কাহারো চক্ষু নাই, কেবল ঈশ্বর আর আমি এক চক্ষে মিলিত হইয়াছি, এমন নির্জন স্থানে প্রিয়তমের দর্শন পাইয়াছি—আবার এখানে এই ভ্রাতৃ-মণ্ডলী মধ্যে

সেই পরমেশ্বরকে পূজা করিতেছি। আমাদের আত্মা কৃতার্থ হইয়াছে এবং পরিতৃপ্ত ও উন্নত হইয়া দেবতাদের সঙ্গে একাসনে ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্তে ব্যগ্র হইতেছে। হা! পৃথিবীতে কি আত্মার এমন প্রশস্ত ও উন্নত ভাবের শেষ হইবে? মৃত্যুর পরে সেই প্রথম দিনের প্রাতঃকাল যখন উদয় হইবে, যখন এই সংসারের রজনীর অবসান হইবে—আমরা জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া পরম দেবকে যখন সম্মুখে দেখিব, দেব-মণ্ডলীর মধ্যে সমাসীন হইয়া আনন্দের সহিত তাঁর চরণ পূজা করিব; তখন আমারদের কি সৌভাগ্য উদয় হইবে। অদ্যই যদি এই পৃথিবীর নিশা অবসান হয়—অদ্যকার নিশা যদি আমার এখানকার শেষ নিশা হয়—যদি আর এক উন্নত লোকে গিয়া প্রাতঃকালের সূর্য্যোদয় অবলোকন করি; তবে আমার আত্মা কি আনন্দের সহিত তাহার এই শরীর-পিঞ্জর পরিত্যাগ করে! এ নিশা কি আনন্দ নিশা হয়! বিদেশ হইতে স্বদেশে গিয়া উন্নত দেবতাদিগের সঙ্গে মিলিয়া যদি ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে পাই—পরম পিতার শুভ অভিপ্রায় যদি সাধন করিতে পাই; তবে আমারদের প্রার্থনার বিষয় আর কি থাকে? সংসারে এই আশাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি! নাবিক যেমন সুদূর সমুদ্র মধ্যে স্থিতি করিয়া, আপনার স্বদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমুদয় ঝঞ্ঝা তরঙ্গ অতিক্রম করে; আমরা আমাদের জীবন-সহায়কে লক্ষ্য রাখিয়া সেইরূপ সংসারের সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতেছি। আমারদের সমুদয় লক্ষ্য এই পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিলে জীবন কি অন্ধকার হইত! আশা কি ম্লান ভাব ধারণ করিত! আমরা কঠোর ধর্ম্ম পালন করিতাম, কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতাম; কিন্তু এক টুকুও আশা-রশ্মি আমারদের হৃদয়কে উৎফুল্ল করিতে পারিত না! কিন্তু এখন আমরা কেমন সাহসী হইয়াছি। আমরা নিঃশংসয় জানিয়াছি যে আমাদের কোন ভয় নাই। যদি বিশ্বস্ত চিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই—যদি জ্ঞান ধর্ম্মে আত্মাকে উন্নত করি—যদি পরকালের সম্বল প্রচুর-রূপে এখানে উপার্জ্জন করি; তবে আমারদের ক্রমিকই উন্নতি, ক্রমিকই উন্নতি। সে নিশা কি আনন্দের নিশা, যে নিশা প্রভাত হইলে আমরা নূতন প্রাতঃকাল দেখিতে পাইব। এখানে যত দূর দেখিবার, তাহা দেখিয়াছি—ঈশ্বরকে যত দূর প্রীতি করিবার, তাহা করিয়াছি; তাঁহার মহিমা যত দূর ঘোষণা করিবার, তাহা করিয়াছি; এখন যদি এখান হইতে অবসর পাই, তবে আমরা তাঁরই নূতন রাজ্যে গমন করিব—উন্নত দেবতাদিগের সঙ্গে সমাবিষ্ট হইয়া উন্নতি লাভ করিব—নব নব ভাব-সকল দেখিয়া নয়নকে তৃপ্ত করিব, অমৃতময় মধুময় পুরুষের সঙ্গে বাস করিয়া হৃদয়কে মধুময় করিব—তাঁহার মহিমা দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত রূপে অনুভব করিব। দেখ দেখি আমারদের এ আশা কি মহৎ আশা! ইহা ভবিষ্যতের শোভা কি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিতেছে! এ আশা কি কেবল আশা মাত্র থাকিবে! এমত কখনই হইতে পারেনা। এ আশা, সেই সকল সত্যের আকর পরম সত্য হইতে আসিতেছে। তিনিই আমারদিগকে অভয় দান করিতেছেন। পাপী পুণ্যাত্মা, সকলকেই তিনি আপন স্থানে আহ্বান করিতেছেন। যে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে তিনি আলিঙ্গন দিতেছেন—যে পশ্চাতে পড়িতেছে, তাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করিতেছেন না। তাঁ-

হার অপার উদার ক্রোড় সকলেরই জন্য রহিয়াছে। সেই গভীর মাতৃস্নেহ সকলকেই ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার নিকটে গেলে কেহ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে না; কিন্তু অতি ম্লান হৃদয়ও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। হা! আমরা সকলে গিয়া কি সেই পিতার চরণে মিলিত হইব না? দেখ, তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমারদিগকে তাঁহার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইবেন; সেখানে কেবলি আনন্দ, কেবলই আনন্দ। "পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া। কেবা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কামন্দকীয় নীতিসার।

অষ্টম সর্গ।

মণ্ডলেশ্বর রাজা কোষ দণ্ড সমুপেত, অমাত্য মন্ত্রি সমবেত ও দুর্গস্থ হইয়া সম্যক্ রূপে মণ্ডল চিন্তা করিবেন। রথারোহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মণ্ডলে বিচরণ করিলে রাজা শোভাযুক্ত হন, অশুদ্ধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিলে রথচক্রের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া যান। অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্রমা সকল লোকের স্পৃহনীয় হয়, অতএব বিজিগীষু রাজা সর্ব্বদা পূর্ণমণ্ডল হইবেন। প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও সৈন্য এই পাঁচটিকে বিজিগীষুর প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, ঐ পাঁচটি এবং মিত্র ও রাজা এই সপ্ত প্রকৃতি লইয়া রাজ্য হয়। যিনি প্রকৃতি সম্পন্ন, মহোৎসাহ ও শ্রমশীল হইয়া জয় লাভের ইচ্ছা করেন, তিনিই বিজিগীষু। কৌলীন্য, বৃদ্ধসেবা, উৎসাহ, উদার দৃষ্টি, চিত্তজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রগল্‌ভতা, সত্যবাদিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, অক্ষুদ্রতা, প্রশ্রয়, স্বপ্রধানতা, দেশ কালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, সর্ব্ব ক্লেশ সহিষ্ণুতা, সকলের বিশেষজ্ঞতা, দক্ষতা, গূঢ় মন্ত্রণা, অবিসম্বাদ, শৌর্য্য, ভক্তিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা, শরণাগত বাৎসল্য, অমর্ষিতা, ধীরতা কার্য্যকালে শাস্ত্র দৃষ্টি, কৃতিত্ব, দীর্ঘ দর্শিতা, শ্রমজয়, ধর্ম্ম, পরিবারগণের অক্রূরতা ও প্রজাগণের উন্নতি এই কএকটি বিজিগীষুর গুণ। যিনি প্রতাপবান্, অন্য গুণ না থাকিলেও তিনিই রাজা হন; এবং সিংহ যেমন মৃগগণকে, প্রতাপশালী ব্যক্তিরা সেই রূপ শত্রুগণকে দূরীকৃত করেন। প্রতাপ থাকিলে রাজা অত্যন্ত উন্নতি লাভ করেন, অতএব উদ্‌যোগ সহকারে উৎকৃষ্ট প্রতাপ উপার্জ্জন করিবেন। যাঁহারা একই বিষয়ে অবহিত হন, তাঁহারা পরস্পর ভিন্ন। যাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিজিগীষু গুণ সমুদায় থাকে, তিনিই নিদারুণ শত্রু। যে শত্রু লুব্ধ, ক্রূর, অলস, অসত্যপরায়ণ, অনবধান, ভীরু, অস্থির, মূর্খ, ও যোদ্ধাগণের অবজ্ঞাতা, তাঁহাকে অনায়াসে পরাজয় করে।

যথাক্রমে বিজিগীষুর সম্মুখস্থ অরি, মিত্র, অরি মিত্র, মিত্র-মিত্র, এবং অরি মিত্র মিত্র এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ এই উভয়ের দুই আসার বিজিগীষুর মণ্ডল। যে রাজা অরি ও বিজিগীষু এই উভয়ের অব্যবধানে বাস করেন, তিনি মধ্যম, অরি ও বিজিগীষু পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে তিনি তাহাদিগকে বধ করিতে ও মিলিত থাকিলে অনুগ্রহ করিতে পারেন, এই সমুদায় মণ্ডলের উপর উদাসীন রাজা অধিকতর বলবান্; এই সমুদায় মণ্ডল পরস্পর পৃথক্ হইলে তিনি বধ করিতে ও মিলিত থাকিলে অনুগ্রহ করিতে পারেন। অরি, মিত্র, অরি মিত্র, ও মিত্র মিত্র এই চারিটি মূল প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, মন্ত্র কুশল ময় চারিটিকে মণ্ডল বলিয়া থাকেন। পুলোমা ও ইন্দ্র বিজিগীষু, অরি, মিত্র পার্ষ্ণিগ্রাহ, মধ্যম, ও উদাসীন এই ছয়টিকে মণ্ডল বলিয়াছেন। শুক্রাচার্য্য বলেন, বিজিগীষু, অরি, মিত্র, অরি মিত্র, মিত্র মিত্র, অরি মিত্র মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, আসার দ্বয়, উদাসীন, ও মধ্যম, এই দ্বাদশ রাজা লইয়া একটি মণ্ডল হয়। কেহ কেহ বলেন এই দ্বাদশ রাজা এবং ইঁহাদিগের প্রত্যেকের দ্বাদশ অরি ও দ্বাদশ মিত্র এই ষট্‌ত্রিংশৎ রাজা লইয়া এক মণ্ডল হয়; ময় ও আবার এই মত বলেন। লোকে দ্বাদশ রাজার প্রত্যেকের অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও সৈন্যকে প্রকৃতি বলিয়া জানে। এই দ্বাদশ মূল প্রকৃতি ও ইহাদের প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি পাঁচ পাঁচ প্রকৃতি সমুদায়ে দ্বিসপ্ততি প্রকৃতি মণ্ডল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অরির অরি, মিত্রের অরি, অরি মিত্র মিত্র মিত্র এবং অরির অরির ও মিত্রের অরির অরি ও মিত্র এই ছয় এবং দ্বাদশ মূল রাজা, বৃহস্পতি এই অষ্টাদশকে মণ্ডল বলেন। কবিগণ এই অষ্টাদশের প্রত্যেকের অমাত্য, রাষ্ট্র, কোষ, দুর্গ, সৈন্য, সুহৃৎ সমুদায়ে অষ্টোত্তর শতকে মণ্ডল বলিয়া জানেন। বিশালাক্ষ বলেন, এই অষ্টাদশ এবং ইহাদের প্রত্যেকের অরি ও মিত্র সমুদায়ে

চতুঃপঞ্চাশৎ লইয়া মণ্ডল হয়। কেহ বা এই চতুঃপঞ্চাশৎ রাজার প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি ছয় ছয় লইয়া ত্রিশত চতুর্ব্বিংশতিকে মণ্ডল বলেন। কেহ বা বিজিগীষু ও অরি এই উভয়ের প্রত্যেকের সপ্ত অঙ্গ লইয়া সমুদায়ে চতুর্দ্দশকে মণ্ডল বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বিজিগীষু, অরি ও মধ্যম এই তিনকে, কেহ কেহ বা ঐ তিন ও উহাদের প্রত্যেকের মিত্র এই ছয়কে মণ্ডল বলেন। কোন কোন মণ্ডলবেত্তা এই ছয় রাজার প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি ছয় প্রকৃতি ধরিয়া সমুদায়ে ছত্রিশটিকে মণ্ডল বলেন। অন্য নীতি বাদীগণ বিজিগীষু, অরি ও মধ্যম এই তিনের সাত সাত প্রকৃতি লইয়া একবিংশতি প্রকৃতিকে মণ্ডল গণনা করেন।

কোন কোন মণ্ডলজ্ঞ বলেন, বিজিগীষুর পুরোবর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী দশ রাজা লইয়া একটি মণ্ডল হয়, কেহ কেহ ঐ দশ রাজার প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি ছয় প্রকৃতি ধরিয়া সমুদায়ে ষাটিকে মণ্ডল বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা বিজিগীষু, তাহার পুরোবর্ত্তী অরি ও মিত্র ও পশ্চাদ্বর্ত্তী অরি ও মিত্র এবং ইহাদের প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি লইয়া ত্রিংশৎ প্রকৃতিকে মণ্ডল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিপক্ষের ও এই প্রকার পঞ্চাত্মক মণ্ডল ত্রিংশৎ প্রকৃতিতে যোজনা করেন। পরাসর কহিয়াছেন যে, দুটি প্রকৃতিই ন্যায্য, প্রথম অভিযোক্তা দ্বিতীয় অভিযোজ্য। কাহারও মতে উভয়ের প্রতি উভয়ের অভিযোগ নিবন্ধন বিজিগীষু ও অরি উভয়েই এক প্রকৃতি। এই রূপে নানা প্রকার মণ্ডল পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু দ্বাদশ রাজা লইয়াই যে মণ্ডল তাহাই সর্ব্ব লোকে প্রসিদ্ধ। যাহার আট শাখা চারি মূল ষাটি পত্র দুই আধার ছয় পুষ্প ও তিন ফল, যিনি তাদৃশ বৃক্ষের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই নীতিবিৎ।

পার্ষ্ণিগ্রাহ ও তাহার আসার এবং আক্রন্দ ও তাহার আসার যথাক্রমে বিজিগীষুর শত্রু ও মিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। দুই মিত্র দ্বারা পশ্চাদ্বর্ত্তী দুই অরিকে নিগ্রহ করিয়া সম্মুখে গমন করিবেন। এই রূপ পুরোবর্ত্তী দুই মিত্র দ্বারা অরি ও অরিমিত্রকে, এবং কৃত কৃত্য উভয় মিত্র দ্বারা অরি মিত্রের মিত্রকে নিপীড়ন করিয়া পশ্চাৎ গমন করিবেন। আক্রন্দ ও আপনা দ্বারা পার্ষ্ণিগ্রাহকে এবং আক্রন্দ ও আক্রন্দের আসারকে পীড়ন করিবেন। মিত্র ও আপনা দ্বারা ঋপুকে উচ্ছেদ করিবেন। মিত্র ও মিত্র মিত্র দ্বারা অরিমিত্রকে এবং উভয়-মিত্র ও মিত্রামিত্র দ্বারা অরিমিত্র মিত্রকে পীড়ন করিবেন। বিজিগীষু নিরন্তর উদ্যোগী হইয়া এইরূপে অহিতকারী শত্রুগণকে পীড়ন করিবেন। জয়োদ্যোগী বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক উভয়ত নিপীড়িত হইলে শত্রুগণ উচ্ছিন্ন ও বশীভূত হয়।

সর্ব্বপ্রকার উপায় দ্বারা সামান্য মিত্রগণকে আত্মসাৎ করিবেন; শত্রুগণ মিত্র হইতেই উচ্ছিন্ন ও সুখচ্ছেদ্য হয়। কোন না কোনপ্রকার কারণ বশতই শত্রুতা বা মিত্রতা উৎপন্ন হয়; অতএব যে কারণে শত্রুতা জন্মে তাহা পরিত্যাগ করিবেন। সর্ব্বত্রই প্রাধান্য রূপে সকল প্রজার সংসর্গ করিবেন, প্রজাগণের সংসর্গ বশতই রাজা সর্ব্বাঙ্গীন শ্রী লাভ করেন। দুরাচারী,মণ্ডল সম্পন্ন স্থান দুর্গনিবাসী রাজাগণের সহিত মিত্রতা করিবেন। তাঁহারা তদ্গত প্রাণ হইয়া মিত্রের মণ্ডল সাধন করেন। মধ্যম রাজা মিত্র দ্বারা অধিকরণ হইয়া জয়েচ্ছায় যাত্রা করিবেন, অশক্ত হইলে অরির সহিত একীভূত হইয়া থাকিবেন, অথবা সন্ধি করিয়া নত হইবেন। শত্রু দুই প্রকার সহজ ও কার্য্যজ; স্বকুলোৎপন্ন শত্রুসহজ ও তদ্ভিন্ন সকল শত্রু কার্য্যজ। বিদ্বানেরা বলেন, যথাকালে উচ্ছেদ, অপচয় পীড়ন ও কর্ষণ শত্রুর প্রতি এই চারিপ্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য। আচার্য্যেরা শত্রুকে কোষ ও সৈন্য শূন্য করা ও তাহার প্রধান অমাত্যকে বধ করাকে কর্ষণ ও আর সকলকে পীড়ন করিয়াছেন। স্বরাজ্যে অব্যবহিত, সম্পন্ন শত্রু আশ্রয়হীন বা দুর্ব্বলের আশ্রিত হইলে তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন। দুর্গ বা সাধু সম্মত মিত্রকে আশ্রয় কহে; আশ্রয়াভিমানী অরিগণকে কর্ষণ ও পীড়ন করিবেন। যে শত্রু ছিদ্র, কর্ম্ম ও ধন আনিতেছে. সেই শত্রু অন্তর্গত অনল যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে, সেইরূপ রাজাকে দগ্ধ করে। যে মিত্রের অরিতা ও মিত্রতা উভয়ই আছে, যিনি পক্ষপাত অবলম্বন করিয়া চলেন, ইন্দ্রের ত্রিরাশিকে উচ্ছেদ করিবার ন্যায় সত্বর হইয়া তাহাকে উচ্ছিন্ন করিবেন। আপনার উচ্ছেদ নাহয়, এই নিমিত্ত বলবান্ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও বিপন্ন শত্রুর অপচয় করিবেন। যাহাকে উচ্ছেদ করিলে অন্য লোক শত্রু হইয়া উঠে, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা না করিয়া হস্তগত করিয়া রাখিবেন। যে বংশাগত শত্রু দুর্দ্ধর্ষ হইয়া চলে, তাহাকে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত তদ্বংশীয় এক ব্যক্তিকে উন্নত করিবেন, বিষ বিষদ্বারাই জীর্ণ হয়, বজ্র বজ্র দ্বারাই বিদীর্ণ হয়, গজেন্দ্রই গজেন্দ্রকে শীর্ণ করে, মৎস্যই মৎস্যকে গ্রহণ করে, জ্ঞাতিই জ্ঞাতিকে ধ্বংশ করে সন্দেহ নাই; রাম রাবণের উচ্ছেদের নিমিত্ত বিভীষণকে পূজা করিয়াছিলেন। যাহাতে মণ্ডল ক্ষোভ হয়, মেধাবী ব্যক্তি তাহা না করিয়া প্রজারঞ্জন ক-

রিবেন। শাম, দান ও মান দ্বারা আত্মীয়গণের মনোরঞ্জন করিবেন, এবং ভেদ ও দণ্ড দ্বারা পরকীয় গণকে উচ্ছিন্ন করিবেন। সমস্ত মণ্ডলামিত্র ও অমিত্রগণে ব্যাপ্ত, এবং সকল লোকই স্বার্থপর, মধ্যস্থ হইতে পারে এমন লোক কোথা? ভোগের নিমিত্ত আগত, প্রকৃতি বিরুদ্ধ ব্যক্তি মিত্র হইলেও তাহাকে উপপীড়ন করিবেন। যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিকৃত, তাহাকে সংহার করিবেন; ঈদৃশ পাপীয়ান্ ঋপু মধ্যে পরিগণিত। অমিত্রগণের উপকার করিবেন; এবং অহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত মিত্রগণকেও পরিত্যাগ করিবেন। যিনি হিত কার্য্যে বদ্ধ করেন, ও হিত কার্য্যের আদর করেন, তিনিই বন্ধু; এবং যিনি উপকার করেন, তিনি বিরক্তই হউন আর অনুরক্তই হউন, তিনিই মিত্র, বারংবার বিচার করিয়া যে মিত্রের দোষ অবগত হইবেন, তাহাকেই পরিত্যাগ করিবেন; যিনি নির্দ্দোষ মিত্রকে পরিত্যাগ করেন, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থকে নষ্ট করেন। সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই স্বয়ং দোষ গুণের অনুসন্ধান করিবেন; স্বজ্ঞাত দোষের উপরেই দণ্ড দান প্রশংসনীয়। যথার্থ রূপ না জানিয়া কখনও ক্রোধ করিবে না; যিনি নিরপরাধের উপর কুপিত হন, লোকে তাঁহাকে সর্পের ন্যায় বোধ করে।

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মিত্রগণের বৈলক্ষণ্য অবগত হইবেন; জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম গুলিও পৃথক্ পৃথক্। মিথ্যা অভিযোগ করিবেন না ও শুনিবেন না; যাহারা মিত্র ভেদ করে, তাহাদের সকলকেই পরিত্যাগ করিবেন। ভেদাদি-সমুত্থিত, মৎসর প্রয়োজিত, পক্ষপাত জনিত, উপন্যাস চ্ছলে উচ্চারিত ও সংশয়িত, বাক্য সকল বুঝিতে হইবে। স্বয়ং প্রকাশ্য রূপে সুহৃদ্ গণের পক্ষ গ্রহণ করিবেন না; শীঘ্রই তাঁহাদিগের পরস্পরের মাৎসর্য্য অবধারণ করিবেন। কালজ্ঞ ব্যক্তি কার্য্যের গৌরব অনুসারে নিকৃষ্ট লোকেরও বাস্তবিক দোষ সকল প্রচ্ছন্ন করিয়া অবাস্তবিক গুণ সকলও বলিবেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মিত্রই সংগ্রহ করিবেন; কেন না, যাঁহার বহু মিত্র থাকে, তিনি ঋপুগণকে বশীভূত রাখিতে পারেন। তাদৃশ আপদের প্রতিকার কার্য্যে ভ্রাতাও থাকেন না, পিতাও থাকেন না, অন্য লোকও থাকেন না; কিন্তু সাধু মিত্র অবস্থান করেন। যাঁহারা দৃঢ়ব্রত মিত্রগণ দ্বারা অমিত্রগণকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। মণ্ডলজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই প্রকার মণ্ডল বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা করেন। মিত্র উদাসীন ও অরি, ইহাই প্রকৃত মণ্ডল; ইহাদিগের সম্যক্ শোধনই মণ্ডল শোধন।

রাজা এই প্রকার নীতি পথে গমন পূর্ব্বক উদ্‌যোগী হইয়া মণ্ডল শোধন করিবেন; যাঁহার সমুদায় মণ্ডল সম্যক্ সংশোধিত হইয়াছে, তিনি শারদ শশধরের ন্যায় প্রজাগণের আনন্দ জনক হইয়া বিরাজমান থাকেন।

—০—

Extracted from Colenso's

"PENTATEUCH AND BOOK OF JOSHUA CRITICALLY EXAMINED, *Part I.*"

Introductory Remarks.

1. The first five books of the Bible,—commonly called the Pentateuch (Pentateachus, se, liber) or Book of five Volumes,—are supposed by most English readers of the Bible to have been written by Moses, except the last chapter of Deuternomy, which records the death of Moses, and which, of course, it is generally allowed, must have been added by another hand, perhaps that of Joshua. It is believed that Moses wrote under such special guidance and teaching of the Holy spirit, that he was preserved from making any error in recording those matters, which came within his own cognisance, and was instructed also in respect of events, which took place before he was born,—before, indeed, there was a human being on the earth to take note of what was passing. He was in this way, it is supposed,enabled to write a true account of the Creation. And, though theaccounts of the Fall and of the Flood,as well as of later events,which happened in the time of Abraham, Isaac, and Jacob, may have been handed down by tradition from one generation to another, and even, some of them, perhaps written down in words, or represented in hieroglyphics, and Moses may, probably, have derived assistance from these sources also in the composition of his narrative, yet in all his statements, it is believed, he was under such constant control and superintendence of the spirit of God, that he was kept from making any serious error, and certainly from writing anything altogether untrue. We may rely with undoubting confidence,—such is the statement usually made—on the historical veracity, and infallible accuracy, of the Mosaic narrative in all its main particulars.

Thus, Archdeacon Pratt writes, *Science and Scripture not at variance, P.* 102;—

"By the inspiration of Holy Scripture I understand, that the Scriptures were written under the guidance of the Holy Spirit, who com-

municated to the writers facts before unknown, directed them in the selection of other facts already known, *and preserved them from error of every kind in the records they made.*"

2. But, among the many results of that remarkable activity in scientific enquiry of every kind, which, by God's own gift, distinguishes the present age, this also must be reckoned, that attention and labor are now being bestowed, more closely and earnestly than ever before, to search into the real foundations for such a belief as this. As the Rev. A. W. Haddan has well said, (Replies to Essays and Reviews, P. 349)—

"It is a time when religious questions are being sifted with an apparatus of knowledge, and with faculties and a temper of mind, seldom, if ever, before brought to bear upon them. The entire creation of new departments of knowledge, such as philology,—the discovery, as of things before absolutely unknown, of the physical history of the globe,—the rising from the grave, as it were, of whole periods of history contemporary with the Bible, though newly found or newly interpreted monuments,—the science of manuscripts and of settling texts,—all these, and many more that might be named, embrace in themselves a whole universe of knowledge bearing upon religion, and specially upon the Bible, to which our fathers were utter strangers. And beyond all these is the change in the very spirit of thought itself, equally great, and equally appropriate to the conditions of the present conflict,—the transformation of history by the critical weighing of evidence, by the separation from it of the subjective and the mythical, by the treatment of it in a living and real way,—*the advance in Biblical Criticism, which has undoubtedly arisen from the more thorough application to the Bible of the laws of human criticism.*"

3. This must, in fact, be deemed, undoubtedly, the question of the present day, upon the reply to which depend vast and momentous interests. The time is come, as I believe, in the Providence of God, when this question can no longer be put by,—when it must be resolutely faced, and the whole matter fully and freely examined, if we would be faithful servants of the God of Truth. Whatever the result may be, it is our bounden duty to "buy the truth" at any cost, even at the sacrifice, if need be, of much, which we have hitherto held to be most dear and precious. We are certain that He, who has given us our reasoning powers, intends and requires us to use them, reverently and devoutly, but faithfully and diligently, in His service. We must 'try the spirits, whether they are of God'; we must 'prove all things and hold fast that which is good.' We must do this in watchfulness and prayer, as those who desire only to know the Will of God and do it. For, as Dr. Davidson has truly said, Introd, to the O. T. i, 151,—

"Piety, humility, and prayer are much needed here, by the side of acuteness and learning."

4. For myself, I have become engaged in this enquiry, from no wish or purpose of my own, but from the plain necessities of my position as a Missionary Bishop. I feel, however, that I am only drawn in with the stream, which in this our age is setting steadily in this direction, and swelling visibly from day to day. What the end may be, God only, the God of Truth, can foresee. Meanwhile, believing and trusting in His guidance, I have launched my bark upon the flood, and am carried along by the waters. Most gladly would I have turned away from all such investigations as these, if I *could* have done so,—as, in fact, I did, until I could do so no longer. It is true that my very office as a Clergyman, and much more as a Bishop, required me 'faithfully to exercise myself in the Holy Scriptures.' But the study of the practical and devotional parts of Scripture for a long time occupied me sufficiently, to satisfy my conscience in respect of this vow. And though, of course, aware—as every thinking person must be—of some serious difficulties, which present themselves in reading the earlier portions of the Bible, I have been content to rest satisfied that the belief, in which so many thousands of pious and able minds, of all ages and countries, have acquiesced, must be,—in its main particulars, at least,—correct.

5. There was a time, indeed, in my life, before my attention had been drawn to the facts, which make such a view impossible for most reflecting and inquiring minds, when I could have heartily assented to such language as the following, which BURGON, *Inspiration, and Interpretation*, P. 89, asserts to be the creed of orthodox believers, and which, probably, expresses the belief of many English Christians at the present day:—

"The Bible is none other than *the voice of Him*

that sitteth upon the throne? Every book of it —every chapter of it—every verse of it,—every word of it—every syllable of it—(where are we to stop?) every letter of it—is the direct utterance of the Most High! The Bible is none other than the Word of God—not some part of it more, some part of it less, but all alike, the utterance of Him who sitteth upon the Throne —absolute—faultless—unerring—supreme."

Such was the creed of the school in which I was educated. God is my witness! what hours of wretchedness have I spent at times, while reading the Bible devoutly from day to day, and reverencing every word of it as the Word of God, when petty contradictions met me, which seemed to my reason to conflict with the notion of the absolute historical veracity of every part of Scripture, and which, as I felt, *in the study of any other book*, we should honestly treat as errors or misstatements, without in the least detracting from the real value of the book! But, in those days, I was taught that it was my duty to fling the suggestion from me at once, 'as if it were a loaded shell, shot into the fortress of my soul,' or to stamp out desperately, as with an iron heel, each spark of honest doubt, which God's own gift, the love of Truth, had kindled in my bosom. And by many a painful effort I succeeded in doing so for a season; though, while thus dealing with my own doubts, I never certainly presumed to think—with one who 'thanks God that' 'the cold shade of unbelief has never for an instant darkened his own spirit'—that each 'solitary doubter was paying the bitter penalty, doubtless, of his sin (!),' BURGON, *P*. ccix.

6. I thank God that I was not able long to throw dust in the eyes of my own mind,and do violence to the love of truth in this way. With increase of mental power and general knowledge, it was, I felt, impossible to maintain the extreme view above stated. And, without allowing that there actually were any real contradictions,—without, in fact, caring to examine too closely and curiously into the question,—yet, when feeling the pressure of such difficulties, I have taken refuge, as I imagine very many educated persons do in the present day, in some such thoughts as those, which Prof. HAROLD BROWNE recommends as a stay and support to the mind under such perplexities, *Aids to Faith*, *P* 317, 318,—

"If we believe that God has in different ages authorised certain persons to communicate objective truth to mankind,—if, in the Old Testament history and the books of the Prophets, we find manifest indications of the Creator,—it is then a secondary consideration, and a question in which we may safely agree to differ, whether or not every book of the Old Testament was written so completely under the dictation of God's Holy spirit, that every word, not only doctrinal, but also *historical or* scientific, must be infallibly correct and true... Whatever conclusion may be arrived at, as to the infallibility of the writers on matters of *science or of history*, still the whole collection of the books will be really the oracles of God, the scriptures of God, the record and depositary of God's supernatural revelations in early times to men... With all the pains and ingenuity, which have been bestowed upon the subject, no charge of error, even in matters of human knowledge, has ever yet been substantiated against any of the writers of Scripture. But, even if it had been otherwise, is it not conceivable that there might have been infallible Divine teaching in all things *spiritual* and *heavenly*, whilst, on mere matters of *history or of daily life*, Prophets and Evengelists might have been suffered to write as men? Even, if this were true, we need not be perplexed or disquieted, so we can be agreed that the divine element was ever such as to secure the infallible truth of Scripture *in all things divine*.

7. But my labors, as a translator of the Bible, and a teacher of intelligent catechumens, have brought me face to face with questions, from which I had hitherto shrunk, but from which, under the circumstances, I felt it would be a sinful abandonment of duty any longer to turn away. I have, therefore, as in the sight of God Most High, set myself deliberately to find the answer to such questions, with, I trust and believe, a sincere desire to know the Truth, as God wills us to know it, and with a humble dependence on that Divine Teacher, who alone can guide us into that knowledge, and help us to use the light of our minds aright. The result of my enquiry is this, that I have arrived at the conviction,—as painful to myself at first, as it may be to my reader, though painful now no longer under the clear shining of the Light of Truth, that the Pentateuch, as a whole, cannot possibly have been written by Moses, or by any one acquainted personally with the facts which it professes to describe, and, further, that the (so called) Mosaic narrative, by whomsoever

written, and though imparting to us, as I fully believe it does, revelations of the Divine Will and Character, cannot be regarded as *historically true.*

8. Let it be observed that I am not here speaking of a number of petty variations and contradictions, such as, on closer examination, are found to exist throughout the books, but which may be in many cases sufficiently explained, by alleging our ignorance of all the circumstances of the case, or by supposing some misplacement, or loss, or corruption, of the original manuscript, or by suggesting that a later writer has inserted his own gloss here and there, or even whole passages, which may contain facts or expressions at variance with the true Mosaic Books, and throwing an unmerited suspicion upon them. However perplexing such contradictions are, when found in a book which is believed to be divinely infallible, yet a humble and pious faith will gladly welcome the aid of a friendly criticism, to relieve it in this way of its doubts. I can truly say that I would do so heartily myself.

Nor are the difficulties, to which I am now referring, of the same kind as those, which arise from considering the accounts of the Creation and the Deluge, (though these of themselves are very formidable,) or the stupendous character of certain miracles, as that of the sun and moon standing still,—or the waters of the river Jordan standing in heaps as solid walls, while the stream, we must suppose, was still running,—or the ass speaking with human voice, or the miracles wrought by the magi cians of Egypt, such as the conversion of a rod into a snake and the latter being endowed with life. They are not such, even, as are raised, when we regard the trivial nature of a vast number of conversations and commands, ascribed directly to Jehovah, especially the multiplied ceremonial minutiæ, laid down in the Levitical Law. They are not such, even, as must be started at once in most pious minds, when such words as these are read, professedly coming from the Holy and Blessed One, the Father and 'Faithful Creator' of all mankind; —

'If the master (of a Hebrew servant) have given him a wife, and she have borne him sons or daughters, *the wife and her children shall be her master's*, and he, shall go out free by himself," E. XXI,4;

The wife and children in such a case being placed under the protection of such other words as these;—

'If a man smite his servant or his maid, with a rod, and he die under his hand, he shall be surely punished. *Notwithstanding*, if he continue a day or two, he shall not be punished; *for he is his money*.'
E. XXI, 20, 21.

9. I shall never forget the revulsion of feeling, with which a very intelligent Christian native, with whose help I was translating these words into the Zulu tongue, first heard them as words said to be uttered by the same great and gracious Being, whom I was teaching him to trust in and adore. His whole soul revolted against the notion, that the Great and Blessed God, the Merciful Father of all mankind, would speak of a servant or maid as mere 'money;' and allow a horrible crime to go unpunished, because the victim of the brutal usage had survived a few hours. My own heart and conscience at the time fully sympathised with his. But I then clung to the notion, that the main substance of the narrative was historically true. And I relieved his difficulty and my own for the present by telling him, that I supposed that such words as these were written down by Moses, and believed by him to have been divinely given to him, because the thought of them arose in his heart, as he conceived, by the inspiration of God, and that hence to all such Laws he prefixed the formula, 'Jehovah said unto Moses,' without it being on that account necessary for us to suppose that they were actually spoken by the Almighty. This was, however, a very great strain upon the cord, which bound me to the ordinary belief in the historical veracity of the Pentateuch; and since then that cord has snapped in twain altogether.

10. But I wish to repeat here most distinctly that my reason, for no longer receiving the Pentateuch as historically true, is not that I find insuperable difficulties with regard to the *miracles*, or supernatural *revelations* of Almighty God, recorded in it, but solely that I cannot, as a true man, consent any longer to shut my eyes to the absolute, palpable, self-contradictions of the narrative. The notion of miraculous or supernatural interferences does not present to my own mind the diffi-

culties which it seems to present to some. I could believe and receive the miracles of Scripture heartily, if only they were authenticated by a veracious history; though, if this is not the case with the Pentateuch, any miracles, which rest on such an unstable support, must necessarily fall to the ground with it. The language, therefore, of Prof. MANSEL. *Aids to Faith*, P. 9, is wholly inapplicable to the present case;—

"The real question at issue, between the believer and unbeliever in the Scripture miracles, is not whether they are established by sufficient testimony but whether they can be established by any testimony at all.

And I must equally demur to that of Prof. BROWNE, *Aids to Faith* P, 296, who, in his Essay, admirable as it is for its general candour and fairness, yet implies that doubts of the Divine Authority of any portion of the Scriptures *must*, in all or most cases, arise from 'unbelieving opinions,' while 'criticism comes afterwards.' Of course, a *thorough searching* criticism *must*, from the nature of the case, 'come afterwards.' But the 'unbelieving opinions' in my own case, and, I doubt not, in the case of many others, have been the necessary consequence of my having been led, in the plain course of my duty, to shake off the incubus of a dogmatic education, and steadily look one or two facts in the face. In my case, critical enquiry to some extent has preceeded the formation of these opinions; but the one has continually reacted on the other,

11. For the conviction of the unhistorical character of the (so called) Mosaic narrative seems to be forced upon us, by the consideration of the many absolute *impossibilities* involved in it, when treated as relating simple matters of fact, and without taking account of any argument, which throws discredit on the story merely by reason of the miracles, or supernatural appearances, recorded in it, or particular laws, speeches, and actions, ascribed in it to the Divine Being. We need only consider well the statements made in the books themselves, by whomsoever written, about matters which they profess to narrate as facts of common history,—statements, which every Clergyman, at all events, and every Sunday School Teacher, not to say, every Christian, is surely bound to examine thoroughly; and try to understand rightly, comparing one passage with another, until he comprehends their actual meaning, and is able to explain that meaning to others. If we do this, we shall find them to contain a series of manifest contradictions and inconsistencies, which leave us, it would seem, no alternative but to conclude that main portions of the story of the Exodus, though based, probably, on some real historical foundation, yet are certainly not to be regarded as historically true.

12 The proofs, which seem to me to be conclusive on this point, I feel it to be my duty, in the service of God and the Truth, to lay before my fellow—men, not without a solemn sense of the responsibility which I am thus incurring, and not without a painful foreboding of the serious consequences which, in many cases, may ensue from such a publication. There will be some now, as in the time of the first preaching of Christianity, or in the days of the Reformation, who will seek to turn their liberty into a 'cloke of lasciviousness.' 'The unrighteous will be unrighteous still; the filthy will be filthy still.' The heart, that is unclean and impure, will not fail to find excuse for indulging its lusts, from the notion that somehow the very principle of a living faith in God is shaken, because belief in the Pentateuch is shaken. But it is not so. Our belief in the Living God remains as sure as ever, though not the Pentateuch only, but the whole Bible, were removed. It is written on our hearts by God's own Finger, as surely as by the hand of the Apostle in the Bible, that 'GOD IS, and is a rewarder of them that diligently seek him.' It is written there also, as plainly as in the Bible, that 'God is not mocked;'—that, 'whatsoever a man soweth, that shall he also reap,'—and that 'he that soweth to the flesh, shall of the flesh reap corruption.

13. But there will be others of a different stamp,—meek, lowly, loving souls, who are walking daily with God, and have been taught to consider a belief in the historical veracity of the story of the Exodus an essential part of their religion, upon which, indeed, as it seems to them, the whole fabric of their faith and hope in God is based. It is not really so; the Light of God's Love did not shine—less truly on pious minds, when Enoch 'walked with God' of old, though

there was then no Bible in existence, than it does now. And it is perhaps, God's Will that we shall be taught in this our day, among other precious lessons, not to build up our faith upon a Book, though it be the Bible itself, but to realise more truly the blessedness of knowing that He Himself, the Living God, our Father and Friend is nearer and closer to us than any book can be,—that His Voice within the heart may be heard continually by the obedient child that listens for it, and *that* shall be our Teacher and Guide, in the path of duty, which is the path of life, when all other helpers—even the words of the Best of Books—may fail us.

14. In discharging, however, my present duty to God and to the Church, I trust I shall be preserved from saying a single word that may cause *unnecessary* pain to those who now embrace with all their hearts, as a primary article of Faith, the ordinary view of Scripture Inspiration. *Pain*, I know, I must cause to some. But I feel very deeply that it behoves every oue, who would write on such a subject as this, to remember how closely the belief in the historical truth of every portion of the Bible is interwoven, at the present time, in England, with the faith of many, whose piety and charity may far surpass his own. He must beware lest, even by rudeness or carelessness of speech, he 'offend one of these little ones;' while yet he may feel it to be his duty, as I do now, to tell out plainly the truth, as God, he believes, has enabled him to see it. And that truth in the present instance, as I have said, is this, that the Pentatench, as a whole, was not written by Moses, and that, with respect to some, at least, of the chief portions of the story, it cannot be regarded as historically true. It does not, on that account, cease to 'contain the true Word of God,' to enjoin 'things necessary for salvation,' to be 'profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness.' It still remains an integral portion of that Book, which, whatever intermixture it may show of human elements,—of error, infirmity, passion, and ignoranee,—has yet, through God's providence, and the special working of His Spirit on the minds of its writers, been the means of revealing to us His True Name, the Name of the only Living and True God, and has all along been, and, as far as we know, will never cease to be, the mightiest instrument in the hand of the Divine Teacher, for awakening in our minds just conceptions of His Character, and of His gracious and merciful dealings with the children of men. Only we must not attempt to put into the Bible what we think *ought* to be there; we must not indulge that 'forward delusive faculty,' as Bishop Butler styles the imagination,' and lay it down for certain beforehand that God could only reveal Himself to us by means of an *infallible* Book. We must be content to take the Bible as it is, and draw from it those Lessons which it really contains. Accordingly, that which I have done, or endeavoured to do, in this book, is to make out from the Bible—at least, from the first part of it —what account it gives of itself, what it really is, what, if we love the truth, we must understand and believe it to be, what, if we will speak the truth, we must represent it to be.

15. I shall omit for the present a number of plain, but less obvious, indications of the main point which I have asserted; because it may be possible, in some, at least, of such cases, to explain the meaning of the Scripture words in some way, so as to make them agree with known facts, or with statements seemingly contradictory, which are made elsewhere. My object will first be to satisfy the reader's mind as soon as possible that the case is certainly as I have stated it, that so he may go on with the less hesitation, and pursue with me the much more difficult enquiry into the real origin and meaning of these books. I shall endeavour to relieve him at once, in the very outset of our investigations from that painful sense of fear and misgiving, which now I imagine, deters so many, as it has so long deterred me, from looking resolutely and deliberately into the matter, and applying to these books the same honest, though respectful, criticism, which they would apply to other writings, however highly esteemed. So long as the spirit is oppressed with this sense of dread, it is impossible to come to the consideration of the matter before us with the calmness, and composure of mind, which the case requires. In this way, also, we shall best be able to disentangle the subject from the mass of sophistical arguments, which, as will appear abundantly in the course of this work, have been adduced by various

writers in support of the ordinary view, and which will never cease to be adduced by well meaning writers, and be eagerly acquiesced in by pious minds, so long as it is assumed *a priori*, as an Article of Faith, that the Pentateuch, as God's word,is,therefore, also as an historical record in all its parts, infallibly true, and that consequently, *some* account *must* be given, however far-fetched and unsatisfactory, of the strange phenomena, which it presents to a thoughtful and enquiring reader.

16. It may not be easy, nor even possible, to determine with absolute certainty, when, and by whom, and under what pecular circumstances, the different portions of the Pentateuch were written ; though I shall hope to show, as we proceed, that much light may be thrown upon this point. But, in order to elucidate it more fully, we need the cooperation of many minds of different quality, who shall engage themselves vigorously in the enquiry, with the different talents which God has vouchsafed to them, and with the help of all the aids of modern science. At present there are but few, comparatively,—in England, at all events,—who have devoted themselves in a pious and reverent spirit to these studies. The number, indeed, of such students,is increasing and will, I am sure, increase daily. But still there are not a few, who are unwilling to disturb, it may be, the repose of their souls, by examining into the fundamental truth of matters, which are believed, or, at least, acquiesced in, by the great mass of christendom. And there are others, who dread lest, in making such enquiries, they shall, perhaps, be going 'beyond what is written,' and who shrink, as from an act of sacrilege, from the very thought of submitting, what they deem to be, in the most literal sense, the very Word of God, to human criticism.

17. Nevertheless, I believe, as I have said, that the time is come, in the ordering of God's Providence and in the history of the world, when such a work as this must be taken in hand, not in a light and scoffing spirit but in that of a devout and living faith, which seeks only Truth, and follows fearlessly its footsteps,—when such questions as these must be asked,—be asked reverently, as by those who feel that they are treading on holy ground,—but be asked firmly, as by those who would be able to give an account of the hope which is in them, and to know that the grounds are sure, on which they rest their trust for time and for Eternity. The spirit, indeed, in which such a work should be carried on, cannot be better described than in the words of BURGON, who says, *P.* C X II ;—

Approach the volume of Holy Scripture with the same candour, and in the same unprejudiced spirit, with which you would approach any other famous book of high antiquity. Study it with, at least, the same attention. Give, at least, equal heed to *all* its statements. Acquaint yourself at least as industriously with its method and principle, employing and applying either with at least equal fidelity in its interpretation. *Above all, beware of playing tricks with its plain language.* Beware of suppressing any part of the evidence which it supplies to its own meaning. Be truthful and unprejudiced and honest, and consistent and logical, and exact throughout, in your work of interpretation.

And again he writes, commending a closer attention to Biblical studies to the younger members of the University of Oxford, *P.* 12.

I contemplate the continued exercise of a most curious and prying, as well as a most vigilant and observing eye. *No* difficulty is to be neglected; *no* peculiarity of expression is to be disregarded, *no* minute detail is to be overlooked. The hint, let fall in an earlier chapter, is to be compared with a hint let fall in the later place. *Do they tally or not ? And what follows ?*

Bishop BUTTLER also truly observes, *Analogy of Religion*, Part II. chap. VIII, i, 1,—

The Scripture—history in general is to be admitted as an authentic genuine history, till some what positive be alleged sufficient to invalidate it.

But he adds—

General incredibility in the things related, or inconsistence in the general turn of the history, would prove it to be of no authority.

——oo——

বিজ্ঞাপন।

মহাশয়েরা তিন টাকা বার আনা সত্বর পাঠাইবেন।
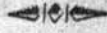
আমারদিগের এই কার্য্যালয়ে যাঁহারা ডাকের টিকিট প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অর্দ্ধ আনা বা এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট এখানে বিক্রয় করিতে হইলে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

—০—

বেদান্ত দর্শনের অধিকরণমালা পুস্তক সমুদায় মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র। যাঁহারা পূর্ব্বে কিয়ৎ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিলে তাহার শেষ কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ প্রথমাবধি চারি বৎসরের পত্রিকা পুস্তক, যাহা প্রথমে ২০, পরে ৩০, শেষে ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহার এক খণ্ড সম্প্রতি বিক্রেয় উপস্থিত হইয়াছে, মূল্য ৫০ টাকা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয় সমাজের কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৫ শকের শ্রাবণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	৩৮২।৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১৩।৵৫
	৬৯৫৸/১০
	৩৯০॥ ১০
ব্যয়	
সম্পাদকের হস্তে	৩০৫।/
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	১৬৶৫
কোং কাগজ	১০০০

—০—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র নন্দী	৫
" হরিমোহন নন্দী	৪
" রাজনারায়ণ দাস	৪
" রাজনারায়ণ ধর	২
" রামচন্দ্র পাল	২
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	২৵
" গোপলচন্দ্র পাল	২
" শ্যামলাল পাল	২
" গোপাললাল বসাক	১
" যাদবচন্দ্র দত্ত	১
" বঙ্কবিহারী গুপ্ত	১
" হরচন্দ্র রায়	১
" চমৎকারকৃষ্ণ ঘোষ	১
" গিরিশচন্দ্র মিত্র	১
" নন্দলাল দত্ত	১
অল্প দানের সমষ্টি	১॥০
	৩১॥৵০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঠাকুর	৩০
" রামগোপাল ঘোষ	১২
" ব্রজসুন্দর মিত্র	১০
" কাশীপ্রসাদ ঘোষ	৮
	৬০
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৶৫
	৯৪॥৶৫
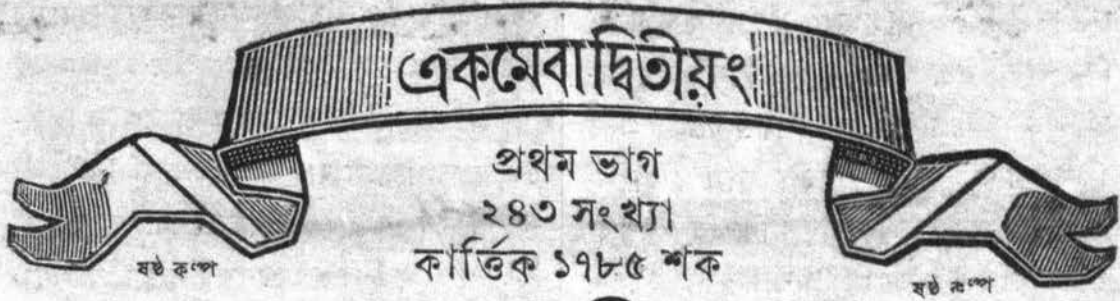
প্রথম ভাগ
২৪৩ সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৭৮৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মোন্নতি।

উন্নতি যে আমাদের নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই; কেন না প্রত্যেক মনুষ্যই উন্নতি লাভের নিমিত্ত ব্যস্ত রহিয়াছেন। মনুষ্য যখন যে কার্য্য করুন, তদ্দারা বাস্তবিক উন্নতি হউক আর নাই হউক, কোন না কোন বিষয়ে উন্নতি সাধন করাই যে তাহার উদ্দেশ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কি কৃষকদিগের কৃষি কার্য্য, কি বণিক্দিগের বাণিজ্য, কি বিদ্যার্থীর বিদ্যার্জ্জন, কি ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম সাধন; উন্নতিই তৎ সমুদায়ের লক্ষ্য। যেমন সুখ সকলেরই প্রিয় ও দুঃখ সকলেরই অপ্রিয়, সেই রূপ উন্নতি সকলেরই স্পৃহনীয় ও অনুন্নতি সকলেরই অসহ্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যথার্থ উন্নতি কি, তাহা অনেকে দেখিতে পান না, অনেকে দেখিতে চান না এবং অনেকে দেখিয়াও দেখেন না। তাঁহারা এমন উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছেন, কেবল পৃথিবীই যাহার আয়তন, এবং তাঁহাদের মৃত্যুই যাহার সীমা। উন্নতি শব্দ উচ্চারণ করিবা মাত্রই তাঁহারা সাংসারিক উন্নতিই বুঝিয়া লন। সংসার ভিন্ন উন্নতি সাধনের আর একটি বিষয় আছে, তাহার উন্নতি সাধন অত্যন্ত আবশ্যক, ইহা অনেকে মনে করিয়া থাকেন বটে কিন্তু কার্য্য কালে তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের উন্নতিই উন্নতি, তদ্ভিন্ন যে কার্য্য করিবে তাহাতেই সময়ের বৃথা ব্যয় হইবে। এই কুসংস্কার প্রায় অনেক হৃদয়কেই অধিকার করিয়া আছে। ধর্ম্ম চর্চ্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা দিন দিন দূরীভুত হইতেছে যথার্থ বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-চর্চ্চা যত লোকের জিহ্বাকে অধিকার করিয়াছে, ঐ কুসংস্কার তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। বাহ্য বিষয় ভিন্ন আর কোন্ পদার্থ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা যাহার উন্নতি সাধন করাই অধিকতর কর্ত্তব্য, ইহা অনেকের হৃদয়ে উদয়ই হয় না। কোন কোন ব্যক্তির মনে, জল-বিম্বের ন্যায় উদয় হইয়াই বাহ্য বিষয়ের আঘাতে তৎ ক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তির অধ্যবসায় অপেক্ষাকৃত অধিক,

তাঁহাদের মনে ঐ ভাব যেমন উদয় হয়, দুই চারি দিন অবস্থানও করে, কিন্তু যতই দিন যায়, ইন্দ্র ধনুর ন্যায় ক্রমে ক্রমে অ-ন্তর্হিত হইতে থাকে। পশুদিগের প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই; অনন্ত কাল স্থায়ী অ-নন্ত উন্নতির অধিকারী আত্মবান্ মনুষ্য যদি যথার্থ উন্নতির নিমিত্ত যত্ন না করেন, তাহা হইলেই শোক করিতে হয়। যিনি রত্ন খচিত স্বর্ণ রচিত সিংহাসনে উপবেশন করিবার অধিকারী, তিনি যদি তাল-পত্র নির্ম্মিত আসনের নিমিত্ত কাতর হইয়া বেড়ান, যিনি অনুত্তম প্রাসাদে অধিবাস করিবার যোগ্য, তিনি যদি পর্ণ কুটীর লাভের চেষ্টায় সমস্ত আয়ু সমর্পণ করেন, যিনি সৌভাগ্য ভোগ্য সুরম্য ভোজনের উপযুক্ত, তিনি যদি শাকান্নের জন্য চির জীবন লা-লায়িত হন, যিনি সহস্র সুবর্ণ লাভে সমর্থ, তিনি যদি একটি কপর্দ্দকের নিমিত্ত সমস্ত চেষ্টা একত্র করেন, তাহা হইলে অধিক-তর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। যে মানুষ সেই রাজরাজ দেব দেবের উদার ক্রোড়ে স্থান পাইবার যোগ্য, তিনি এই পৃথিবীর দুর্গন্ধময় সংকীর্ণ আলিঙ্গনে বদ্ধ হইবার নিমিত্তই জীবন ক্ষেপণ করিলেন; যিনি অনন্তের সঙ্গে থাকিয়া অনন্ত উন্নতি লাভ করিবেন, তিনি ক্ষণস্থায়ী ধন মান যশের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে চির নিবাসীর ন্যায় হইয়া মর্ত্ত্য উন্নতিকেই উন্নতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া দেখিতে লাগিলেন! যে আশা-নদী সেই অনন্ত সাগরে গিয়া বিশ্রাম ক-রিবে, তাহার বেগ এই পৃথিবী রূপ সংকীর্ণ কূপে বদ্ধ হইয়া কলুষিত হইতে লাগিল। মনুষ্য কোথা বিষয় পথ আরোহণ করিয়া সেই অমৃত ধামে উপস্থিত হইবেন, তাহা না হইয়া পথের পথিক হইয়া থাকাই শেষ চেষ্টা হইল। যাঁহার আত্মাকে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই এবং যিনি এত অল্প দর্শন শক্তি পাইয়াছেন যে মৃত্যু ভবনের পর এক অঙ্গুলি স্থানও দেখিতে পান না, আজি তাদৃশ দীন হীনের জন্য শোক করি-তেছি না। আত্ম বাদী পরলোক দর্শী মনুষ্য যে যথার্থ উন্নতির নিমিত্ত যত্ন না করেন, তাহাই পরিতাপের বিষয়। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাহ্য বিষয় অপেক্ষা একান্ত উন্নতির বিষয় আর একটি পদার্থ আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই আ-মাদের আত্মা; উন্নতিই ইহার জীবন, উন্নতিই ইহার লক্ষ্য এবং উন্নতিই ইহার মুক্তি। আত্মার উন্নতি সাধন করাই ধর্ম্মা-চরণের প্রধান উদ্দেশ্য। যে আত্মার উন্নতি হইতেছে, সেই আত্মাই জীবন লাভ করি-তেছে। আমাদের যাহা কিছু কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আত্মার উ-ন্নতি সাধন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য ও প্রধান অনুষ্ঠান। আর যে বিষয়ের উন্নতি কর, তাহা আত্মোন্নতির সহকারী বলিয়াই আবশ্যক। চির কাল আমার বলিয়া অধিকার করিতে পারি, এখানে এমন কোন পদার্থই নাই; এক আত্মাই আত্মাই সম্পদ্।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—ষষ্ঠ আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২৪শ্রাবণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্তৃক বিবৃত হয়।

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।

যুবা কালেই ধর্ম্মশীল হইবে—জীবনের কোন স্থিরতা নাই। যৌবন কালেই ধর্ম্ম হৃদয়ে প্রবেশ করে। যৌবন কালেই জ্ঞান উজ্জ্বল হয়, ঈশ্বরে অনুরাগ যায়—যৌবন কালেই হৃদয় প্রফুল্ল হয়—যৌবন

কালে ইচ্ছা ধর্ম্ম-বলে বলবতী হইয়া সংসারের সহস্র বিঘ্নের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। উষা কালে সূর্য্যের শোভার ন্যায়, যৌবন কালের প্রভায় আমারদের সমুদয় প্রকৃতি উজ্জ্বল হয়। তখন শরীরের সৌন্দর্য্য দীপ্তি পায়—তখন ধর্ম্মের ভাব বিকশিত হয়। যেমন প্রাতঃকালে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সেই রূপ যৌবন কালে মঙ্গল ভাব হৃদয়ে রাজত্ব করে—তাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হয়। জ্ঞান প্রফুল্লিত হয়—তখন বোধ হয়, যেন কোন অন্ধকার প্রদেশ হইতে উজ্জ্বল দেশে আসিতেছি। যে সকল মঙ্গল-ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রদীপ্ত হয়। শরীরের বল, জ্ঞানের বল, কল্পনার বল, ধর্ম্মের বল, সকলই প্রকাশ পায়। সমুদয় প্রকৃতিই তখন তেজস্বিনী হয়। শরীর নূতন বল ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া নূতন নূতন সত্য ধারণ করে। কল্পনা-শক্তি প্রবলা হইয়া সকল স্থানকে কবিত্ব-রসে রসান্বিত করে। ধর্ম্মের ভাবেও আত্মা তখন অলঙ্কৃত হয়। শরীরের ব্যায়াম দ্বারা তখন যদি শরীরকে সবল না করা যায়, বিদ্যাভ্যাস দ্বারা যদি মনের উন্নতি না করা যায়—তবে না সে শরীরের পুষ্টি হয়, না সে মন আর উন্নতি লাভ করিতে পারে। সেই রূপ তখন যদি মঙ্গল-ভাবকে, ধর্ম্ম-ভাবকে, হৃদয়ে পোষণ না কর—যদি ইচ্ছাকে স্বাধীন না রাখিয়া বিষয়-স্রোতেতেই ভাসিতে দেও—তবে সমুদয় প্রবৃত্তি ক্রমে নিস্তেজ ও হীন-বল হইয়া পড়ে। দেখ, সেই প্রথম বয়সে সততা কেমন সহজে আমারদিগকে অধিকার করে। তখন লোকের দুঃখে কেমন আমরা দুঃখী হই—দেশের উপকারের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি—সকল প্রকার কুরীতি ও কুসংস্কারের প্রতি কেমন আন্তরিক বিদ্বেষ হয়—ধর্ম্মের জন্য প্রাণকে কেমন লঘু বলিয়া বোধ হয়। যে ব্যক্তি যৌবন কাল অনর্থক ব্যয় করিল—তখন যে ব্যক্তি জ্ঞানেতে প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত না হইল—সে কি অমূল্য সময় বৃথা ক্ষেপণ করিল। যৌবন যদি ধর্ম্মের উৎসাহ-অগ্নিতে প্রজ্বলিত না হইল, তবে যখন তাহার উপরে সংসারের শীতল বারি পতিত হইবে, তখন কি সে আর উঠিতে পারিবে? তখন কি সে আর বিষয়-বুদ্ধির প্ররোচনা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে? কে না অবগত আছেন, যে যে সময় বিদ্যাভ্যাসের সময়, তখন অমনোযোগী হইয়া যদি সে সময়কে নষ্ট করা যায়; তবে দশ বৎসরে যে জ্ঞান উপার্জ্জন হইত, তাহা অশীতি বৎসরেও উপার্জ্জন করা যায় না। জ্ঞানের বিষয়ে যেমন, ধর্ম্ম-ভাবেও সেই প্রকার। সেই উদ্যম ও স্ফূর্ত্তির কালে যদি ব্রত-পরায়ণ না হইলে—যদি অল্প লোভে, অল্প ভয়েতেই, ব্রত ভঙ্গ করিলে—যদি ধর্ম্ম-বলে, ধর্ম্ম-সাহসে, আত্মাকে বলীয়ান্ না করিলে; তবে আপনার মহান্ অনিষ্ট সাধন করিলে। এক্ষণে দেখ, যুবারাই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার ব্রত-পালনে প্রাণ মন সমর্পণ করিতেছেন। এখন পুরাতন পত্র পড়িয়া যাইতেছে, নবীন পত্রে বৃক্ষের শোভা হইতেছে। যুবকেরা শত সহস্র প্রতিকূলতার বিপক্ষেও প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, 'সর্ব্ব-স্রষ্টা পরব্রহ্ম-রূপে সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না' এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য গুরু বিপত্তি-সকলও স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারদিগের কি কোন উৎসাহ-দাতা নাই? —অভয়-স্বরূপ ঈশ্বরই তাঁহারদের উৎসাহ-দাতা। যৌবন কালেই ধর্ম্মের বল প্রকাশ কর; সে বল কোন বিঘ্ন মানে না, কোন